

HSC 2025



GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আলিবার্ড অফারে

কোর্স এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715



বাংলা-সহপাঠ

লেকচার-১৭ {২৭}

লালসালু





লালসালু

২২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ



ପରଦିନ ତାହେରେ ବୁଡ଼ୋ ବାପକେ ମଜିଦ ଡେକେ ପାଠ୍ୟ | ଏଲେ ବଲେ, ତୋମାର ବିବି କୀ କଯା ?
ବୁଡ଼ୋ ଇତସ୍ତତ କରେ, ଘାଡ଼ ଚୁଲକେ ଏଧାର-ଓଧାର ଚେଯେ ଆମତା-ଆମତା କରେ | ମଜିଦ ଧଞ୍ଚେ
ଓଠେ |

-କଓ ନା କ୍ୟାନ ?

ଧମକ ଖେଯେ ଢୋକ ଗିଲେ ବୁଡ଼ୋ ବଲେ,

-ତା ହଜୁର ଘରେର କଥା ଆପନାରେ କ୍ୟାମନେ କହି ?

କତକ୍ଷଣ ଚୁପ ଥେକେ ମଜିଦ ଭାରୀ ଗଲାଯ ବଲେ, → ମୂଳର୍ଥ
(ମୂଳର୍ଥ)

-ଆମି ଜାନି କୀ କଯା | କିନ୍ତୁ ତୁମି କେମନ ମର୍ଦ, ଦାଁଡାଇୟା ଦାଁଡାଇୟା ଶୋନ ହେଇ କଥା ?





(টিফন) - ২০৮

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অঙ্ককার দেখে, চেলাকাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়ত সে শেষই হয়ে যেত-যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিত। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

-বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হজুর। আপনে যদি (দোয়া পানি দ্যান)-আবার কতকক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

-বিবিরে কইয়া দিয়ো, অমন কথা যদি আর কোনোদিন কয় তাইলে মছিবত হইব। } মামম্যা }

মাথানেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

-হজুর, কোথিকা হৃনলেন বেটির কথা?

-তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো-কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বললো কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

৩৯৫

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিল। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমি-সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা-মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি-যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুইচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়ত তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিল সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মতো কথা ফুটতো মুখ দিয়ে। আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে। → ফিটফট।



বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জুলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহে। তবে কী হাস্তনির মা বলেছে? তার তো ও-বাড়িতে যাতায়াত আছে। একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে-কথা সে বিশ্বাস করে না।



যত ভাবে কথাটা, তত জুলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না-তা যতই **আলেম-খোদাবন্দ** মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তা ছাড়া, কথাটায় যে **বিন্দুমাত্র** সত্য নেই কে বলতে পারে! এককালে বুড়ি **উড়নি মেয়ে** ছিল, তার **হাসি** আর নাচন দেখে পাগল হত কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জন্মের উঠেছিল।



"অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটি জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।"-
'লালসালু' উপন্যাসে সে কথা বিশ্বাস করে না কে?
[দি. ৰো. ১৯]

- ক) আমেনা
- খ) জমিলা
- গ) আকাস
- ঘ) তাহেরের বাপ



"অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটি জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।"-
'লালসালু' উপন্যাসে সে কথা বিশ্বাস করে না কে?
[দি. ৰো. ১৯]

- ক) আমেনা
- খ) জমিলা
- গ) আকাস
- ঘ) তাহেরের বাপ



একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কাণ্টা নাকি ঘটেছিল। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙ্গানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়। অন্দরে চুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড়চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাঢ়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আচাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা-ওরে ভাতার-থাইকা জারণি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিল না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।





(দায়ন→ট্র্যান্স) মুখ্য

সেদিন দুপুরে ঘুথে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে
বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেল।মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরংছে, আর
সে ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহিমা কাঁথায় শেষ কটা ফুরন দিচ্ছে।

ত্রয়োন্ধু

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ স্টান ঘরে টুকে তার সামনেই
রহিমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল। প্রথমে কিছু বোৰা গেল না। কথা
স্পষ্টতর হয়ে এলে এইটুকু বোৰা গেল যে, সে রহিমাকে বলছে : ওনারে কন,
আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে।





(প্রেরণা)
(দেশ)

মজিদ হাঁকা টানে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে,
লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে-এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম ঘোরনে। রহিমার না আছে অভিমান, না আছে
চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোনো কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ
ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাতে কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এই
জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গন্তীর কঢ়ে রহিমাকে বলে,
- অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।



একটু পরে রহিমা বলে,
-ও যাইবার চায় না
(ডরায়)

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুঁটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতুহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গন্তব্য কঢ়ে বলে,-থাক তাইলে এইখানে। অপরাহ্নে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের চেঙ্গা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাস্বা; অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।

(৮৫)
↑
তাইলে বায়

খালেক ব্যাপারীও এসেছে মাতৰন না হলে শাস্তি বিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতৰনের মুখ দিয়ে বেরলে ভালো দেখায়। একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।



ট্রাইব্যুন

খালেক ব্যাপারী বাজখাই গলায় প্রশ্ন করে,

-তোমার বিবি কী বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

-হেই কথা আপনারা ব্যাকই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিএঁ। বুড়ো ওদিকে একবার ফিরেও

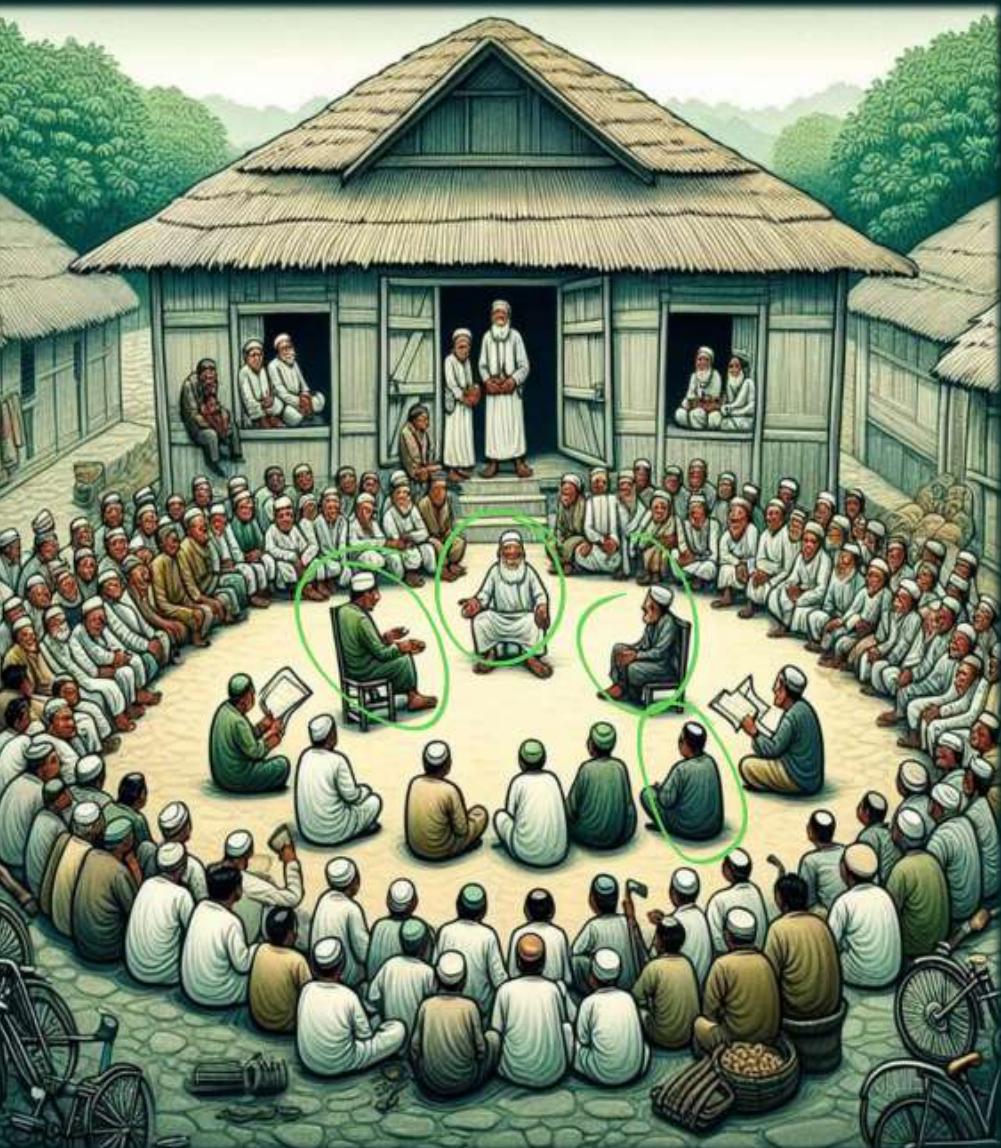
তাকায় না। খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,

-এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো-এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর

বলে,

-এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাণি বুটমুট একখান কথা কয়-তা বইলা আমি কি পাড়ায়
চোল-সোহরত দিমু?





ସ୍ଵର୍ଗ-ପ୍ରତିବନ୍ଦିତ ଓହି

ଓର କଥା ବଲାର ଭଙ୍ଗି ବ୍ୟାପାରୀର ମୋଟେଇ ଭାଲୋ ଲାଗେ ନା । ମଜିଦ ନୀରବ ହୟେ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣେ
ତାରଓ ଚୋଥ ଜୁଲେ ଧିକିଧିକି ।

ଲୋକଟିର ଉତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନେଇ । ତାଇ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ସରେର ଜନ୍ୟ ସହସା କିଛୁ ନା ପେଯେ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଧମକେ
ଓଠେ ବଲେ,

-କଥା ଠିକ କହିରା କହିବାର ପାରୋ ନା?

ଜମାଯେତେର ମଧ୍ୟେ କଯେକଟା ଗଲା ଆବାର ଚେଂଚିଯେ ଓଠେ, କଥା ଠିକ କହିରା କଓ ମିତ୍ର, କଥା ଠିକ କହିରା
କଓ ।

ବୈଠକ ଶାନ୍ତ ହଲେ ଖାଲେର ବ୍ୟାପାରୀ ଆବାର ବଲେ,

-ତୁମି ତୋମାର (ମାଇୟାରେ ଠ୍ୟାଙ୍ଗାଇଛ)କ୍ୟାନ?



-ଆମାର ମାଇୟା ଆମି ଠ୍ୟାଙ୍ଗାଇଛି!-ଲସାମୁଖ ଖାଡ଼ା କରେ ନିର୍ବିକାରଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତାହେରେ ବାପ, ଯେଣ ଭୟ ନେଇ ଡର ନେଇ । ଅବଶ୍ୟକତାର ଦିକେ ଲକ୍ଷ କରିଲେ ଦେଖା ଯାଇ, ଆଞ୍ଚୁଳଗୁଲୋ କାଁପିଛେ । ଭେତରେ ତାର କ୍ରୋଧେର ଆଗ୍ନି ଜୁଲଛେ- ବାହିରେ ଯତ ଠାଙ୍ଗା ଥାକୁକ ନାହିଁ ।

ବ୍ୟାପାରୀ କୀ ଏକଟା ବଲତେ ଯାଚିଲି, ଏବାର ହାତ ନେଡ଼େ ମଜିଦ ତାକେ ଥାମିଯେ ନିଜେ ବଲବାର ଜନ୍ୟ ତୈରି ହୁଏ । ବ୍ୟାପାରଟା ଆଗେ ଗୋଡ଼ା ଥେକେ ବ୍ୟାପାରୀକେ ବୁଝିଯେ ବଲେଛିଲି ସେ, ଏବଂ ଭେବେଛିଲି ତାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀଇ କାଜଟା ଠିକମତୋ ଚାଲିଯେ ନେବେ । କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋ ତେମନ ଜୁତସିଇ ହଚ୍ଛେ ନା । ବଲଛେ ଆର ଯେଣ ଠାସ୍ କରେ ମୁଖେର ଓପର ଚଢ଼ ଥାଚେ ।

ମଜିଦ ଗନ୍ତୀର ଗଲାଯ ବଲେ, ଭାଇ ସକଳ ! ବଲେ ଥେମେ ତାକାଯ ସବାର ପାନେ । ପିଠି ମୋଜା କରେ ବସେଛେ, କୋଲେର ଓପର ହାତ । ଆସଲ କଥା ଶୁରୁ କରିବାର ଆଗେ ସେ ଏମନ ଏକଟା ଆବହାଓୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ, ମନେ ହୁଏ ଚୁରା ଫାତେହା ପଡ଼େ ତାର ବକ୍ତ୍ଵୟ ଶୁରୁ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆରେକବାର 'ଭାଇ ସକଳ' ବଲେ ସେ କଥା ଶୁରୁ କରେ । ବଲେ, ଖୋଦାତାଲାର କୁଦରତ ମାନୁଷେର ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ । ଦୋଷ ଗୁଣେ ସୃଷ୍ଟ ମାନୁଷ । ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ତାଇ ଶୟତାନ ଆଛେ, ଫେରେନ୍ତାଓ ଆଛେ । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଗୁନାଗାର ଆଛେ, ନେକବନ୍ଦ ଆଛେ । କୁଣ୍ଡଳ ରଟନାଟା ବଡ଼ ଗର୍ହିତ କାଜ । କିନ୍ତୁ ଯାରା ଶୟତାନେର ଚାତୁରି ବୁଝିବା ପାରେ ନା, ଯାରା ତାଦେର ଲୋଭନୀୟ ଫାଁଦେ ଧରା ଦେଇ ଏବଂ ଖୋଦାର ଭୟକେ ଦିଲ ଥେକେ ମୁଛେ ଫେଲେ-ତାରା ଏହିବ ଗର୍ହିତ କାଜେ ନିଜେଦେର ଲିଙ୍ଗ କରେ ।



ପ୍ରକାଶନ
ଦର୍ଶନ

ଲେଖକ
ଜିଣ୍ଡା

(ବ୍ୟାଙ୍ଗ) (୩୨୯)

ମାନୁଷେର ରସନା ବଢ଼ି ଭୟାନକ ବସ୍ତୁ; ସେ-ରସନା ବିଷାକ୍ତ ସାପେର ରସନାର ଚେଯେ ଓ ଭୟକ୍ଷର ହତେ ପାରେ । ପ୍ରକିଞ୍ଚ ସେ-ରସନା ତାର ବିଷେ ପରିବାରକେ-ପରିବାର ଧର୍ବସ କରେ ଦିତେ ପାରେ, ନିମେଷେ ଆଗୁନ ଧରିଯେ ଦିତେ ପାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀତେ ।

ଝଜୁଭଙ୍ଗିତେ ବସେ ଗନ୍ତୀର କଟେ ଢାଳୁ ସୁରେ ମଜିଦ ବଲେ ଚଲେ । କଥାଯ ତାର ମଧୁ ଅନ୍ଧ ଘରେ ତାର କଟେ ଏକଟା ସୁର ତୋଳେ, ଯେ-
ସୁରେ ମୋହିତ ହେଁ ପଡେ ଶ୍ରୋତାରା ।

ଏକବାର ମଜିଦ ଥାମେ । ଶାନ୍ତ ଚୋଥ; କାରଓ ଦିକେ ତାକାଯ ନା । ଦାଡ଼ିତେ ଆଲଗୋଛେ ହାତ ବୁଲିଯେ ତାରପର ଆବାର ଶୁରୁ କରେ,

-ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟେ ଯିନି ସବଚେଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ଓ ତାର ପରିବାରେର ବିରଳ୍କ୍ରୋଧ ମାନୁଷେର ସେ-ରସନା ପ୍ରକିଞ୍ଚ ହେଁବେ । ପଞ୍ଚମ
ହିଜରିତେ ପ୍ରିୟ ପଯଗମ୍ବର ବାନି ଏଲ ମୁନ୍ତାଲିଖ-ଏର ବିରଳ୍କ୍ରୋଧ ଲଡ଼ାଇ କରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ତାର ଛୋଟ ବିବି ଆୟେଶା
କୀ କରେ ଦଲଚ୍ୟତ ହେଁ ପଡ଼େନ । ତାରପର ତିନି ପଥ ହାରିଯେ ଫେଲେନ । ଏକ ନୌଜୋଯାନ ସିପାଇ ତାଙ୍କେ ଖୁଜେ ପାଇ । ପେଯେ ତାଙ୍କେ
ସସମ୍ମାନେ ନିଜେରଇ ଉଟେ ବସିଯେ ଆର ନିଜେ ପାଇୟେ ହେଁଟେ ପ୍ରିୟ ପଯଗମ୍ବରେର କାହେ ପୌଛେ ଦିଯେ ଯାଇ ।



ଯାଦେର ଅନ୍ତରେ ଶୟତାନେର ଏକଚହିତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ- ଯାରା ତାରଇ ଚକ୍ରାନ୍ତେ ଖୋଦାର ରୋଶନାଇ ଥେକେ ନିଜେର ହଦୟକେ ବସ୍ତିତ କରେ ରାଖେ, ତାଦେରଇ ବିଷାକ୍ତ ରସନା ସେଦିନ କର୍ମତ୍ରପର ହୁଏ ଉଠିଲ । ହଜରତେର ଏତୋ ପେଯାରା ବିବିର ନାମେଓ ତାରା କୁଣ୍ଡଳ ରଟାତେ ଲାଗଲ । ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ପେଲେନ ପଯଗମ୍ବର । ଖୋଦାର କାହେ କେଂଦେ ବଲଲେନ, ଏହା ଖୋଦା ପରବଦ୍ଧେଗାର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆମାର ବିବି କେଣ ଏତ ଲାଞ୍ଛନା ଭୋଗ କରବେ, କେଣ ଏ-ଅକଥ୍ୟ ବଦନାମ ସହ୍ୟ କରବେ? ଉତ୍ତରେ ଖୋଦାତାଳା ମାନବଜାତିକେ ବଲଲେନ-

ଥେମେ ବିସମିଲ୍ଲାହ ପଡ଼େ ମଜିଦ ଚୁରାଯେ ଆଲ-ନୂର ଥେକେ ଖାନିକଟା କେରାତ ପଡ଼େ ଶୋନାଯ । ତାର ଗନ୍ଧୀର କର୍ତ୍ତା ହଠାତ ମିହି ସୁରେ ଡେଙ୍ଗେ ପଡ଼େ । ଶ୍ଵର ଘରେ ବିଚିତ୍ର ସୁରବଂକାର ଓଠେ । ଶୁନେ ଜମାଯେତେର ଅନେକେର ଚୋଖ ଛଲଛଲ କରେ ଓଠେ ।

ହଠାତ ଏକସମଯେ ମଜିଦ କେରାତ ବନ୍ଧ କରେ ସରାସରି ତାହେରେ ବାପେର ପାନେ ତାକାଯ । ଯେ-ଲୋକଟା ଏତକ୍ଷଣ ଏକଟା ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବ ନିଯେ କଠିନ ହୁଏଛିଲ, ତାର ଚୋଖ ଏଥିନ ନରମ ବିବେ ଥାକାର ମଧ୍ୟେ ଉଦ୍ଧବ ଭାବାଟା ଓ ଯେନ ନେଇ । ଚୋଖାଚୋଖି ହତେ ସେ ଚୋଖ ନାମାଯ ।



କରେକ ମୁହଁତ ତାର ପାନେ ତାକିଯେ ଥେକେ ଗଲା ଉଠିଯେ ମଜିଦ ବଲେ ଯେ, ଖୋଦାତା'ଲାର ଭେଦ ତାଁରଇ ସୃଷ୍ଟି ବାନ୍ଦାର ପକ୍ଷେ ବୋର୍ବା
ସନ୍ତ୍ରେବ ନୟ | ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ତିନି ବିଷମମ୍ବ ରସନା ଦିଯେଛେ, ମୁଦ୍ରମୟ ରସନାଓ ଦିଯେଛେ | ଉଦ୍ଧୃତ କରେଓ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ତାକେ,
ମାଟିର ମତୋ କରେଓ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ | ସେ ଯାଇ ହୋକ, ମାନୁଷେର କାହେ ଆପନ ସଂସାର, ଆପନ ବାଲବାଚା ଦୁନିଆର ସବ ଚାଇତେ
ପ୍ରିୟ | ତାଦେରଇ ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ଜନ୍ୟ ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଜୀବନେର ସଙ୍ଗେ ଲଡ଼ାଇ କରେ | ଆପନ ସଂସାରେର ଭାଲୋ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ
କିଛୁ ଭାବତେ ପାରେ ନା ସେ | କିନ୍ତୁ ଯେ ମେଯେଲୋକ ଆପନ ସଂସାର ଆପନ ହାତେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଚାଯ ଏବଂ ଆପନ ସନ୍ତାନେର ଜଣ୍ମ
ସମ୍ପର୍କେ କୁଣ୍ଡ୍ଳା ରଟନା କରେ, ସେ ନିଜେର ବିରଳଦେବ କାଜ କରେ, ଖୋଦାର ବିରଳଦେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଠାଯ | ତାର ଗୁନାହ୍ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଗୁନାହ୍ ତାର
ଶାନ୍ତି ବଡ଼ କଠିନ ଶାନ୍ତି ।

ହୃଦୟ ମଜିଦେର ଗଲା ଝାନଝାନ କରେ ଓଠେ ।

-ତୁମି କୀ ମନେ କରୋ ମିଏଣ୍ଟା? ତୁମି କି ମନେ କରୋ ତୋମାର ବିବି ମିଛା ବଦନାମ କରେ? ତୁମି କୀ ହଲଫ କଇରା ବଲତେ ପାରୋ
ତୋମାର ଦିଲେ ମଯଳା ନାଇ?



যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস় ঠাস় জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথায় দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাঁটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ-এতদিন পর আজ সন্দেহ! বছদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাথির মতো নাচত, হাসিখুশি উচ্ছলতায় চারিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব উঠেছিল সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিতে পারত। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাত না। কিন্তু আজ এত দিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিল, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রন্ধি খোলস-তাকে নিয়ে সে কী করবে? অঙ্কার ভবিষ্যতের মধ্যে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধরকের সুরে আবার বলে,

-কী মিএও? তোমার দিলে কি ময়লা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা? মজিদ থামলে ঘরময় রূপানিঃশ্঵াসের প্রত্নতা নামে এবং সে-প্রত্নতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝাঁকৃত হয়ে ওঠে। সে ঝাঁকার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।



তাহেরের বাপ এধার ওধার তাকায়, অস্তির-অস্তির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি
বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশ্যে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

-কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

-কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

(ত্যাগ্ন্যা / গুরুমূল)

অস্তির হয়ে ওঠা চেথে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাছে না কোথাও। -তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙ্গাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়েছে ক্যান? তার গানীল-নীল
হইছে ক্যান?



ସଭା ନିଃଶ୍ଵାସ ରୁଦ୍ଧ କରେ ରାଖେ । ଲୋକେରାଓ ବୋରେ ନା ଠିକ କୋଥା ଦିଯେ କୋଥାଯ ଯାଛେ ବ୍ୟାପାରଟା । ତବେ ବିଭାଗ୍ତ ବୁଡୋଟିର ପାନେ ଚେଯେ ସମବେଦନା ହୁଯ ନା । ବରଞ୍ଚ ତାକେ ଦେଖେ ମନେ ଏଥିନ ବିଦେଶ ଆର ଘୁଣା ଆସେ । ଓ ଯେନ ଘୋର ପାପୀ । ପାପେର ଜୁଲାଯ ଏଥିନ ଛଟଫଟ କରଛେ । ଦୋଜଖେର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଯେନ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛେ ତାକେ ।

ହଠାତ୍ ଝଜୁ ହୁଯେ ବସେ ମଜିଦ ଚୋଖ ବୋଜେ । ତାରପର ସେ ବିସମିଳାହ ପଡ଼େ ଆବାର କେରାତ ଶୁରୁ କରେ । ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମିହି ମଧୁର ହୁଯେ ଓଠେ ତାର ଗଲା, ଶାନ୍ତିର ଝରନାର ମତୋ ବୈଯେ-ବୈଯେ ଆସେ, ଝରେ-ଝରେ ପଡ଼େ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କରିଗାଯ ।

ତାରପର ସର୍ବସମକ୍ଷେ ଟେଙ୍ଗ ବଦମେଜାଜି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କାଁଦିତେ ଶୁରୁ କରେ । ସେ କାଁଦେ, କାଁଦେ, ବ୍ୟାଘାତ କରେ ନା ତାର କାନ୍ନାୟ । ଅବଶ୍ୟେ କାନ୍ନା ଥାମଲେ ମଜିଦ ଶାନ୍ତ ଗଲାଯ ବଲେ, -ତୁମି କିଂବା ତୋମାର ବିବି ଗୁନାହ କହିରା ଥାକଲେ ଖୋଦା ବିଚାର କରିବେନ ।

କିନ୍ତୁ ତୁମି ତୋମାର ମାଇୟାର କାହେ ମାପ ଚାଇବା, ତାରେ ସରେ ନିଯା ଯତ୍ତେ ରାଖିବା । ଆର ମାଜାରେ ଶିନ୍ନି ଦିବା ପାଁଚ ପହିସାର । ମଜିଦ ନିଜେ ତାର ମାଫ ଦାବି କରେ ନା । କାରଣ ମେଯେର କାହେ ଚାଇଲେ ତାରଇ କାହେ ଚାଓଯା ହବେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୋ ତାରଇ । ତାରଇ ହକ୍କୁମ ତାମିଲ କରିବେ ସେ ।



প্ৰিয় পয়গম্বৱেৱ বাণী এল কত হিজৱিতে?

[দি. ৰো. ২২]

- ক) চতুৰ্থ
- খ) ষষ্ঠি
- গ) পঞ্চম
- ঘ) সপ্তামাৰ



প্রিয় পয়গম্বরের বাণী এল কত হিজরিতে?

[দি. বো. ২২]

- ক) চতুর্থ
- খ) ষষ্ঠি
- গ) পঞ্চম } মে }
- ঘ) সপ্তার



'কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড জুলে ওঠে অন্তর।'- উকিমিতে কার অন্তর জুলে ওঠার কথা
বোঝানো হয়?

[দি. বো. ১৭]

- ক) রহিমার
- খ) মজিদের
- গ) তাহেরের বাবার
- ঘ) জমিলর



'কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড জুলে ওঠে অন্তর।'- উক্তিটিতে কার অন্তর জুলে ওঠার কথা
বোঝানো হয়?

[দি. বো. ১৭]

- ক) রহিমার
- খ) মজিদের
- গ) তাহেরের বাবার
- ঘ) জমিলর



'ওনারে কন, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে।'- উকিটি কার?

[ব. বো. ১৭]

- ক) রহিমা
- খ) আমেনা
- গ) জমিলা
- ঘ) হামুনির মা



'ওনারে কন, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে।'- উকিটি কার?

[ব. বো. ১৭]

- ক) রহিমা
- খ) আমেনা
- গ) জমিলা
- ঘ) ~~হামুনির মা~~



'তেরে ক্রোধের আঙুন জুলছে বইরে যত ঠান্ডা থাকুক না কেন।'- কার তেরে ক্রোধের আঙুন জুলছে?

[টা. বো. ১৯]

- ক) আকাসের
- খ) মজিদের
- গ) খালেক ব্যাপারীর
- ~~ঘ) তাহের-কাদেরের বাপের~~



'তেওরে ক্রোধের আঙুন জুলছে বইরে যত ঠান্ডা থাকুক না কেন।'- কার তেওরে
ক্রোধের আঙুন জুলছে?

[টা. বো. ১৯]

- ক) আকাশের
- খ) মজিদের
- গ) খালেক ব্যাপারীর
- ঘ) তাহের-কাদেরের বাপের





ଆର ସେ ଓଠେଇ ନା । ବୁଡ଼ି ମାଝେ ମାଝେ ଶାନ୍ତ ଗଲାଯ ଛେଲେଦେର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,
-ଦେଖ ତୋ, ବ୍ୟାଟା କି ମରଲୋ ନାକି?

ଛେଲେରା ଧମକେ ଓଠେ ମାଯେର ଓପର ବଲେ, କୀ ଯେ କଓ! ମୁଖେ ଲାଗାମ ନାହିଁ ତୋମାର?
ହତାଶ ହେଁ ବୁଡ଼ି ବଲେ,

ତାଇ କି ଆମାର କି ତେମନ କପାଳଡ଼ା!

ଆର ମାରବେ ନା ପ୍ରତିଶ୍ରଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ଵେ ବଡ଼ ଭୟ-ଭୟେ ହାସୁନିର ମା ଘରେ ଫିରେ
ଏସେଛିଲ । ଭୟ ଯେ, ସେଖାନେ ଯା ବଲେଛେ, କିନ୍ତୁ ଏକବାର ହାତେ-ନାତେ ପେଲେ ତାକେ
ଠିକ ଖୁନ କରେ ଫେଲବେ ବୁଢ଼ୋ) ସେ ଏଥିନ ଅବାକ ହେଁ ସୁରଘୁର କରେ । ଉକି ମେରେ
ବାପେର ଶାୟିତ ନିଶ୍ଚଳ ଦେହଟି ଚେଯେ ଦେଖେ କଖନୋ-କଖନୋ । କଖନୋ-ବା ଆଡ଼ାଳ
ଥେକେ ଶୁଦ୍ଧ ଗଲାଯ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, -ବାପଜାନ, ଖାଇବା ନା?
ବାପ କଥା କଯ ନା ।





ଦୁ-ଦିନ ପରେ ଝାଡ଼ ଓଠେ । ଆକାଶେ ଦୂରଭ୍ରତ ହାଓୟା ଆର ଦଲେ-ଭାରୀ କାଳୋ କାଳୋ ମେଘେ ଲଡ଼ାଇ ଲାଗେ; ମହବୁତ ନଗରେର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାଲଗାଛଟି ବନ୍ଦି ପାଖିର ମତୋ ଆହୁତାତେ ଥାକେ । ହାଓୟା ମାଠେ ସୂର୍ଯ୍ୟପାକ ଥେଯେ ଆସେ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭଞ୍ଜିତେ ବାଜପାଖିର ମତୋ ଶୋଙ୍କ କରେ ନେବେ ଆସେ, କଥନୋ ଭୋତା ପ୍ରଶନ୍ତତାଯ ହାତିର ମତୋ ଠେଲେ ଏଗିଯେ ଯାଯ । ଝାଡ଼ ଏଲେ ହାସୁନିର ମାର ହଇ ହଇ କରାର ଅଭ୍ୟାସ । ହାସୁନି କୋଥାଯ ଗେଲ ରେ, ଛାଗଲଟା କୋଥାଯ ଗେଲ ରେ, ଲାଲ ଝୁଟିଓୟାଲା ମୁରଗିଟା କୋଥାଯ ଗେଲ ରେ । ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗଲାଯ ଚେଚାମେଚି କରେ, ଆଥାଲି-ପାଥାଲି ଛୁଟୋଛୁଟି କରେ, ଆର କୀ-ଏକଟା ଆଦିମ ଉଲ୍ଲାସେ ତାର ଦେହ ନାଚେ ।

ଝାଡ଼ ଆସଛେ ହ-ହ କରେ, କିନ୍ତୁ ହାସୁନିର ମା ମୁରଗିଟା ଖୁଜେ ପାଯ ନା । ପେଛନେ ଝୋପକାଡ଼େ ଦେଖେ, ବାହିରେ ଯାଯ, ଓଧାରେ ଆମଗାଛେ ଆଶ୍ରଯ ନିଯେଛେ କି ନା ଦେଖେ, ବୃକ୍ଷିର ଝାପଟାଯ ବୁଜେ ଆସା ଚୋଖେ ପିଟ-ପିଟ କରେ ତାକିଯେ କୁର-କୁର ଆଓୟାଜ କରେ ଡାକେ, କିନ୍ତୁ କୋଥାଓ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଯ ନା । ଶେଷେ ଭାବେ, କୀ ଜାନି, ହୟତ ବାପେର ମାଚାର ତଳେଇ । ମୁରଗିଟା ଗିଯେ ଲୁକିଯେଛେ । ପା ଟିପେ-ଟିପେ ଘରେ ଢୁକେ ମାଚାର ତଳେ ଉଁକି ମାରତେଇ ତାର ବାପ ହଠାତ କଥା ବଲେ । ଗଲା ଦୁର୍ବଲ, ଶୂନ୍ୟ-ଶୂନ୍ୟ ଠେକେ । ବଲେ, -ଆମାରେ ଚାଇରଡା ଚିଡ଼ା ଆଇନା ଦେ ।
ମେଯେ ଛୁଟେ ଗିଯେ କିଛୁ ଚିଡ଼ାଗୁଡ଼ ଏନେ ଦେଯ ।



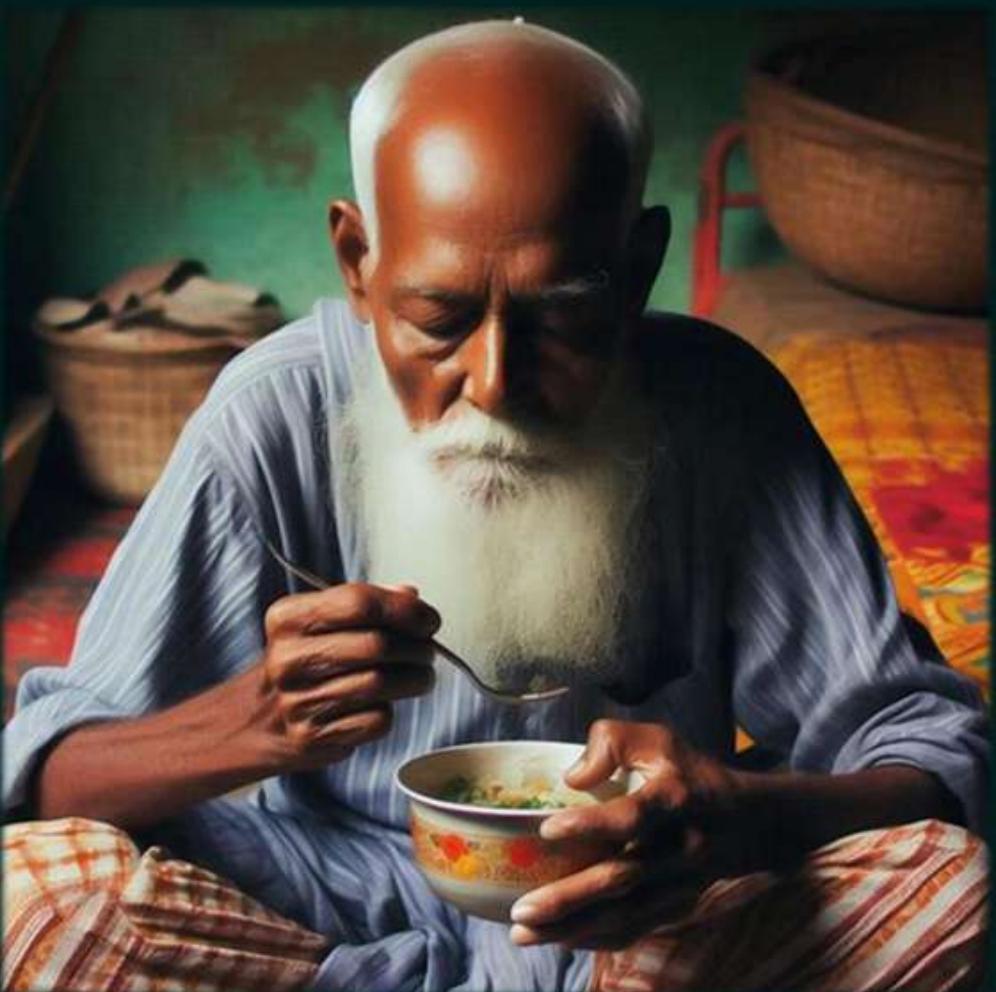
ବାପ ଗବଗବ କରେ ଖାଯ | କିଧିଆ ରାକ୍ଷସେର ମତୋ ହୟେ ଉଠେଛେ ।

ଚିଡ଼ା କଟା ଗଲାଧଃକରଣ କରେ ବଲେ,
-ପାନି ଦେ ।

ମେଯେ ଛୁଟେ ପାନି ଆନେ | ସର୍ବାଙ୍ଗ ତାର ଭିଜେ ସପସପ କରଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିକେ ଖେଳାଳ
ନେଇ ଅନୁତାପ ଆର ମାଯା-ମମତାଯ ବାପେର କାଛେ ସେ ଗଲେ ଗେଛେ | ବାପେର ବ୍ୟଥାଯ
ତାର ବୁକ ଚିନ୍ଚିନ କରେ ।

ବୁଡୋ ଟକଟକ କରେ ପାନି ଖାଯ | ତାରପର ଏକଟୁ ଭାବେ | ଶେଷେ ବଲେ,
-ଆର ଚାଇରଡା ଚିଡ଼ା ଦିବି ମା?

ମେଯେ ଆବାର ଛୋଟେ ଚିଡ଼ା ଆନେ ଆରଓ, ସଙ୍ଗେ ଆରେକ ଲୋଟା ପାନିଓ ଆନେ ।





୨୯୮ ମୁଖ୍ୟ ହୃଦୟ ।

{
ଶ୍ରୀଜନ୍ମ ଏଣ୍ଟଲ୍
ପ୍ରଚୋଦନ ଗାନ୍ଧି

ହେ-ଦିନେର ରୋଜା ଭେଟେ ବୁଡ୍ଗୋ ଧନୁକେର ମତୋ ପିଠ ବେକିଯେ ମାଚାର ଓପର ଅନେକକ୍ଷଣ
ବସେ-ବସେ ଭାବେ, ଦୃଷ୍ଟି କୋଣେର ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ନିବନ୍ଧ ।

ବାଇରେ ହାଓୟା ଗୋଡ଼ିଯେ-ଗୋଡ଼ିଯେ ଓଠେ, ଘରେର ଚାଲ ହାଓୟା ଆର ବୃଷ୍ଟିର ଝାପଟାଯ
ଗୁମରାଯା ସିନ୍ତକ୍ରି କାପଡେ ଦୂରେ ଦାଁଡିଯେ ମେଯେ ନୀରବ ହୟେ ଥାକେ । ହଠାତ୍ କେନ ତାର ଚୋଥ
ଛଳଛଳ କରେ । ତବେ ଘରେର ଅନ୍ଧକାର ଆର ବୃଷ୍ଟିର ପାନିତେ ଭେଜା ମୁଖେର ମଧ୍ୟେ ସେ-ଅଣ୍ଟ
ଧରା ପଡ଼ୁବାର କଥା ନଯ ।

ଅବଶେଷେ ବାପ ବଲେ-ମାଇୟା, ତୋର କାହେ ମାପ ଚାଇ ବୁଡା ମାନୁଷ, ମତିଗତିର ଆର
ଠିକ ନାହିଁ । ତୋରେ ନା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ଦିଛି ହେ-ଦିନ ।

ମେଯେ କୀ ବଲବେ । ବୋକାର ମତୋ ଦାଁଡିଯେ ଥାକେ । ତାରପର ମୁରଗି ଖୋଜାର ଅଜୁହାତେ
ବାଇରେ ଝାଡ଼େର ମଧ୍ୟେ ଗିଯେ ଦୀଢ଼ାତେହ ଚୋଥେ ଆରଓ ପାନି ଆସେ, ଭୁଭୁ କରେ,
ଅର୍ଥହିନଭାବେ, ଆର ବୃଷ୍ଟିତେ ଧୂରେ ଯାଯ ସେ-ପାନି ।





University

নদী (নদী) → নদ (ন)

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেল | কেউ বলতে পারল না গেল কোথায়। ছেলেরা
অনেক খোঁজে। আশপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন
ক্রেতেশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে
সন্ধান পাবার জো নেই। খুরস্তোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কত দূরে তার দেহ
ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

খুরস্তোতা (নদী)

ঘরে বুড়ি স্তৰ্ব হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না।
হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তেলাওয়াত শুনেছে অনেক দিন। সে
আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,
-আল্লা-আল্লা কও মা।
বুড়ি তখন জেগে ওঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা-





মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ-যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে-সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোৰা দুঃক্র তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গৃহৃতত্ত্ব বোৰাও দুঃক্র। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহ্নীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত, মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোৰার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতুহল প্রকাশ করা অর্থহীন। ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথায় ভেসে উঠেছে কি না জানার জন্য কৌতুহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতুহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশংস্তি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে-প্রশংসন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থাই পায় না।



যেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসল হওয়া-না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া-না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে
একটি লোকের নিরবেশ হ্বার ঘটনা করখানি আর কৌতুহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে
বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিল, পাপের জুলায় কেমন অঙ্গীর-
অঙ্গীর করেছিল- যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি
ধুলিসাং হয়ে গিয়েছিল সে-কান্নার মধ্যে।

দু → না

এ বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে
বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চির নীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্জ্যনীয়
রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সন্তুষ্ট মহাসত্যকে তেদ করা, অনাবৃত করা।
মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-
রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়-সে-কথা এরা বোঝে।



হসুনির মার মনেও প্রশ়া নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরাদেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়

-খোদার জিনিস খোদা তুইলা লাইয়া গেছে!

তারপর মার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানে।

-বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।



‘লালসালু’ উপন্যাসের ‘মাছের পিঠের মতো মাজার’ বলতে রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে-
[চ. বো. ১৬]

- ক) মাজারের গঠন
- খ) মাজারের রহস্যময়তা
- গ) মজিদের ভগ্নামি
- ঘ) জমিলার প্রতিবাদ



‘লালসালু’ উপন্যাসের ‘মাছের পিঠের মতো মাজার’ বলতে রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে-
[চ. বো. ১৬]

- ক) মাজারের গঠন
- খ) মাজারের রহস্যময়তা
- গ) মজিদের ভগ্নামি
- ঘ) জমিলার প্রতিবাদ



‘বতোর দিন’ কীসের সাথে সম্পর্কিত?

[রা. বো. ১৬]

- ক) ঈদ
- খ) পূজা
- গ) চাষাবাদ
- ঘ) বিয়ে



‘বতোর দিন’ কীসের সাথে সম্পর্কিত?

[রা. বো. ১৬]

- ক) ঈদ
- খ) পূজা
- গ) চাষাবাদ
- ঘ) বিয়ে



'খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।'- এখানে 'খেলোয়াড়' কে?
[সি. বো. ২২]

- ক) মজিদ
- খ) সলেমনের বাপ
- গ) আকাস
- ঘ) তাহের-কাদেরের বাপ



'খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে'- এখানে 'খেলোয়াড়' কে?
[সি. বো. ২২]

- ক) মজিদ
- খ) সলেমনের বাপ
- গ) আকাস
- ঘ) তাহের-কাদেরের বাপ



'লালসালু' উপন্যাসে ঝড় এলে হৈ হৈ করার অভ্যাস কার?

- ক) হাসুনির মার
- খ) রহিমার
- গ) জমিলার
- ঘ) মজিদের



'লালসালু' উপন্যাসে ঝড় এলে হৈ হৈ করার অভ্যাস কার?

- ~~ক) হাসুনির মার~~
- খ) রহিমার
- গ) জমিলার
- ঘ) মজিদের



‘তোরে না বুইৰা কষ্ট দিছি হে-দিন।’- কাকে কষ্ট দিয়েছে?

[ব. বো. ২৩]

- ক) রহিমা
- খ) জমিলা
- ~~গু~~ হাসুনির মা
- ঘ) আমেনা

বিধৃত
বাচ্চা → হাতুনিঃ গাছ



‘তোরে না বুইৰা কষ্ট দিছি হে-দিন।’- কাকে কষ্ট দিয়েছে?

[ব. বো. ২৩]

- ক) রহিমা
- খ) জমিলা
- গ) হাসুনির মা
- ঘ) আমেনা



ଲାଲସାଲୁ' ଉପନ୍ୟାସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାନୁଷେର ସ୍ମରଣେ ବହୁଦିନ ଜାଗତ ହେଁ ଥାକେ କୋନଟି?

- କ) ଭାଲୋ କାଜ
- ଖ) ଅନ୍ୟାଯ କର୍ମ
- ଗ) ଅପରାଧେର ସ୍ଟଟନା
- ଘ) ବିଚାରବ୍ୟବହାର



লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত মানুষের স্মরণে বহুদিন জাগ্রত হয়ে থাকে কোনটি?

- ক) ভালো কাজ
- খ) অন্যায় কর্ম
- গ) অপরাধের ঘটনা
- ঘ) বিচারব্যবস্থা



ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ହାସୁନିର ମା ମଜିଦେର ବାସାୟ ଆସତ ନା । ଲଜ୍ଜା ହତୋ । ମାର ଲଜ୍ଜା ନେଇ ବଲେ ତାର ଲଜ୍ଜା ।
ତାରପର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସତେ ଲାଗଲ । କଥନୋ କୁଚିଂ ମଜିଦେର ସାମନାସାମନି ହୟେ ଗେଲେ ମାଥାୟ ଆଧହାତ
ଘୋମଟା ଟେନେ ଆଡ଼ାଲେ ଗିଯେ ଦାଁଡ଼ାତ, ଆର ବୁକଟା ଦୁରକୁ କାପତ ଭରେ । ବତୋର ଦିନେ ଏ-ବାଡ଼ିତେ
ଯାତାଯାତ ଯଥନ ବେଡେ ଗେଲ । ତଥନ ଏକଦିନ ଉଠାନେ ଏକେବାରେ ସାମନାସାମନି ହୟେ ଗେଲ । ମଜିଦେର ହାତେ
ଛଙ୍କା । ହାସୁନିର ମା ଫିରେ ଦାଁଡ଼ିଯେଛେ ଏମନ ସମରେ ମଜିଦ ବଲେ,

-ଛଙ୍କାଯ ଏକ ଛିଲିମ ତାମାକ ଭଇରା ଦେଓ ଗୋ ବିଟି ।

କଯେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହତ୍ତେତ କରେ ସୁରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ସେ ଛଙ୍କାଟା ନେଯ । ବୁକ କାପତେ ଥାକେ ଧପଧପ କରେ, ଆର ଲଜ୍ଜାଯ
ଚୋଖ ବୁଜେ ଆସତେ ଚାଯ ।

ଛଙ୍କାଟା ଦିତେ ଗିଯେ ମଜିଦ କଯେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଟା ଧରେ ରାଖେ । ତାରପର ହଠାତ ବଲେ, ଆହା!





ତାର ଗଲା ବେଦନାୟ ଛଳଚଳ କରେ ।

ତାରପର ଥେକେ ସଂକୋଚ ଆର ଭୟ କାଟେ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଖୋଲା-ମୁଖେ ସାମନେ ଦିଯେ ଆସା-
ୟାଓୟା ଶୁରୁ କରେ । ନା କରେ ଉପାୟ କୀ! ବତୋର ଦିନେ କାଜେର ଅନ୍ତ ନେଇ । ମାନୁଷ ତୋ ରହିମା
ଆର ସେ ଧାନ ଏଲାନୋ-ମାଡ଼ାନୋ, ସିଦ୍ଧ କରା, ଭାନା-କତ କାଜ ।

ଏକଦିନ ଉଠାନେ ଧାନ ଛଡ଼ାତେ ଛଡ଼ାତେ ହଠାତ୍ ବହୁଦିନ ପର ହାସୁନିର ମା ତାର ପୁରାନୋ ଆର୍ଜି
ଜାନାୟ । ରହିମାକେ ବଲେ,

- ଓନାରେ କନ, ଖୋଦାଯ ଜାନି ଆମାର ମେତା ଦେଇ ।

ହଠାତ୍ ରହିମା ରୁଷ୍ଟ ସ୍ଵରେ ବଲେ,

- ଅମନ କଥା କଇଓନା ବିଟି, ସରେ ବାଲା ଆଇସେ ।

ପରଦିନ ମଜିଦ ଏକଟା ଶାଡ଼ି ଆନିଯେ ଦେଇ ବୈଣନି ରଂ, କାଳୋ ପାଡ଼ । ଖୁଣି ହୟେ ହାସୁନିର ମା
ମୁଖ ଗଞ୍ଜୀର କରେ । ବଲେ,

- ଆମାର ଶାଡ଼ିର ଦରକାର କୀ ବୁବୁ? ହାସୁନିର ଏକଟା ଜାମା ଦିଲେ ଓ ପରତ ଥନ ।

ହଠାତ୍ କୀ ହୟ, ରହିମା କିଛୁ ବଲେ ନା । ଅନ୍ୟଦିନ ହଲେ, କଥା ନା ବଲୁକ ଅନ୍ତତ ହାସତ । ଆଜ
ହାସେଓ ନା ।

{ ଶାଟି }





প্ৰেম মূল

পৌষের শীত প্ৰান্তিৰ থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীৰ রাতে রহিমা
আৱ হাসুনিৰ মা ধান সিন্ধ কৱে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জুলিয়েছে, আলোকিত
হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপৱে আকাশ অন্ধকাৰ। গনগনে আগুনেৰ শিখা যেন
সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধাৱে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপেৰ। যেন শতসহস্র
সাপ শিস দেয়।





(୮୯)

ଶେଷ ରାତରେ ଦିକେ ମଜିଦ ସର ଥେକେ ଏକବାର ବେରିଯେ ଆସେ । ଖଡ଼େର ଆଗ୍ନେର ଉଜ୍ଜୁଲ ଆଲୋ ଲେପାଜୋକା ସାଦା ଉଠାନଟାଯା
ଟେସ୍ଟ ଲାଲଚେ ହୁଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଁ ଘକଘକ କରେ । ସେ-ଟେସ୍ଟ ଲାଲଚେ ଉଠାନେର ପଞ୍ଚାତେ ଦେଖେ ହାସୁନିର ମାକେ, ତାର ପରନେ
ବେଣୁନି ଶାଢ଼ିଟା । ଯେ-ଆଲୋ ସାଦା ମୃଗ ଉଠାନଟାକେ ଶୁଭତାଯ ଉଜ୍ଜୁଲ କରେ ତୁଲେଛେ, ସେ-ଆଲୋଇ ତେମନି ତାର ଉନ୍ନୁକ୍ତ ଗଲା
କାଁଧେର ଖାନିକଟା ଅଂଶ ଆର ବାହୁ ଉଜ୍ଜୁଲ କରେ ତୁଲେଛେ । କିଛିକଣ ପର ସରେ ଗିଯେ ବିଛାନାୟ ଶୁଯେ ମଜିଦ ଆଶ-ପାଶ କରେ ।
ଉଠାନ ଥେକେ ଶିସେର ଆଓୟାଜ ଏସେ ବୈଡାର ଗାୟେ ଶିରଶିର କରେ । ତାଇ ଶୋନେ ଆର ଆଶ-ପାଶ କରେ ମଜିଦ । ତାରଇ ମଧ୍ୟେ
କଥନ ଦ୍ରାତର, ସନତର ହୁଁ ଓଠେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗଲୋ ।

ବାନ୍ଦ, କାବ୍ୟ ଓ ଗାୟ

କେନ ଯମାନ ? ବନ୍ଦଦୀ ଦୁନ୍ଦ

ଏକ ସମୟ ମଜିଦ ଆବାର ବେରିଯେ ଆସେ । ଏସେ କିଛିକଣ ଆଗେ ହାସୁନିର ମାଯେର ଉଜ୍ଜୁଲ [ବାହୁ-କାଁଧ-ଗଲା] ଜନ୍ୟ ଯେ- ଲାବେ-ପର୍ବି-ଶୋଭି
ରହିମାକେ ସେ ଲକ୍ଷ କରେନି, ସେ-ରହିମାକେଇ ଡାକେ [ଡାକେର ସ୍ଵରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ] ଦୁନିଯାୟ ତାର ଚାଇତେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଧିକତର
ଶକ୍ତିଶାଲୀ ଅଧିକତର କ୍ଷମତାବାନ ଆର କେଉ ନେଇ ଯେନ । ଖଡ଼କୁଟୋର ଆଲୋର ଜନ୍ୟ ଓପରେ ଆକାଶ ତେମନି ଅନ୍ଧକାର ।
ସୀମାହୀନ ସେ-ଆକାଶ ଏଥନ କାଳୋ ଆବରଣେ ସୀମାବନ୍ଦ [ମାନୁଷେର ଦୁନିଯା ଆର ଖୋଦାର ଦୁନିଯା ଆଲାଦା ହୁଁ ଗେଛେ ।



ৱহিমা ঘৰে এলে মজিদ বলে,

-পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বৰ রহিমা চেনে। অন্ধকার ঘৰের মধ্যে মূর্তিৰ মতো কয়েক মুহূৰ্ত স্তম্ভিতভা৬ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

-ওই ধারে এত কাম ফজৱেৰ আগে শেষ কৱন লাগবো।

-থোও তোমাৰ কাজ! মজিদ গৰ্জে ওঠে। গৰ্জাৰে না কেন। যে-ধান সিন্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তাৱই। এখানে সে মালিক। সে মালিকানায় এক আনাৱও অংশীদাৰ নেই কেউ।

ৱহিমাৰ দেহভৱ ধানেৰ গন্ধ। যেন জমি ফসল ধৰেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ,
আৱ ধানেৰ গন্ধ শোকে। শীতেৰ রাতে ভাৱী হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অন্ধকাৱে সাপেৰ মতো চকচক কৱে তাৱ চোখ। মনেৰ অঙ্গীৰতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কি কোনো কথা?

তবে জানানোৰ পথে বৃহৎ বাধাৰ দেয়াল বলে রাত্ৰিৰ এই মুহূৰ্তে অন্ধকার আকাশেৰ তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্ৰভুও
অঙ্গীৰ-অঙ্গীৰ কৱে, দেয়াল ভেদ কৱাৰ সূক্ষ্ম, ঘোৱালো পন্থাৰ সন্ধান কৱতে গিয়ে অধীৱ হয়ে পড়ে।



তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জুলজুল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে,
উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহিমা ফিরে এসে মুখ তুলে
চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিল, ধান সিন্ধ হয়েছে কি না। সেও
তাকায় না রহিমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে। তারপর পূর্ব আকাশ
হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অঙ্ককার যখন কাটিয়ে
দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন ওঠে গিয়ে ফজরের
নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যুষের ঝিরঝির হাওয়ার
মতো ভেসে আসে।

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে।
তাঁর নামোচারণে সংকোচ কাটে।





বঙ্গাব দিন → তৈমন্ত (পুনর্ব)

জি উকের

লোকদের সে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন
পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে
ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে-চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে।

শুনে মজিদ মুখ গন্তীর করে। দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার
রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে,
আর তানার দোয়া।

শুনে কারও কারও চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে ঝুঁক হয়ে আসে কঢ়। কেন আসবে
না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগড়াগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি
ঘরে-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমর্বদার, তারা অহংকার
দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারও কারও বুকে আশঙ্কাও জাগে।



ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟ ୨୮ < { ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ } ମାଗଡ଼ା ମାଗଡ଼ା → ଦୋଷ ଅନ୍ଧ୍ୟ

ଉକ୍ତରେ

ବନ୍ଦତ, ମଜିଦକେ ଦେଖେ ତାଦେର ଆସଲ କଥା ସ୍ଵରଣ ହୁଏ । ଖୋଦାର ରହମତ ନା
ହଲେ ମାଠେ-ମାଠେ ଧାନ ହତେ ପାରେ ନା । ତାର ରହମତ ଯଦି ଶୁକିଯେ ଯାଇ-ବର୍ଷିତ
ନା ହୁଏ, ତବେ ଖାମାର ଶୂନ୍ୟ ହେଁ ଖାଁ କରେ । ବିଶେଷ ଦିନେ ସେ-କଥାଟା ସ୍ଵରଣ
କରବାର ଜନ୍ୟ ମଜିଦେର ମତୋ ଲୋକେର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ । ତାର କାହେଇ ଶୋକର
ଗୁଜାର କରବାର ଭାଷା ଶିଖିତେ ଆସେ । ଅପୂର୍ବ ଦୀନତାଯ ଚୋଥ ତୁଳେ ମଜିଦ ବଲେ,
ଦୁନିଆଦାରି କି ତାର କାଜ ? ଖୋଦାତା'ଲା ଅବଶ୍ୟ ଦୁନିଆର କାଜକାମକେ
ଅବହେଲା କରତେ ବଲେନନି, କିନ୍ତୁ ଯାର ଅନ୍ତରେ ଖୋଦା-ରସୁଲେର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗେ,
ତାର କି ଆର ଦୁନିଆଦାରି ଭାଲୋ ଲାଗେ ? -ବଲେ ମଜିଦ ଚୋଥ ପିଟ-ପିଟ କରେ-
ଯେନ ତାର ଚୋଥ ଛଲଛଳ କରେ ଉଠେଛେ । ଯେ ଶୋନେ ସେ ମାଥା ନାଡ଼େ ସନ-ସନ ।
ଅନ୍ତରେ ଗଲାଯ ସେ ଆବାର ବଲେ,
-ଖୋଦାର ରହମତ ସବ ।

{ ଥାତି ଥାତି ବ୍ୟାଙ୍ଗନ୍ତୁ }





ଆରଓ ବଲେ ଯେ, ସେ-ରହମତେର ଜନ୍ୟ ସେ ଖୋଦାର କାହେ ହାଜାରବାର ଶୋକରଣ୍ଗଜାରି କରେ । କିନ୍ତୁ ଆବାର ଦୁ-ମୁଠୋ ଭାତ ଖେତେ ନା ପେଲେଓ ତାର ଚିନ୍ତା ନେଇ । ଖୋଦାର ଓପର ଯାର ପ୍ରାଣ-ମନ-ଦେହ ନ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଖୋଦାର ଓପର ଯେ ତୋଯାକ୍ଲି କରେ, ତାର ଆବାର ଏସବ ତୁଳ୍ଛ କଥା ନିଯେ ଭାବନା ! ବଲତେ ବଲତେ ଏବାର ଏକଟା ବିଚିତ୍ର ହାସି ଫୁଟେ ଓଠେ ମଜିଦେର ମୁଖେ, କୋଟିରାଗତ ଚୋଥ ଝାପସା ହୟେ ଓଠେ ଦିଗନ୍ତପ୍ରସାରୀ ଦୂରତ୍ବେ ।

ତାର ଯେ-ଚୋଥେ ଦିଗନ୍ତପ୍ରସାରୀ ଦୂରତ୍ବ ଜେଗେ ଓଠେ, ସେ-ଚୋଥ କ୍ରମଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୂଚାଗ୍ର ତୀଙ୍କ୍ଷ ହୟେ ଓଠେ ।

ହଠାତ୍ ସଚେତନ ହୟେ ମଜିଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-ତୋମାର କେମନ ଧାନ ହଇଲ ମିଏଣା? (ମାଣ୍ଡଳ)

~~ଅତୁମି ବଲୁକ ଆପନି ବଲୁକ ସକଳକେ ମିଏଣା ମଲେ ସମ୍ବୋଧନ କରାର ଅଭ୍ୟାସ ମଜିଦେର ଲୋକଟି ଘାଡ଼ ଚୁଲକେ ନିତି-
ବିତି କରେ ବଲେ,-ଯା-ଇ ହଇଛେ ତା-ଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଛେଲେପୁଲେ ଲହିୟା ଦୁଇ ବେଳା ଖାଇବାର ପାରନ୍ତମ ।~~



ବ୍ୟାପକ-ମହିଳା

ଆସଲେ ଏଦେର ବଡ଼ାଇ କରାଇ ଅଭ୍ୟାସ । ପ୍ରଥମ ମନ ଧାନ ହଲେ ଅନ୍ତରେ ଏକଶ ମନ ବଲା ଚାଇ । ବତୋର ଦିନେ ଉଁଚିଯେ ଉଁଚିଯେ ରାଖା ଧାନେର ପ୍ରତି ସବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାନୋ ଚାଇ । ଲୋକଟିର ଧାନ ଭାଲୋଇ ହୁଯେଛେ, ବଲତେ ଗେଲେ ଗତ ଦଶ ବଞ୍ଚରେ ଏମନ ଫସଲ ହୁଯିନି । କିନ୍ତୁ ମଜିଦେର ସାମନେ ବଡ଼ାଇ କରା ତୋ ଦୂରେର କଥା, ନ୍ୟାୟ କଥାଟା ବଲତେଇ ତାର ମୁଖେ କେମନ ବାଧେ । ତା ଛାଡ଼ା, ଖୋଦାର କାଳାମ ଜାନା ଲୋକେର ସାମନେ ଭାବନା କେମନ ସେଣ ଗୁଲିଯେ ଯାଇ । କୀ କଥା ବଲଲେ କୀ ହବେ ବୁଝେ ନା ଓଠେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ।

□ ପ୍ରଥମ ଟଙ୍କା □
⇒ -ହାତ୍ତ ଲେଖ - (ପରିଷଳା)
⇒ -ତ୍ୟାଗ
⇒ -ଦ୍ୱାରା
⇒ (ମାତ୍ରିକ୍ୟ)



কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে আগুন জুলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে-উত্তাপ ভালোই লাগে। লোকটি অবশ্যে উঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিল

সেখানেই বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। এবং যে-আগুন জুলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূতে নির্বাপিত হয়। সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই- গৃহস্থদের গোলায়-গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পিরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির-যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটা ও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা চেলে থাকতে ভরসা হয় না পির সাহেবদের।



ଚାତନ୍ତ୍ରୀ ଏ

ଦିନ କଯେକ ହଲୋ ତିନ ଗ୍ରାମ ପରେ ଏକ ପିର ସାହେବ ଏସେହେନ ଇଉନିଯନ ବୋର୍ଡରେ

ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ମତଲୁବ ଥିଲା ତାର ପୁରୋନୋ ମୁରିଦ। ତିନି ସେଖାନେଇ ଉଠେଛେ।

ପିର ସାହେବେର ଯଥେଷ୍ଟ ବୟାସ ଲୋକେ ବଲେ, ଏକ କାଳେ ଆଗୁନ ଛିଲ ତାର ଚୋଥେ, ଆର

କଟ୍ଟେ ବଜ୍ରନିନାଦ ଏକଦା ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୟେ କୋନୋ ଏକ ହାନ ଥେକେ ନାକି

ଖୋଦାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ପ୍ରଚାର ପଥଶ୍ରମ ସ୍ଵିକାର କରେ ଏ-ଦୂର ଦେଶେ

ଆସେନ। ସେ କତ ଦିନ ଆଗେ ତା ପିର ସାହେବଙ୍କ ସଠିକଭାବେ ଜାନେନ ନା। କିନ୍ତୁ ଏ-

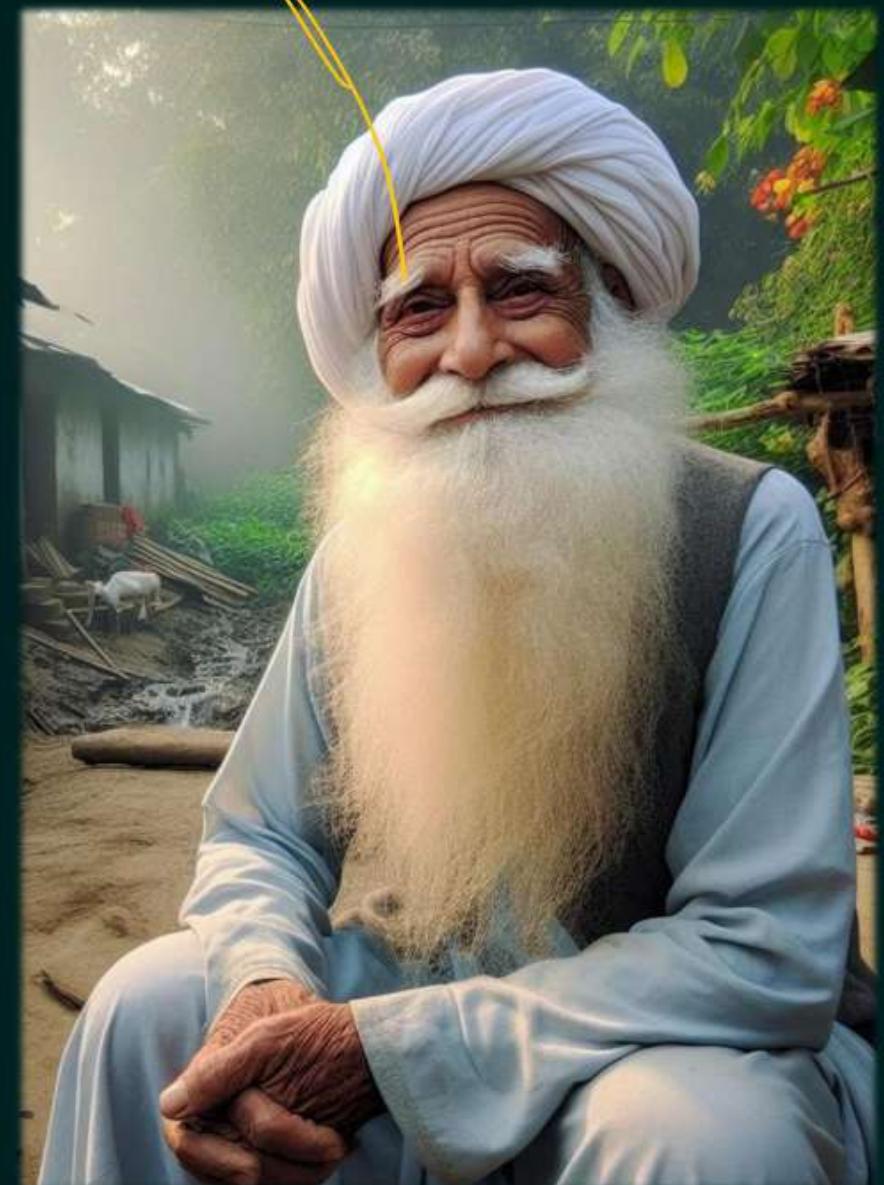
ଅଜ୍ଞତା ସ୍ଵିକାର୍ୟ ନୟ ବଲେ କୋନୋ ଏକ ପାଠାନ ବାଦଶାହେର ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍ଗେ ହିସାବ ମିଲିଯେ
ସେ-ସ୍ମରଣୀୟ ଆଗମନକେ ଏକଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରା ହୁଏ।

ସେ-ଦେଶ ହେବେ ଏସେହେନ, ସେ-ଦେଶେର ସଙ୍ଗେ ଆଜ ଅବଶ୍ୟ କୋନୋ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇ-କେବଳ

ବୃଦ୍ଧଗନ୍ନାସା ଗୌରବଣ ଚେହାରାଟି ଛାଡ଼ା। ମୟମନସିଂହ ଜେଲାର କୋନୋ ଏକ ଅଞ୍ଚଳେ

ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ବସବାସ କରଛେ ବଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଷାଟାଓ ଏମନ ବିଶୁଦ୍ଧଭାବେ ହାନୀୟ ରୂପ

ଲାଭ କରେଛେ ଯେ, ମୁରିଦାନିର କାଜ କରବାର ପ୍ରାକାଳେ ଉତ୍ତର-ଭାରତେ କୋନୋ-ଏକ ହାନେ
ଗିଯେ ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଦୁ ଜବାନ ଏଣ୍ଟେମାଲ କରେ ଆସତେ ହେଯେଛିଲା।





ପିର ସାହେବେର ଖ୍ୟାତିର ଶେଷ ନେଇ; ତାଁର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଗଲ୍ପେରାଓ ଶେଷ ନେଇ । ସେ-ଗଲ୍ପ ତାଁର ରୂହାନି ତାକତ ଓ କାଶଫ ନିଯେ । ମାଜାରେର ଛାୟାର ତଳେ ଆଛେ ବଲେ ସମାଜେ ଜାନାଜା ପଡ଼ାନୋ ଖୋକକାର-ମୋଳ୍ଲାର ଚେଯେ ମଜିଦେର ସ୍ଥାନ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତେ, କିନ୍ତୁ ରୂହାନି ତାକତ ତାର ନେଇ ବଲେ ଅନ୍ତରେ-ଅନ୍ତରେ ଦୀନତା ବୋଧ କରେ । କଥନୋ-କଥନୋ ଖୋଲାଖୁଲିଭାବେ ଲୋକସମକ୍ଷେ ସେ-ଦୀନତା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ । କିନ୍ତୁ କରେ ଏମନ ଭାଷାଯ ଓ ଭଙ୍ଗିତେ ଯେ, ତା ମହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୀନତା ପ୍ରକାଶେର ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଗିଯେ ପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ କରେ ମଜିଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ଜାନ୍ମରେଲ ପିରରା ସଥିନ ଆଶେ-ପାଶେ ଏସେ ଆସ୍ତାନା ଗାଡ଼େନ ତଥିନ ମଜିଦ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ହୟେ ଓଠେ । ଭୟ ହୟ, ତାର ବିଶ୍ଵତ ପ୍ରଭାବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେର ଚାଁଦେର ମତୋ ମିଲିଯେ ଯାବେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସେ ଯେ ବୃହତ୍ ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କରବେ ତାତେ ସବାଇ ଏକେ-ଏକେ ଜଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିବେ ।

ଅନ୍ୟେର ଆଆର ଶକ୍ତିତେ ଅବଶ୍ୟ ମଜିଦେର ଖାଁଟି ବିଶ୍ଵାସ ନେଇ । ଆପନ ହାତେ ସୃଷ୍ଟ ମାଜାରେର ପାଶେ ବସେ ଦୁନିଆର ଅନେକ କିଛୁତେହେ ତାର ବିଶ୍ଵାସ ହୟ ନା । ତବେ ଏସବ ତାର ଅନ୍ତରେର କଥା, ପ୍ରକାଶେର କଥା ନଯ । ଅତଏବ କିଛୁମାତ୍ର ବିଶ୍ଵାସ ଛାଡ଼ାଓ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ ଧୈର୍ସହକାରେ ଅନ୍ୟେର କ୍ଷମତାର ଭୂଯ୍ସୀ ପ୍ରଶଂସା କରେ । ବଲେ, ଖୋଦାତାଲାର ଭେଦ ବୋକା କି ସହଜ କଥା? କାର ମଧ୍ୟେ ତିନି କୀ ବସ୍ତ ଦିଯେଛେନ ସେ କେବଳ ତିନିଇ ବଲତେ ପାରେନ ।



এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পির সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় খেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পির সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্ধিকটে গিয়ে তার নুরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারও চোখ ঝলসে যায়, কারও এমন চোখ-ভাসানো কান্না পায় যে, তার এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পির সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারী বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গন্তীর হয়ে থাকে। রহিমা গাটেপে, কিন্তু টেপে যেন আন্ত পাথর। অবশ্যে মজিদকে সে প্রশ্ন করে-আপনার কী হইছে?



মজিদ কিছু বলে না। উত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহিমা হঠাতে বলে,
-এক পির সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইবা
দেন?

পাথর এবার হঠাতে নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখে জুলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে
হঠাতে কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে, - মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতুহলের নয় দেখে রহিমা দমে গেল। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক
সময় রহিমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না
করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে-দলে লোক
চলেছে উত্তর দিকে।

মতিগঞ্জ





মজিদ ভাবে আৱ ভাবে। রাত যত গভীৰ হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষেৰ নিৰ্বোধ বোকামিৰ জন্য আৱ তাৱ
অকৃতজ্ঞতাৰ জন্য একটা মারাত্মক ক্ৰোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তেৰ মধ্যে টগবগ কৱতে থাকে। সে ছটফট কৱে একটা নিষ্ফল
ক্ৰোধে।

একসময় ভাবে, বালু-দেয়া সালুকাপড়ে আৰুত নকল মাজাৰটিই এদেৱ উপযুক্ত শিক্ষা, তাৰে নিমকহাৰামিৰ যথাৰ্থ
প্ৰতিদান। ভাবে, একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাৰে বলে দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা কৱে গগন
বিদীৰ্ণ কৱে শুনে যদি তাৰে বুক ভেঙে যায় তবেই ত্ৰপ্ত হবে তাৱ রিক্ত মন। মজিদ তাৱ ঘৱবাড়ি বিক্ৰি কৱে সৱে পড়বে
দুনিয়াৰ অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচ্চিৰ বিশাল দুনিয়ায় কি যাবাৰ জায়গাৰ কোনো অভাৱ আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীৰ রাতে নিজেৰ বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্ৰোধ হতাশায় গলে যায়,
তখন সে আবাৰ গুম হয়ে থাকে। তাৱপৰ শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বৃদ্ধিৱশ্যা প্ৰতিফলিত হয়।

শীঘ্ৰ তাৱ চোখ চকচক কৱে ওঠে, শ্বাস দ্ৰুততাৰ হয়। উত্তেজনায় আধা ওঠে বসে অন্ধকাৰ ভেদ কৱে রহিমাৰ পানে তাকায়।
পাশে সে অঘোৱ ঘুমে বেচাইন তাকেই অকাৱণে কয়েক মুহূৰ্ত চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ, তাৱপৰ আবাৰ চিত হয়ে শুয়ে
চোখখোলা মৃতেৰ মতো পড়ে থাকে।



মজিদ কার ভয়ে শক্তি হয়?

[ব. বো. ২২]

- ক) আকাশের
- খ) জমিলার
- গ) আওয়ালপুরের পিরের
- ঘ) খালেক বেপারির



মজিদ কার ভয়ে শক্তি হয়?

[ব. বো. ২২]

- ক) আকাশের
- খ) জমিলার
- ~~গ) আওয়ালপুরের পিরের~~
- ঘ) খালেক বেপারির



আওয়ালপুরে মানুষের টল নামে কেন?

- ক) মোদাচ্ছের পিরের মাজার দেখতে
- খ) মজিদের সাথে দেখা করতে
- গ) পির সাহেবের পদচুম্বন করতে
- ঘ) পির সাহেবের কারিশমা দেখতে



আওয়ালপুরে মানুষের টল নামে কেন?

- ক) মোদাচ্ছের পিরের মাজার দেখতে
- খ) মজিদের সাথে দেখা করতে
- ~~গ) পির সাহেবের পদচুম্বন করতে~~
- ঘ) পির সাহেবের কারিশমা দেখতে



বৃহৎ মায়াজাল বলতে 'লালসালু' উপন্যাসে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) অলৌকিক শক্তি
- খ) প্রতারণার ফাঁদ
- গ) প্রভাব
- ঘ) ক্ষমা



‘বৃহৎ মায়াজাল’ বলতে ‘লালসালু’ উপন্যাসে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) অলৌকিক শক্তি
- খ) প্রতারণার ফাঁদ
- গ) প্রভাব**
- ঘ) ক্ষমা



মজিদের কী নেই বলে অন্তরে অন্তরে দীনতা অনুভব করে?

- ক) জমিজমা
- খ) সন্তান
- গ) রূহানি তাকত
- ঘ) বংশগত আধিপত্য



দাখিল ✓
দাখিল গ্রন্থ X



মজিদের কী নেই বলে অন্তরে অন্তরে ~~দীনত~~ মনুভব করে?

- ক) জমিজমা
- খ) সন্তান
- গ) রূহানি তাকত
- ঘ) বংশগত আধিপত্য

দাখিল
~~দীন~~ ✓
দাখিল গ্রন্থ X



‘পাথর এবার হঠাতে নড়ে।’- এখানে ‘পাথর’ কে?

[কু. বো. ২২]

- ক) মজিদ
- খ) রহিমা
- গ) আমেনা বিবি
- ঘ) জমিলা



‘পাথর এবার হঠাতে নড়ে।’- এখানে ‘পাথর’ কে?

[কু. বো. ২২]

- ক) মজিদ
- খ) রহিমা
- গ) আমেনা বিবি
- ঘ) জমিলা



ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମେ ନାକି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀର ଆଗମନ ସଟେଛେ । ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ନାକି ଚୋଥେର ପଲକେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମେ ଯେତେ ପାରେ, ବାତାସେର ଗତି ଥାମାତେ ପାରେ ।
[ରା, ବୋ. ୧୭]

ଉଦ୍ଦିପକେର ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ 'ଲାଲସାଲୁ' ଉପନ୍ୟାସେର କୋନ ଚରିତ୍ରକେ ମନେ କରିଯେ ଦେଯି ?

- କ) ମଜିଦ
- ଖ) ଆଓଯାଲପୁରେର ପିର
- ଗ) ପ୍ରମୋଦାଚ୍ଛେର ପିର
- ଘ) ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ



ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମେ ନାକି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀର ଆଗମନ ସଟେଛେ । ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ନାକି ଚୋଥେର ପଲକେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମେ ଯେତେ ପାରେ, ବାତାସେର ଗତି ଥାମାତେ ପାରେ ।
[ରା, ବୋ. ୧୭]

ଉଦ୍ଦିପକେର ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ 'ଲାଲସାଲୁ' ଉପନ୍ୟାସେର କୋନ ଚରିତ୍ରକେ ମନେ କରିଯେ ଦେଯ?

- କ) ମଜିଦ
- ଖ) ଆଓଯାଲପୁରେର ପିର
- ଗ) ପ୍ରମୋଦାଚ୍ଛେର ପିର
- ଘ) ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ



উদ্বীপকের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের মিল হলো-

- i. পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখতে পারেন
- ii. তিনি হৃকুম না দিলে নামাজের সময় গড়ায় না
- iii. তিনি মুসলিমদের জান্মাত পাওয়ার ব্যবস্থা করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii



উদ্বীপকের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের মিল হলো-

- i. পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখতে পারেন
- ii. তিনি হৃকুম না দিলে নামাজের সময় গড়ায় না
- iii. তিনি মুসলিমদের জান্নাত পাওয়ার ব্যবস্থা করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii



ଶ୍ରୀପୁର ଗ୍ରାମେ ଏକଜନ ଖିଣ୍ଡାନ ଧର୍ମୟାଜକ ଏସେ ଉପଚିତ ହନ । ବିପଦେ-ଆପଦେ ଗ୍ରାମେର ସାଧାରଣ ମାନୁଷେରା ତାଁର କାହେ ଆସତେ ଶୁରୁ କରଲେ ଗ୍ରାମେର ପୁରୋହିତ ନିଜେର ସଂଖ ନଷ୍ଟ ହୋଯାର ଆଶଙ୍କା କରତେ ଲାଗଲେନ ।
[ଦି. ବୋ. ୨୨]

ଉଦ୍ଦୀପକେର ପୁରୋହିତେର ସଙ୍ଗେ 'ଲାଲସାଲୁ' ଉପନ୍ୟାସେର କୋନ ଚରିତ୍ରେର ମିଳ ରୁଯେଛେ?

- କ) ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ
- ଖ) ଆକ୍ତାସ
- ଗ) ମଜିଦ
- ଘ) ଆଓଯାଲପୁରେର ପିର



শ্রীপুর গ্রামে একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক এসে উপস্থিত হন। বিপদে-আপদে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করলে গ্রামের পুরোহিত নিজের যশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করতে লাগলেন।
[দি. বো. ২২]

উদ্বীপকের পুরোহিতের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

- ক) খালেক ব্যাপারী
- খ) আকাস
- ~~গ) মজিদ~~
- ঘ) আওয়ালপুরের পির



এই মিলের কারণ হলো-

- i. দুর্বলের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়
- ii. ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা
- iii. প্রতিপক্ষের আবির্ভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii



এই মিলের কারণ হলো-

- i. দুর্বলের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়
- ii. ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা
- iii. প্রতিপক্ষের আবির্ভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

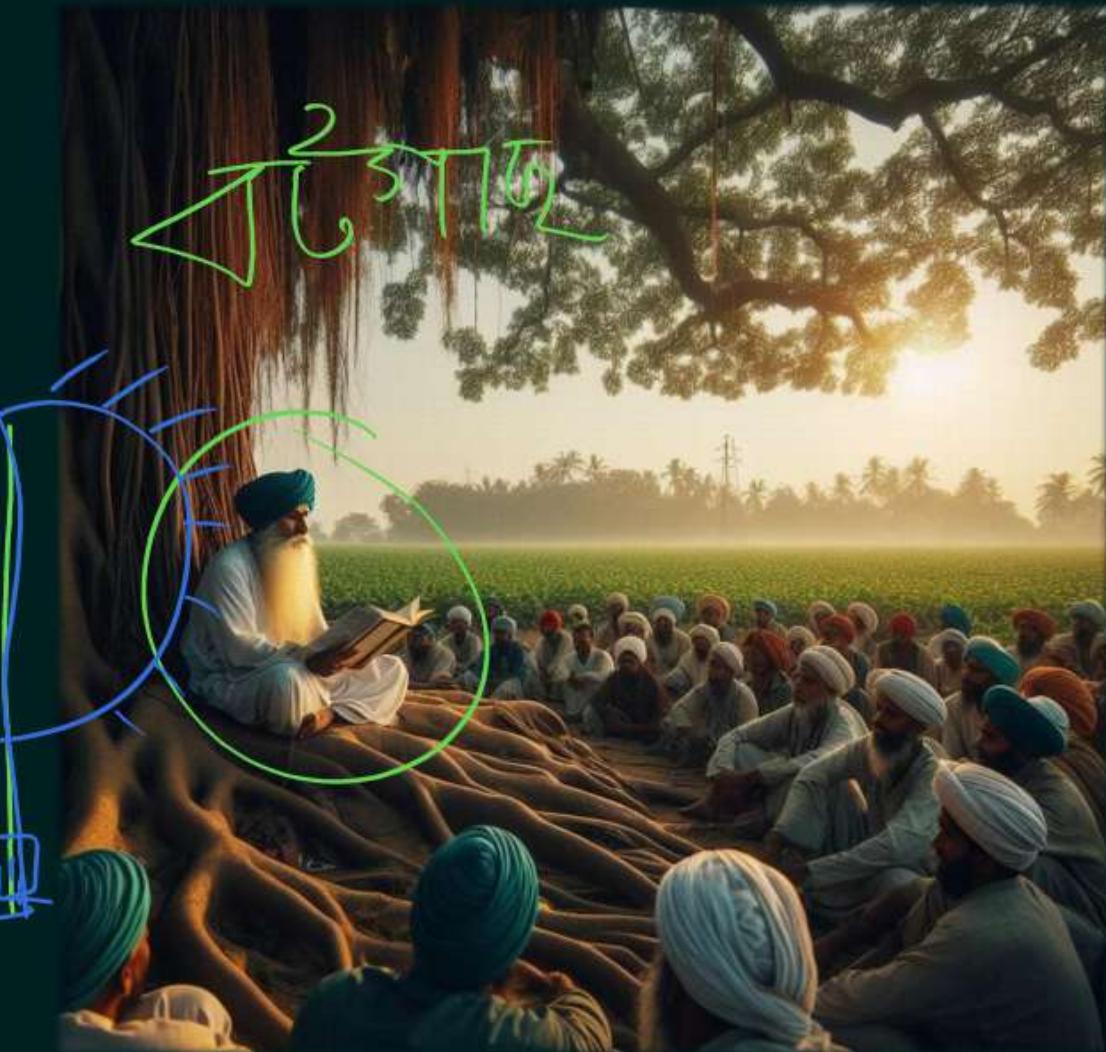
গোপনীয়

আশঙ্কা



মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌছল তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিৱার বাড়ির
সামনেকার মাঠটা লোকে-লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় যে পিৱ সাহেব বসে আছেন
বোৰা মুশকিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে
পিৱ সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল
ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, (বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন) তখন মাঘের শ্রেষ্ঠাশেষি। তবু
জন-সমুদ্রের উভাপে পিৱ সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মতো
মস্ত ঝালৱওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সে-পাখাটা থেকে-
থেকে নজরে পড়ে।





ମୁଖ ତୁଳେ ରେଖେ ଭିଡ଼ ଠେଲେ ଏଗିଯେ ସେତେ ଲାଗଲ ମଜିଦ । ସାମନେ ଶତ ଶତ ଲୋକ ସବ ବିଭୋର ହୟେ ବସେ ଆଛେ, କେଉଁ
କାଉକେ ଲକ୍ଷ କରବାର କଥା ନାହିଁ । ମଜିଦକେ ଚେନେ ଏମନ ଲୋକ ଭିଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ଅନେକ ଆଛେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାରା କେଉଁ ଆଜ
ତାକେ ଚେନେ ନା । ସେଣ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୟେଛେ, ଆର ସେ-ଆଲୋଯ ପ୍ରଦୀପେର ଆଲୋ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୟେ ଗେଛେ । ପିର ସାହେବେ
ଆଜ ଦଫାୟ-ଦଫାୟ ଓୟାଜ କରଛେ । ସଖନ ଓୟାଜ ଶେଷ କରେ ତିନି ବସେ ପଡ଼େନ ତଥନ ଅନେକକ୍ଷଣ ଧରେ ତାର ବିଶାଳ ବପୁ
ଦ୍ରଂତ ଶ୍ଵସନେର ତାଲେ-ତାଲେ ଓଠା-ନାମା କରେ, ଆର ଶୁଭ ଚତୋଡ଼ା କପାଳେ ଜମେ ଓଠା ବିନ୍ଦୁ-ବିନ୍ଦୁ ଘାମ ଖୋଲା ମାଠେର ଉଜ୍ଜୁଳ
ଆଲୋଯ ଚକଚକ କରେ । ପାଖା ହାତେ ଦାଁଡିଯେ ଥାକା ଲୋକଟି ଜୋରେ ହାତ ଚାଲାୟ ।

୭
ଏ-ସମୟ ପିର ସାହେବେର ପ୍ରଧାନ ମୁରିଛି ମତଲୁବ ମିଯା ହଜୁରେର ଗୁଣାଗୁଣ ସହଜ ଭାଷାଯ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ବଲେ । ଏକଥା
ସର୍ବଜନବିଦିତ ଯେ, ସେ ବଲେ, ପିର ସାହେବ ସ୍ଵର୍ଗକେ ଧରେ ରାଖାର କ୍ଷମତା ରାଖେନ । ଉଦାହରଣ ଦିଯେ ବଲେ ହ୍ୟତ ତିନି ଏମନ
ଏକ ଜରଙ୍ଗି କାଜେ ଆଟକେ ଆଛେନ ଯେ ଓଧାରେ ଜୋହରେର ନାମାଜେର ସମୟ ଗଡ଼ିଯେ ଯାଚେ । କିନ୍ତୁ ତା ହଲେ କୀ ହବେ, ତିନି
ସତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ହକ୍କମ ଦେବେନ ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଳ ନଡ଼ିତେ ପାରେ ନା । ଶୁନେ କେଉଁ ଆହା-ଆହା ବଲେ, କାରଓ-
ବା ଆବାର ଡୁକରେ କାନ୍ନା ଆସେ ।



୨୩୦୮

ପିର ସାହେବେର ଗଲାର କମ୍ପମାନ ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରେର ମତୋ କ୍ଷିଣ ଆଓୟାଜଇ ଆଧ ଘଣ୍ଟା ଧରେ ବାଜେ । ତାରପର ବିଚିତ୍ର ସୁର କରେ ତିନି ଏକଟା ଫାରସି ବରେତ ବଲେ ଓୟାଜ କ୍ଷାନ୍ତ କରେନ ।

ବଲେନ, ସୋହବତେ ସୋଯାଲେ ତୁରା ସୋଯାଲେ କୁନାଦ (ସୁସଙ୍ଗ ମାନୁଷକେ ଭାଲୋ କରେ) । ଶୁଣେ ଜମାଯେତେର ଅର୍ଧେକ ଲୋକ କେଂଦ୍ରେ ଓଠେ । ତାରପର ତିନି ଯଥନ ବାକିଟା ବଲେନ-ସୋହବତେ ତୋଯାଲେ ତୁରା ତୋଯାଲେ କୁନାଦ (କୁସଙ୍ଗ ତେମନି ତାକେ ଆବାର ଖାରାପ କରେ) - ତଥନ ଗୋଟା ଜମାଯେତେରି ସମ୍ମନ ସଂସକ୍ରମର ବାଧ ଭେଦେ ଯାଯ, ସକଳେ ହାଉ-ମାଉ କରେ କେଂଦ୍ରେ ଓଠେ ।

ବସେ ପଡ଼େ ପିର ସାହେବ ପାଖା ଓୟାଲାର ପାନେ ଲାଲ-ହରେ-ଓଠା ଚୋଖେ ତାକିଯେ ପାଖା-ସଞ୍ଚାଲନ ଦ୍ରୁତତର କରବାର ଜନ୍ୟ ଇଶାରା କରଛେ ଏମନ ସମୟେ ସାମନ୍ନେର ଲୋକେରା ସବ ଛୁଟେ ଗିଯେ ପିର ସାହେବକେ ଘେରାଓ କରେ ଫେଲଲ । ହଠାତ ପାଗଳ ହେଁ ଉଠେଛେ ତାରା । ଯେ ଯା ପାରଲ ଧରଲ, କେଉ ପା, କେଉ ହାତ, କେଉ ଆଣ୍ଟିନେର ଅଂଶ ।

କେବଳ ମଜିଦେର ଚେହାରା କଠିନ ହେଁ ଓଠେ । ସଜୋରେ ନଡ଼ିତେ ଥାକା ପାଖାଟାର ପାନେ ତାକିଯେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ଦ ବସେ ଥାକେ ।

ଆଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶିତେର ଦ୍ଵିପ୍ରାହିରିକ ଆମେଜେ ଜନତା ଈସ୍‌ବିମିଯେ ଏସେଛେ, ଏମନି ସମୟେ ହଠାତ ଜମାଯେତେର ନାନାକ୍ଷାନ ଥେକେ ରବ ଉଠିଲ । ଏକଟା ଘୋଷଣା ମୁଖେ-ମୁଖେ ସାରା ମଯଦାନେ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲ- ପିର ସାହେବ ଆବାର ଓୟାଜ କରବେନ । ପିର ସାହେବେର ଆର ସେ-ଗଲା ନେଇ । ସୁକ୍ଷ୍ମ ତାରେର କମ୍ପନେର ମତୋ ହାଓୟାଯ ବାଜେ ତାଁର ଗଲା । ଜମାଯେତେର କେଉ ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହା-ହା କରେ ଉଠେଛେ ବଲେ ସେ-କ୍ଷିଣ ଆଓୟାଜଓ ସବ ପ୍ରାନ୍ତେ ଶୋନା ଯାଯ ନା । କିନ୍ତୁ ମଜିଦ କାନ ଖାଡ଼ା କେଉ କରେ ଶୋନେ ଏବଂ ଶୋନବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳେ ଚୋଥ କୁଞ୍ଚିତ ହେଁ ଓଠେ ।



ତାରପର ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲ । ମାନୁଷେର ଭାବମତ୍ତା ଦେଖେ ପିର ସାହେବ ଅଭ୍ୟନ୍ତ | କିନ୍ତୁ
ଆଜକେର କ୍ରେନ୍ଦରରତ ଜମାଯେତେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍ଗଲୋ ସହସା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ତାର
ବୋଧ ହ୍ୟ ସହ୍ୟ ହଲୋ ନା । ତିନି ହଠାତ ନିଜେକେ ଛାଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଯୁବକେର ସାବଲିଲ
ସହଜ ଭଞ୍ଜିତେ ମାଥାର ଓପରେ ଗାଛଟାର ଡାଳେ ଉଠେ ଗେଲେନ । ଦେଖେ ହାୟ-ହାୟ କରେ
ଉଠିଲ ପିର ସାହେବେର ସାଙ୍ଗ-ପାଙ୍ଗରା, ଆର ତା-ଶୁନେ ଜମାଯେତେଓ ହାୟ-ହାୟ କରେ
ଉଠିଲ । ସାଙ୍ଗ-ପାଙ୍ଗରା ତଥନ ସୁର କରେ ଗୀତ ଧରଲେ ଏହି ମର୍ମେ ସେ, ତାଦେର ପିର ସାହେବ
ତୋ ଶୂନ୍ୟେ ଉଠେ ଗେଛେନ, ଏବାର କୀ ଉପାୟ!

ପିର ସାହେବ ଅବଶ୍ୟ ଡାଳେ ବସେ ତଥନ ଦିବି ବାତରସ-ଭାରୀ ପା ଦୋଲାଚେନ ।
ଫାଗୁନେର ଆଗୁନେ ଦ୍ରଢ଼ତ ବିଷ୍ଟାରେର ମତୋ ପିର ସାହେବେର ଶୂନ୍ୟେ ଓଠାର କଥା ଦେଖିତେ-
ନା-ଦେଖିତେ ଛାଡ଼ିଯେ ଗେଲ । ଯାରା ତଥନ ଫାରସି ବର୍ଯ୍ୟେତେର ଅର୍ଥ ନା ବୁଝେ କେବଳ ସୁର
ଶୁନେଇ କେଦେ ଉଠେଛିଲ, ଏବାର ତାରା ମଡ଼ା କାନ୍ନା ଜଡେ ବସଲ । ପିର ସାହେବ କି
ତାଦେର ଫାଁକି ଦିଯେ ଚଲେ ଯାଚେନ? କିନ୍ତୁ ଗେଲେ, ଅନ୍ତର-ମୂର୍ଖ ତାରା ପଥ ଦେଖିବେ କୀ
କରେ?





ଜୋଯାରି ଟେଉସେର ମତୋ ସମୁଖେ ଭେଦେ ଏଲ ଜନଶ୍ରୋତ । ଅନେକ ମଡ଼ା-କାନ୍ଦା ଓ ଆକୁତି-ବିକୃତିର ପର ପିର ସାହେବ ବୃକ୍ଷଡାଳ ହତେ ଅବଶେଷେ ଅବତରଣ କରିଲେନ ।

ବେଳା ତଥନ ବେଶ ଗଡ଼ିଯେ ଏସେଛେ, ଆର ମାଠେର ଧାରେ ଗାଛଗୁଲୋର ଛାଯା ଦୀର୍ଘତର ହୟେ ସେ ମାଠେରଇ ବୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛେଛେ, ଏମନ ସମୟ ପିର ସାହେବେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଏକଜନ ହଠାତ ଉଠି ଦାଁଡ଼ିଯେ ବଲଲେ, -

ଭାଇ ସକଳ, ଆପନାରା ସବ କାତାରେ ଦାଁଡ଼ାଇୟା ଯାନ ।

କଯେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟେ ନାମାଜ ଶୁରୁ ହୟେ ଗେଲ ।

ନାମାଜ କିଛୁଟା ଅଗ୍ରସର ହୟେଛେ ଏମନ ସମୟ ହଠାତ ସାରା ମାଠଟା ଯେନ କେଂପେ ଉଠିଲ । ଶତ ଶତ ନାମାଜରତ ମାନୁଷେର ନୀରବତାର ମଧ୍ୟେ ଖ୍ୟାପା କୁକୁରେର ତୀକ୍ଷ୍ଣତାୟ ନିଃସଙ୍ଗ ଏକଟା ଗଲା ଆରନ୍ଦ କରେ ଉଠିଲ ।

ସେ-କର୍ତ୍ତ ମଜିଦେର ।





যতসব শয়তানি, বেদাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মন্ত্ররা। নামাজ ভেঙ্গে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই
তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে। মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এল। একজন কঠিন
গলায় প্রশ্ন করল,

-চেঁচামিচি করতা কিছুকা ওয়াস্তে? লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

-কোন নামাজ হইল এটা?

-কাহে? জোহরকা নামাজ হয়া।

উন্নের শুনে আবার চিৎকার করে গালাগাল শুরু করল মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া? সাঙ্গ-
পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পির সাহেবের হৃকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের
সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পছাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্র মাস থেকে
ছায়া আছলি এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু, দু-কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে। মজিদ
বলে মাপো। এবং পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা যতদূর সন্তুষ্টি দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না
তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল। শুনে মজিদ কৃত্স্নিতমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার
মুখ খিস্তি করে বললে,

-কেন, তখন তোগো পির ধইরা রাখবার পারল না সুরক্ষটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকঢ়ে ডাকলে, -মহৱতনগর যাইবেন কে কে?



আওয়ালপুরের পির সাহেব কোন ভাষায় বয়ান করেন?

- ক) আরবি
- খ) হিন্দি
- গ) ফারসি
- ঘ) উর্দ্ব



আওয়ালপুরের পির সাহেব কোন ভাষায় বয়ান করেন?

- ক) আরবি
- খ) হিন্দি
- ~~গ) ফারসি~~
- ঘ) উর্দু



মহৰতনগৰ গ্ৰামেৱ লোকেৱা এতক্ষণ বিমৃঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কাৰও কাৰও মনে ভয়ও হয়েছিল-এই বুঝি পিৱা
সাহেবেৱ সঙ্গ-পাঙ্গৰা ঠেঙিয়ে **দেয় মজিদকে!** এবাৰ তাৰ ডাক শুনে একে-একে তাৰা ভিড় থেকে খসে এল।

মতিগঞ্জেৱ সড়কে ওঠে ফিরতিমুখো পথ ধৰে মজিদ একবাৰ পেছন ফিৱে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিঃশ্বাসেৱ
নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল কৱল, তাৰপৰ দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। সঙ্গেৱ লোকেৱা কিন্তু কিছু বললে না।
তাৰা যদিও মজিদকে অনুসৱণ কৱে বাড়ি ফিৱে চলেছে কিন্তু মন তাৰে দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাৰে এখনো
অশ্রুৰ শুষ্ক রেখা।

{ যমুনা }

সে-ৱাত্ৰে ব্যাপীকে নিয়ে এক জৱাৰি বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলেৱ পানে কয়েকবাৰ তাকালো। তাৰ
চোখ জুলছে একটা জুলাময়ী আথচ পৰিত্ব ক্ৰোধে। শয়তানকে ধৰংস কৱে মূৰ্খ, বিপথ-চালিত মানুষদেৱ রক্ষা কৱাৰ
কল্যাণকৱ বাসনায় সমস্ত সত্তা **সমুজ্জুল** হয়ে উঠেছে।



সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের
পানে কয়েকবার তাকালো। তার চোখ জুলছে একটা জুলাময়ী অথচ পবিত্র ত্রোধে।
শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথ-চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত
সত্তা সমুজ্জুল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগন্তীর কঢ়ে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করল-ভাই সকলরা, সকলে অবগত
আছেন যে, বেদাতি কোনো কিছু খোদাতালার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ
যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে
প্রলুক্ত করবার জন্য মনোমুন্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত
কৌশল সহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে রূপ যতই
মনোমুন্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে মুখোশ চিনে
ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তা ছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন,
একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভঙ্গ হয়ে যায়। তা হলো বেদাতি
কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে,
শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেল, তাহলে তার শয়তানি রইলো কোথায়।





ଭନିତାର ପର ମଜିଦ ଆସଲ କଥାଯ ଆସେ । ଏକଟୁ ଦମ ନିଯେ ସେ ଆବାର ତାର ବକ୍ତ୍ବ୍ୟ ଶୁରୁ କରେ । ଆଓୟାଳପୁରେ ତଥାକଥିତ ଯେ-
ପିର ସାହେବେର ଆଗମନ ସଟେଛେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ଲକ୍ଷ କରଲେ ଉକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟେର ସଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣିତ ହୟ । ମୁଖୋଶ
ତାର ଠିକଇ ଆଛେ-ଯେ ମୁଖୋଶକେ ଭୁଲ କରେ ମାନୁଷ ତାର କବଳେ ଗିଯେ ପଡ଼ିବେ । କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନୁଷକେ ବିପଥେ ନେଯା,
ଖୋଦାର ପଥ ଥେକେ ସରିଯେ ଜାହାନାମେର ଦିକେ ଚାଲିତ କରା । ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥାକଥିତ ପିରଟି କୌଶଳେ ଚରିତାର୍ଥ କରବାର ଚେଷ୍ଟାଯ
ଆଛେ । ପାଁଚ ଓୟାକ୍ତ ନାମାଜେର ଜନ୍ୟ ଖୋଦା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଦିଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏକଟୁ ଭୁଲୋ କଥା ବଲେ ତିନି ଏତଙ୍ଗଲୋ ଭାଲୋ
ମାନୁଷେର ନାମାଜ ପ୍ରତିଦିନ ମକରଙ୍ଗ କରେ ଦିଚ୍ଛେ । ତାର ଚତ୍ରଗତେ ପଡ଼େ କତ ମୁସଲିନୀ ଇମାନଦାର ମାନୁଷ-ଯାଁରା ଜୀବନେ ଏକଟିବାର
ନାମାଜ କାଜା କରେନନି । ତାରା ଖୋଦାର କାହେ ଗୁନାହ୍ କରଛେ ।



এ পর্যন্ত বলে বিশ্বয়াহত স্তন্দ লোকগুলোর পানে মজিদ করক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে
দাঁড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে, হনলেনতো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোনো মানুষ পির সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহৰতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেল যে না, তা নয়। কিন্তু গেল অন্য মতলবে। পরদিন
দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পির সাহেবের সভায় গিয়ে
উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে
একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জ গেল। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের
পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল, বেহেশত ও
দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করল করক্ষণ।



১০৩

মেপঘান্তি (ৰ. ক)- ২ (২+৯)

উকৰ্ষ

কালু মিয়া গোঙ্গায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা
ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মস্ত ব্যান্ডেজ তার মাথায়। দেখে
 সে মাথা নাড়ে, দাঢ়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা
 মধুর সুললিত কঢ়ে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে
 গোঙ্গাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব
বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে বলে, পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা
 বড় ছোয়াবের কাম করছে! ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব।





মোসাদ্দুফ → গবেষণা

ভাং-গাঁজা খাওয়া রসকসশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারে। প্রথমে দুটো পয়সার
লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার
আপাদমন্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকাতে
অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিয়ার বাপের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম
তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে ক্রতজ্জ্বায় তার
চোখ ছলছল করে। হঁকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

-কোনো চিন্তা করবানা মিয়া। খোদা ভরসা। তারপর বলে যে, হাসপাতালের বড়
ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদরযত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য
কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি
কাঞ্চকারখানা। ওমুধপত্র বা সেবা শুরুবার শেষ নাই।





ଖୁବ ଜୋରେ ଦମ କଷେ ଏକଗାଲ ଧୋଯା ହେଡ଼େ ଆରଓ ଶୋନାଯ ସେ, ତବୁ ତାର କଥା ଶୁଣେ ଡାକ୍ତାର ବଲେନ, ତିନି
ଦେଖବେନ ଓଦେର ସେଣ ଅସ୍ତ୍ର ବା ତକଳିଫ ନା ହୟ । ତାରପର ଆରେକଟା କଥାର ଲେଜୁଡ଼ ଲାଗାଯ । କଥାଟା ଅବଶ୍ୟ ମିଥ୍ୟ;
ଏବଂ ସଞ୍ଚାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେହେ ମିଥ୍ୟେ କଥା କଯ ବଲେ ମନେ-ମନେ ତଓବା କାଟେ । କିନ୍ତୁ କି କରା ଯାଯ । ଦୁନିଆଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର
ଜାଯଗା । ସମୟ-ଅସମୟେ ମିଥ୍ୟେ କଥା ନା ବଲଲେ ନଯ ।

ବଲେ, ଡାକ୍ତାର ସାହେବ ତାର ମୁରିଦ କି ନା ତାଇ ସେଖାନେ ମଜିଦେର ବଡ ଖାତିର ।

ବାଇରେ ନିରଞ୍ଜିନୀ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ଥାକଲେଓ ଭେତରେ-ଭେତରେ ମଜିଦେର ମନ କ-ଦିନ ଧରେ ଚିନ୍ତାଯ ସୁରପାକ ଥାଯ ।

ଆଓଯାଲପୁରେ ସେ ପିର ସାହେବ ଆନ୍ତାନା ଗେଡ଼େଛେ ତିନି ସୋଜା ଲୋକ ନନ । ବହୁ-ପୁରୁଷ ଆଗେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଶ୍ରମ ସ୍ଵିକାର
କରେ ଆବକ୍ଷ ଦାଡ଼ି ନିଯେ ଶାନ୍ଦାର ଜୋକ୍ବାଜୁକ୍ବା ପରେ ସେ-ଲୋକଟି ଏଦେଶେ ଆସେନ, ତାଁର ରକ୍ତ ଭାଟିର ଦେଶେର
ମେଘ-ପାନିତେଓ ଏକେବାରେ ଆ-ନୋନା ହୁଯେ ଯାଇନି । ପାଞ୍ଚା ହୁଯେ ଗିଯେ ଥାକଲେଓ ପିର ସାହେବେର ଶାରୀରେ ସେ-
ଭାଗ୍ୟାନ୍ବେଦୀ ଦୁଃସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିରଙ୍କ ରକ୍ତ । କାଜେଇ ଏକଟା ପାଲ୍ଟା ଜବାବେର ଅସ୍ତରିକର ପ୍ରତ୍ୟାଶାୟ ଥାକେ ମଜିଦ ।

ମହାବତନଗରେର ଲୋକେରା ଆର ଓଦିକେ ଯାଯ ନା । କାଜେଇ, ଆକ୍ରମଣ ସଦି ଏକାନ୍ତ ଆସେଇ ଆଗେ-ଭାଗେ ତାର ହଦିଶ
ପାବାର ଜୋ ନେଇ । ସେ ଜନ୍ୟ ମଜିଦେର ମନେ ଅସ୍ତିଟା ରାତଦିନ ଆରଓ ଖଚଖଚ କରେ ।



ମଜିଦ ଓ-ତରଫ ଥେକେ କିଛୁ ଏକଟା ଆଶା କରଲେ କୀ ହବେ, ତିନ ଗ୍ରାମ ଡିଙ୍ଗିଯେ ମହବତନଗରେ ଏସେ ହାମଳା କରାର କୋନୋ ଖେଯାଳ ପିର ସାହେବେର ମନେ ଛିଲ ନା । ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ତାଁର ଜିଫ ଅବଶ୍ଵା । ଏ-ବୟସେ ଦାଙ୍ଗାବାଜି ହୈ-ହାଙ୍ଗାମା ଆର ଭାଲୋ ଲାଗେ ନା । ସାଗରେଦରେ ମଧ୍ୟେ କେଉ କେଉ, ବିଶେଷ କରେ ପ୍ରଧାନ ମୁରିଦ ମତଲୁବ ଥାଁ, ଏକଟା ଜଙ୍ଗି ଭାବ ଦେଖାଲେ ଓ ହୁଜୁରେର ନିଷ୍ପତ୍ତା ଦେଖେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା ଠାଙ୍ଗା ହେଁ ଯାଇ । ପିର ସାହେବ ଅପରିସୀମ ଉଦାରତା ଦେଖିଯେ ବଲେନ, କୁତ୍ତା ତୋମାକେ କାମଡ଼ାଲେ ତୁମିଓ କି ଉଲ୍ଲୋତାକେ କାମଡ଼େ ଦେବେ? ଯୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସାଗରେଦରା ନିରଣ୍ଟ ହେଁ । ତରୁ ହିଂର କରେ ଯେ, ମଜିଦ କିଂବା ତାର ଚେଲାରା ଯଦି କେଉ ଏଧାରେ ଆସେ ତବେ ଏକହାତ ଦେଖେ ନେଯା ଯାବେ । ସେଦିନ କାଲୁଦେର କଲ୍ପା ଯେ ଧଢ଼ ଥେକେ ଆଲାଦା କରତେ ପାରେନି, ସେ-ଜନ୍ୟ ମନେ ପ୍ରବଳ ଆଫସୋସ ହେଁ ।



'লালসালু' উপন্যাসে হাসপাতালের অবস্থান কোথায়?

- ক) ফরিমগঞ্জে
- খ) মহৰতনগরে
- গ) আওয়ালপুরে
- ঘ) মতিগঞ্জে



'লালসালু' উপন্যাসে হাসপাতালের অবস্থান কোথায়?

- ক) করিমগঞ্জে
- খ) মহুবতনগরে
- গ) আওয়ালপুরে
- ঘ) মতিগঞ্জে



গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মতো জোরালো। পির সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। **নিঃসন্তান** মানুষ। **তিতেরো বছর** বয়সে বিয়ে হয়েছিল, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হৃতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে **ফি-বৎসর** আন্ত-আন্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পির সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এবার হয়ত বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নতুন এক আগন্তুক ট্যা-ট্যা করে উঠবে তখন তার জন্যও নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মার শেষ কাটালে।





କିନ୍ତୁ ମୁଶକିଳ ହଲୋ କଥାଟି ପାଡ଼ା ନିଯେ । ପ୍ରଥମତ, ବ୍ୟାପାରୀକେ ନିରାଲା ପାଓୟା ଦୁଷ୍କର ।
ଦ୍ୱିତୀୟତ, ଚୋଥେର ପଲକେର ଜନ୍ୟ ପେଲେଓ ତଥନ ଆବାର ଜିହ୍ଵା ନଡ଼େ ନା । ଫିକିରଫନ୍ଦି କରତେ
କରତେ ଏଦିକେ ମଜିଦ କାଣ୍ଡଟା କରେ ବସଲ । କିନ୍ତୁ ଆମେନା ବିବି ମରିଯା ହୟେ ଉଠେଛେ । ସୁଯୋଗଟା
ଛାଡ଼ା ଯାଯା ନା । ସାରା ଜୀବନ ଯେ-ମେଯେଲୋକେର ସଂତାନ ହୟନି, ପିର ସାହେବେର ପାନିପଡ଼ା ଖେଯେ
ମେ-ଓ କୋଳେ ଛେଲେ ପେଯେଛେ ।





১৩৮

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পির সাবের থিকা

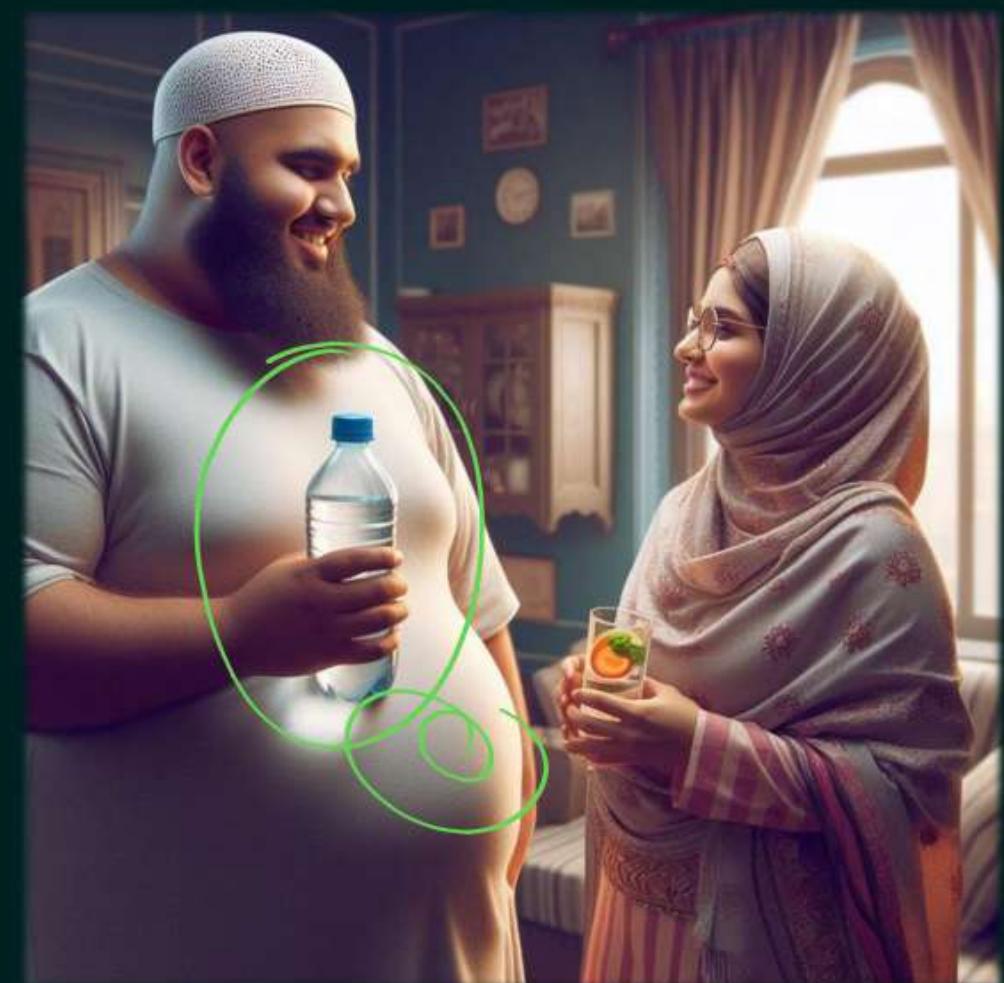
একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জুরজারি, পেট কামড়ানি
পর্যন্ত হয় না।

-পানিপড়া ক্যান?

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরও দীর্ঘতর করে, আর
তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে, তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে, আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে
পড়ে যে, পির সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো ঘেঁষা যায় না। অবশ্য পির সাহেবকে
মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউয়ের খাতিরে পানিপড়ার
জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধতো না, কারণ পির নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান
ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গান্দুর-চাষা-মাঠাইলরা
পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না।





କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେଠା ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦେ କରତେ ପାରେ ସେଠା ଆବାର ତାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମର୍ଦ୍ଦ ନୟ । ତା ହଲୋ ଶୟତାନକେ ଶୟତାନ ଡେକେ ସମାଜେର ସାମନେ ଭରଦୁପୁରେ ତାକେ ଆବାର ପିର ଡାକା । ଏବଂ ସମାଜେର ମୂଳ ହଲୋ ଏକଟି ଲୋକ-ସାରାଯାର ଆଙ୍ଗୁଲେର ଇଶାରାଯ ଗ୍ରାମ ଓଠେ-ବସେ, ସାଦାକେ କାଳୋ ବଲେ, ଆସମାନକେ ଜମିନ ବଲେ । ସେ ହଲୋ ମଜିଦ । ଜୀବନସ୍ତ୍ରୋତେ ମଜିଦ ଆର ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ କୀ କରେ ଏମନ ଖାପେ-ଖାପେ ମିଲେ ଗେଛେ ଯେ, ଅଜାନ୍ତେ ଅନିଚ୍ଛାୟାଓ ଦୁଜନେର ପକ୍ଷେ ଉଲ୍ଲୁଟୋ ପଥେ ଯାଓଯା ସମ୍ମର୍ଦ୍ଦ ନୟ । ଏକଜନେର ଆଛେ ମାଜାର, ଆରେକ ଜନେର ଜମି-ଜୋତେର ପ୍ରତିପତ୍ତି । ସଞ୍ଚାନେ ନା ଜାନଲେଓ ତାରା ଏକାଡା, ପଥ ତାଦେର ଏକ । ସେ-ଜନ୍ୟ ସେ ଭାବିତ ହ୍ୟ, ଦୁ-ଦିନ ଆମେନା ବିବିର କାନ୍ନାସଜଳ କର୍ତ୍ତେର ଆକୁତି-ମିନତି ଉପେକ୍ଷା କରେ । ଅବଶେଷେ ବିବିର କାତର ଦୃଷ୍ଟି ସହ୍ୟ କରତେ ନା ପେରେଇ ହ୍ୟତ ଏକଟା ଉପାୟ ଠାହର କରେ ବ୍ୟାପାରୀ ।

୪୩୮

ଘରେଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷେର ସ୍ତ୍ରୀର ଏକ ଭାଇ ଥାକେ । ନାମ ଖଲା ମିଯ । ବୋକା କିଛିମେର ମାନୁଷ, ପରେର ବାଢ଼ିତେ ନିର୍ବିବାଦେ ଖାୟ-ଦାୟ ଘୁମାଯ, ଆର ବୋନ-ଜାମାଇୟେର ଭାତ ଏତହି ମିଠା ଲାଗେ ଯେ, ନଡ଼ାର ନାମ କରେ ନା ବଚରାନ୍ତେଓ । ଆଡ଼ାଲେ-ଆଡ଼ାଲେ ଥାକେ । କୁଚିଂ କଥନୋ ଦେଖା ହ୍ୟେ ଗେଲେ ଦୁଟି କଥା ହ୍ୟ କି ହ୍ୟ ନା, କୋନୋଦିନ ମେଜାଜ ଭାଲୋ ଥାକଲେ ବ୍ୟାପାରୀ ହ୍ୟତ-ବା ଶାଲାର ସଙ୍ଗେ ଖାନିକ ମକ୍କରାଓ କରେ ।



ତାକେ ଡେକେ ବ୍ୟାପାରୀ ବଲିଲେ : ଏକଟା କାମ କରେନ ଧଳା ମିଯା ।

ବ୍ୟାପାରୀର ସାମନେ ବସେ କଥା କହିତେ ହଲେ ଚରମ ଅସ୍ଵସ୍ତି ବୋଧ କରେ ସେ । କେମନ ଏକଟା ପାଲାଇ-
ପାଲାଇ ଭାବ ତାକେ ଅଛିର କରେ ରାଖେ । କୋଣୋମତେ ବଲେ,
-କୀ କାମ ଦୁଲା ମିଯା ?

କୀ ତାର କାଜ ବ୍ୟାପାରୀ ଆଗାଗୋଡ଼ା ବୁଝିଯେ ବଲେ । ଆଗେ ପ୍ରଥମ ବିବିର ଦିଲେର ଖାଯେଶେର କଥା
ଦୀର୍ଘ ଭଣିତା ସହକାରେ ବର୍ଣନା କରେ । ତାରପର ବଲେ, ବ୍ୟାପାରଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ, ଏବଂ
ଆୟାଲପୁର ତାକେ ରାତ୍ରି ହତେ ହବେ ଶେଷରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ-ଯାତେ କାକପକ୍ଷୀଓ ଖବର ନା ପାଇଁ ।
ଆର ସେଖାନେ ଗିଯେ ତାକେ ପ୍ରଚୁର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରତେ ହବେ । ଏ-ଗ୍ରାମେ ଥେକେ ଗେଛେ ଏ-
କଥା ସୁଣାକ୍ଷରେଓ ବଲତେ ପାରବେ ନା । ବଲବେ ଯେ, କରିମଗଞ୍ଜେର ଓପାରେ ତାର ବାଢ଼ି । ବଡ଼ ବିପଦେ
ପଡ଼େ ଏସେହେ ପିର ସାହେବେର ଦୋଯା ପାନିର ଜନ୍ୟ । ତାର ଏକ ନିକଟିତମ ନିଃସନ୍ତାନ ଆତ୍ମୀୟାର
ଏକଟା ଛେଲେର ଜନ୍ୟ ବଡ଼ ସଥ ହେଯେଛେ । ସଥେର ଚେଯେଓ ଘେଟା ବଡ଼ କଥା, ସେଟା ହଲୋ ଏହି ଯେ,
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣୋ ଛେଲେପୁଲେ ଯଦି ନା-ଇ ହୟ ତବେ ବଂଶେର ବାତି ଜୁଲାବାର ଆର କେଉ ଥାକବେ
ନା । ମୋଟ କଥା, ବ୍ୟାପାରଟା ଏମନ କରଣଭାବେ ତାଙ୍କେ ବୁଝିଯେ ବଲତେ ହବେ ଯେ, ଶୁଣେ ପିର
ସାହେବେର ମନ ଗଲେ ଯେମ ପାନି ହେଯେ ଯାଇ ।





ବିବିର ବଡ଼ ଭାଇ, କାଜେଇ ରେଣ୍ଟାଯ ମୁରୁଳି । ତବୁ ଧମକେ-ଧାମକେ କଥା ବଲେ ବ୍ୟାପାରୀ । ପରଗାଛା ମୁରୁଳିକେ ଆବାର ସମ୍ମାନ,
ତାର ସଙ୍ଗେ ଆବାର କେତାଦୁରଣ୍ଟ କଥା ।

-କି ଗୋ ଧଲା ମିଯା, ବୁଝିଲାନ ନି ଆମାର କଥାଡା ?

-ଜି ବୁଝଚି । କାଁଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଡ଼ କାତ କରେ ଧଲା ମିଯା ଜବାବ ଦେଇ । ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣେ ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ଭାବିତ ହୁଏ । ଭାବନାର ମଧ୍ୟ
ଏହି ଯେ, ଆଓୟାଲପୁର ଓ ମହିରୁତନଗରେର ମାରାପଥେ ଏକଟା ମଞ୍ଚ ତେତୁଳ ଗାଛ ପଡ଼େ ଏବଂ ସବାଇ ଜାନେ ଯେ ସେଟା ସାଧାରଣ
ଗାଛ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷରମତ ଦେବଂଶି ।

କାକପକ୍ଷୀ ଯଥନ ସୁମିଯେ ଥାକେ ତଥନ ଅନେକ ରାତ । ଅତ ରାତେ କି ଏକାକୀ ଓହି ତେତୁଳ ଗାଛେର ସନ୍ଧିକଟେ ସେସା ଯାଇ ?

ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଛିଲ ଯେ, ଯେ-ସବ ଦାସୀ-ହାସୀମାର କଥା ଶୁଣେଛେ, ତାରପର କୋନ ସାହସେ ପା ଦେଇ ମତଲୁବ ଖାର ଗ୍ରାମେ ।
ତେତୁଳ ଗାଛେର ଫାଡ଼ାଟା କଟିଲେଣ୍ଡ ଓହିଖାନେ ଗିଯେ ପିର ସାହେବେର ଦଜ୍ଜାଲ ସାଙ୍ଗ-ପାଙ୍ଗଦେଇ ହାତ ଥେକେ ରେହାଇ ପାଓୟା ନେହାତ
ସହଜ ହବେ ନା । ନିଜେର ପରିଚଯ ନିଶ୍ଚଯାଇ କେବେଳେ ଲୁକୋବାର ଚେଷ୍ଟା କରବେ, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼େ ଯାବେ ନା, କୀ ବିଶ୍ୱାସ ! କେ କଥନ ଚିନେ
ଫେଲେ କିଛୁ ଠିକ ନେଇ । ଯେ ଡେଙ୍ଗୋ ଲମ୍ବା ଧଲା ମିଏଣ୍ଟା ।



-ଭାବେନ କୀ? ହମକି ଦିଯେ ବ୍ୟାପାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

-ଜି, କିଛୁ ନା!

ତବୁ କଥେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର ପାନେ ଚେଯେ ଥେକେ ବ୍ୟାପାରୀ ବଲେ,

-ଆରେକ କଥା । କଥାଡା ଜାନି ଆପନାର ବହିନେ ନା ହନେ । ଆପନାରେ ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲାମ ।

-ତା କରିବାର ପାରେନ ।

ସାରାଦିନ ଧଳା ମିଯା ଭାବେ, ଭାବେ । ଭାବତେ-ଭାବତେ ଧଳା ମିଏଣାର କାଳା ମିଏଣା ବନେ ଯାବାର ଯୋଗାଡ଼ । ବିକେଲେର ଦିକେ କିନ୍ତୁ
ଏକଟା ବୁନ୍ଦି ଗଜାଯ । ବ୍ୟାପାରୀର ଅନୁପଞ୍ଚିତିର ସୁଯୋଗେ ବାହିରେ ଘରେ ବସେ ନଲେର ଛୁକାଯ ଟାନ ଦିଚ୍ଛିଲ, ହଠାତ୍ ସେଟା ନାମିଯେ
ରେଖେ ସେ ସରାସରି ବାହିରେ ଚଲେ ଯାଯ । ତାରପର ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ପା ଫେଲେ ହାଁଟିତେ ଥାକେ ମୋଦାଚ୍ଛେର ପୀରେର ମାଜାରେର ଦିକେ । ହାଁଟାର
ଢଂ ଦେଖେ ପଥେ ଦୁ-ଚାରଙ୍ଗନ ଲୋକ ଥ ହେଁ ଦାଁଡିଯେ ଯାଯ-ତାର ଭ୍ରମ୍ଭେପ ନେଇ ।



ବାଇରେଇ ଦେଖା ହୁଯ ମଜିଦେର ସଙ୍ଗେ | ଗାଛତଳାଯ ଦାଁଡିଯେ କାର ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଛେ | କାହେ ଗିଯେ ଗଲା ନିଚୁ କରେ ସେ ବଲଲେ,
-ଆପନାର ଲଗେ ଏକଟୁ କଥା ଆଛିଲ |

ଗଲାଟା ବିନ୍ଯେ ନମ୍ବୁ ହଲେଓ ଉତ୍ତେଜନାୟ କାଂପଛେ |

ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ତଥନ ଯେ-ଦୀର୍ଘ ଭଣିତା ସହକାରେ ଆମେନା ବିବିର ମନେର ଇଚ୍ଛାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରେଛିଲ, ତାରଇ ଓପର ରଂ ଫଳିଯେ, ଏଥାନେ-ସେଥାନେ ଦରଦେର ଫୋଟୋ ଛିଟିଯେ, ଏବଂ ଫେନିଯେ-ଫୁଲିଯେ ଦୀର୍ଘତର କରେ ଧଳା ମିଯା କଥା ପାଡ଼େ | ବଲେ,
ମେଯେମାନୁଷେର ମନ, ବଡ଼ ଅବୁଝା | ନହିଁଲେ ସାକ୍ଷାତ ଇବଲିଶ ଶୟତାନ ଜେନେଓ ତାରଇ ପାନିପଡ଼ା ଖାବାର ସାଧ ଜାଗବେ କେନ ଆମେନା
ବିବିର? କିନ୍ତୁ ମେଯେମାନୁଷ ଯଥନ ପୁରୁଷେର ଗଲା ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ତଥନ ଆର ନିଷ୍ଠାର ଥାକେ ନା | ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଆର କୀ କରେ | ଧଳା
ମିଯାକେ ଡେକେ ବଲେ ଦିଲ, ଆଓଯାଲପୁରେ ଗିଯେ ପିର ସାହେବଟିର କାହୁ ଥେକେ ସେ ସେନ ପାନିପଡ଼ା ନିଯେ ଆସେ ।

ମଜିଦ ନୀରବେ ଶୋନେ | ହଠାତ ତାର ମୁଖେ ଛାଯା ପଢ଼େ | କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣକାଳେର ଜନ୍ୟ | ତାରପର ସହଜ ଗଲାଯ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,
-ତା କଥନ ଯାଇବେନ ଆଓଯାଲପୁର?



ଧଳା ମିଯା ହଠାତ୍ ଫିକି ଦିଯେ ହାସେ ।-ଆଓଯାଲପୁର ଗେଲେ କୀ ଆର ଆପନାର କାହେ ଆହି?
କୀ କେଳା ପାନି ପଡ଼ାଡ଼ା ଦିବ ହେ ଲୋକଟା? ବେଚାରିର ମନେ ମନେ ସଥନ ଏକଟା ଇଚ୍ଛା ଧରଛେ
ତଥନ ଫାଁକିର କାମ କି ଠିକ ହିଁବ? -ଆମି କହି, ଆପନେଇ ଦେନ ପାନିପଡ଼ାଡ଼ା-ଆର କଥାଡ଼ା
ଏକଦମ ଚାଇପା ଯାନ ।

ଅନେକକଷଣ ମଜିଦ ଚୁପ ହୁୟେ ଥାକେ । ଏର ମଧ୍ୟେ ମୁଖେ ଛାଯା ଆସେ, ଯାଯ! ତାର ପାନେ ଚେଯେ
ଆର ତାର ଦୀର୍ଘ ନୀରବତା ଦେଖେ ଧଳା ମିଞ୍ଚାର ସବ ଉତ୍ତେଜନା ଶିତଳ ହୁୟେ ଆସେ । ଅବଶେଷେ
ସନ୍ଦିଧ୍ୱ କଟେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-କୀ କନ?

-କୀ ଆର କମୁ । ଏଇ ସବ କାମ କି ଚାପାଚାପି ଦିଯା ହୁଯ । ଏ କି ଆଇନ-ଆଦାଲତ ନା ମାମଲା-
ମକଦ୍ଦମା? ଦଲିଲ-ଦସ୍ତାବେଜ ଜାଲ ହୁଯ, କିନ୍ତୁ ଖୋଦାତାଲାର କାଳାମ ଜାଲ ହୁଯ ନା । ଆପନେ
ଆଓଯାଲପୁରେଇ ଯାନ ।





ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଧଳା ମିଯାର ମୁଖ ଫ୍ୟାକାଶେ ହୟେ ଓଠେ ଭୟେ । ରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ ଦେବଂଶି ତେତୁଲଗାଛଟା କୀ ଯେ ଭୟାବହ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ଭାବତେଇ ବୁକେର ରକ୍ତ ଶୀତଳ ହୟେ ଆସେ । ତାହାଡ଼ା ପିର ସାହେବେର ଡାକ୍ତରାଜ ଚେଲାଦେର କଥା ଭାବଲେବେ ଗଲା ଶୁକିଯେ ଆସେ । ଅନେକକଷଣ ଚୁପ କରେ ଥେକେ ହୟତ ଭୟଟାକେ ହଜମ କରେ ନିୟେ ଭଗ୍ନଗଲାୟ ଧଳା ମିଯା ବଲେ,
-ଆପନେ ନା ଦିଲେ ନା ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ହେଇ ପିରେର କାଛେ ଆମି ଯାମୁ ନା ।
-ଯାଇବେନ ନା କ୍ୟାନ? ଏବାର ଏକଟୁ ରୁଷ୍ଟ ସ୍ଵରେ ମଜିଦ ବଲେ, ବ୍ୟାପାରୀ ମିଯା ସଖନ ପାଠାଇତେଛେନ ତଥନ ଯାଇବେନ ନା କ୍ୟାନ?
ଉକ୍ତିଟା ଦୁଇଦିକେ କାଟେ । କୋନଟା ନିୟେ କୋନଟା ଫେଲେ ଠିକ କରତେ ନା ପେରେ ଧଳା ମିଯା ବିଭାନ୍ତ ହୟେ ଯାଯା ।



অবশেষে কথাটার সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

-হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামুনে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলা মিয়ার মতলব, শেষ রাতে ওঠে গ্রামের বাইরে কোথায় গা-টাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের
দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পির সাহেবের খেদমতে পৌছে
দেবার জন্য ব্যাপারী যে-টাকা দিবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্ট করে বাকিটা মজিদকে দেবে।
মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবি-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে।
তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

-তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য। তারপর
তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক-বিবেচনার কাম?





ଟାକାର ଇଞ୍ଜିଟଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋଭନୀୟ ବଟେ । କିନ୍ତୁ ତରୁ ମଜିଦ ତାର କଥାଯ ଅଟଳ ଥାକେ । ନିମରାଜିଓ ହ୍ୟ ନା । କଠିନ ଗଲାଯ ବଲେ,

-ନା, ଆପଣେ ଆୟାଲପୁରେଇ ଯାନ ।

ଏତକ୍ଷଣ ପର ଧଳା ମିଯା ବୋବେ ଯେ, ମଜିଦେର କଥାଟା ରାଗେର । ଖାତିରେ ବ୍ୟାପାରୀ ମଜିଦେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେର ବରଖେଲାଫ କରେ ସେ-
ଠକ-ପୀରେର କାହେଇ ଲୋକ ପାଠାବେ ପଡ଼ାପାନି ଆନବାର ଜନ୍ୟ-ସେଟା ତାର ପଛନ୍ଦସହ ନ୍ୟ । ନା ହବାରଇ କଥା । ବ୍ୟାପାରଟା ଘୋଡ଼ା
ଡିଙ୍ଗିଯେ ଘାସ ଖାବାର ମତୋ ।

ଧଳା ମିଏଣ୍ଟା ଭାରୀମୁଖ ନିଯେ ପ୍ରଶ୍ନାନ କରେ । ଘରେ ଫିରେ ଆବାର ଭାବତେ ଶୁରୁ କରେ । କିନ୍ତୁ କୋଣୋ ବୁଦ୍ଧି ଠାହର କରିବାର ଆଗେଇ
ମଜିଦ ଏସେ ଉପହିତ ହ୍ୟ ବ୍ୟାପାରୀର ବୈଠକଖାନାଯ ।

ଯତକ୍ଷଣ ନତୁନ ଏକ ଛିଲିମ ତାମାକ ସାଜାନୋ ହ୍ୟ କଞ୍ଚିତେ, ତତକ୍ଷଣ ଦୁଜନେ ଗରୁ-ଛାଗଲେର କଥା କଯ । ଦୁଯେକ ବାଡ଼ିତେ ଗରୁର
ବ୍ୟାରାମେର କଥା ଶୋନା ଯାଚେ । ମଜିଦେର ଧାମଡ଼ା ଗାଇଟା ପେଟ ଫୁଲେ ଢୋଲ ହ୍ୟେ ଆଛେ । ରହିମା କତ ଚେଷ୍ଟା କରଛେ କିନ୍ତୁ ଗାଇଟା
ଦାନା-ପାନି ନିଚ୍ଛେ ନା ମୁଖେ । ଖାଚେଓ ନା କିଛୁ, ଦୁଧଓ ଦିଚ୍ଛେ ନା ଏକ ଫୋଁଟା ।



ତାମାକ ଏଲେ କତନ୍ଧଣ ନୀରବେ ଧୂମପାନ କରେ ମଜିଦ । ତାରପର ଏକସମୟ ମୁଖ ତୁଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,
ହେଇ ପିରେର ବାଚା ପିର ଶୟତାନେର ଖବର କୀ? ଏହନୋ ଇମାନଦାର ମାନୁଷେର ସର୍ବନାଶ କରତାଛେ ନା
ସଂକାଇଛେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣେ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଟୀଷ୍‌ଟ ଚମକେ ଓଠେ, ତାରପର ତାର ଚୋଥେର ପାତାଯ ନାଚୁନି
ଧରେ । ଚୋଥ ଅନେକ କାରଣେଇ ନାଚେ । ତାଇ ଶୁଦ୍ଧ ନାଚଲେଇ ଘାବଡ଼ାବାର କୋନୋ କାରଣ ନେଇ । କିନ୍ତୁ
ବ୍ୟାପାରୀର ମନେ ହୟ, ତାମାକ-ଧୋଁୟାର ପଞ୍ଚାତେ ମଜିଦେର ଚୋଥ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଵାଭାବିକତାବେ ତୀଙ୍କୁ ହୟେ
ଉଠେଛେ ଏବଂ ସେ-ଚୋଥ ଦିଯେ ସେ ତାର ମନେର କଥା କେତାବେର ଅକ୍ଷରଗୁଲୋର ମତୋ ଆଗାଗୋଡ଼ା
ଅନାୟାସେ ପଡ଼େ ଫେଲଛେ ।

-କୀ ଜାନି, କାଇବାର ପାରି ନା । ଅବଶ୍ୟେ ବ୍ୟାପାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ । କିନ୍ତୁ ଆଓଯାଜ ଶୁଣେ ମନେ ହୟ
ଗଲାଟା ଯେନ ଧ୍ୱନି ଗେଛେ ହଠାତ୍ । ସଜୋରେ ଏକବାର କେଶେ ନିଯେ ବଲେ, ହୟତ ଗେଛେ ଗିଯା ।

ମଜିଦ ଆନ୍ତେ ବଲେ,

-ତାଇଲେ ଆର ତାନାର କାହେ ଲୋକ ପାଠାଇଯା କୀ କରବେନ?

-ଲୋକ ପାଠାମୁ ତାନାର କାହେ? ବିଶ୍ୱଯେ ବ୍ୟାପାରୀ ଫେଟେ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ମଜିଦେର ଶିତଳ ଚୋଥ ଦୁଟୀର
ପାନେ ତାକିଯେ ହଠାତ୍ ସେ ବୋବେ ଯେ, ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲା ବୃଥା । ଶୁଦ୍ଧ ବୃଥା ନୟ, ଚେଷ୍ଟା କରଲେ ବ୍ୟାପାରଟା
ବଡ଼ ବିସଦୃଶ୍ୱର ଦେଖାବେ । ଯେ କରେଇ ହୋକ, ମଜିଦ ଖବରଟା ଜେନେଛେ ।





একବାର ସଜୋରେ କେଣେ ଧ୍ୟେ ଯାଓଯା ଗଲାକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଚାଙ୍ଗା କରେ ତୁଲେ ବ୍ୟାପାରୀ ବଲେ,

-ହେଇ କଥା ଆମିଓ ଭାବତାଛି ।ଆଛେ କି ନା ଆଛେ-ହୃଦ୍ବାହୁଦି ପାଠାନୋ ।ତବୁ ମେଯେମାନୁଷେର ମନ ।ସତୀନ ଆଛେ ଘରେ ।କ୍ୟାମନେ କଥନ ଦିଲେ ଚୋଟ ପାଯ ଡର ଲାଗେ ।ତା ଯାକ ।ପାଇଲେ ପାଇଲ, ନା ପାଇଲେ ନାହିଁ ।ଆସଲେ ମନ-ବୋକାନ ଆର କି ଠଗ-ପିରେର ପାନିପଡ଼ାଯ କି କୋନୋ କାମ ହୟ?

ଧାକ୍ତା ସାମଲେ ନିଯେ ବ୍ୟାପାରୀ ଧୀରେ-ଧୀରେ ସବ ବୁଝିଯେ ବଲବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ।ବଲେ, ମଜିଦକେ ସେ ବଲେ-ବଲେ କରେଓ ବଲତେ ପାରେନି । ଆସଲ କଥା ତାର ସାହସ ହୟନି, ପାଛେ ମଜିଦ ମନେ ଧରେ କିଛୁ ।କଥାଟା ମଜିଦେର ଯେ ପଢ଼ନ୍ତ ହୟ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋକା ଯାଯ ।ସେ ହଁକାଯ ଜୋର ଟାନ ଦିଯେ ଏକଗାଲ ଧୋଁଯା ଛେଡେ ଚୋଖ ଗଞ୍ଚିର କରେ ତୋଲେ ।ବ୍ୟାପାରୀର ମତୋ ବିନ୍ଦର ଜମିଜମାର ମାଲିକ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ରିଶାଳୀ ଲୋକ ତାକେ ଭୟ ପାଯ ।ଶୁଣେ ପୁଲକିତ ହବାରଇ କଥା ।ବ୍ୟାପାରୀ ଆରଓ ବଲେ ଯେ, ଧଳା ମିଯାକେ ବିନ୍ଦାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେଛେ-ଘୁଣାକ୍ଷରେଓ କେଉ ଯେନ ବୁଝାତେ ନା ପାରେ ସେ ମହିତନଗରେର ଲୋକ ।ତା ଛାଡ଼ା, ଏ-ଗ୍ରାମେର କେଉ ଯେନ ତାକେ ଆଓଯାଲପୁର ଯେତେ ନା ଦେଖେ, କାରଣ ତାହଲେ ମଜିଦେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେର ବରଖେଲାପ କରା ହୟ ଖୋଲାଖୁଲିଭାବେ ।

ଧଳା ମିଯାରେ ଯତଟା ବେକୁଫ ଭାବଛିଲାମ, ବ୍ୟାପାରୀ ବଲେ, ତତଟା ବେକୁଫ ହେ ନା ।ହେ ଭାବଛେ ଭୁଯା ପାନି ଆଇନା ଫାଯଦା କି ।ତାନାର ଯଥନ ଏକଟା ଛେଲେର ସଥ ହଇଛେ-



ମଜିଦ ବାଧା ଦେଇ । ଧଳା ମିଯାର ଗୁଣଚର୍ଚାୟ ତାର ଆକର୍ଷଣ ନେଇ । ହଠାତ୍ ମଧୁର ହାସି ହେସେ ବଲେ,

-ଖାଲି ଆମାର ଦୁଃଖଡା ଏହି ଯେ, ଆପନାର ବିବି ଆମାରେ ଏକବାର କହିଯାଓ ଦେଖଲେନ ନା । ଆମାର ଥିକା ଠଗ-ପିର ବେଶି ହଇଲା ?
ଆମାର ମୁଖେ କି ଜୋର ନାହିଁ ?

-ଆହା-ହା, ମନେ ନିବେନ ନା କିଛୁ । ମେଯେମାନୁଷେର ମନ ଦୂର ଥିକା ଯା ହୋନେ ତାତେଇ ଢଳେ ।-

କଥାଡା ଠିକ କହିଛେ । ମଜିଦ ମାଥା ନେଡ଼େ ସ୍ଵିକାର କରେ । ତାରପର ବଲେ, ତଯ କଥା କି, ତାଗୋ କଥା ଭନଲେ ପୁରୁଷମାନୁଷ ଆର ପୁରୁଷ
ଥାକେ ନା, ମେଯେମାନୁଷେରେ ଅଧିମ ହୟ । ତାଗୋ କଥା ଭନଲେ କି ଦୁନିଆ ଚଲେ ?

ବ୍ୟାପାରୀର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଫେ ଆର ସନ ଦାଡ଼ିତେ ପାକ ଧରେଛେ । ମଜିଦେର କଥାଯ ସେ ଗଭୀରଭାବେ ଲଜ୍ଜା ପାଯ । ତଥନକାର ମତୋ ମଜିଦେର
ଭଙ୍ଗିତେଇ ବଲେ,



-ଠିକଇ କହିଛେ କଥାଡା । କିନ୍ତୁ କୀ କରି ଏହନ । କାଇନ୍ଦାକାଇଟା ଧରଛେ ବିବି ।

-ତାନାରେ କନ, ପେଟେ ଯେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ୁଛେ ହେ ବେଡ଼ି ନା ଖୋଲନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲାପାଇନେର ଆଶା ନାହିଁ । ଶୟତାନେର ପାନିପଡ଼ା ଖାଇଯା କି ହେ-ବେଡ଼ି ଖୁଲବୋ?

ପେଟେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ାର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନତୁନ ଶୋନାଯ । ଶୁଣେ ବ୍ୟାପାରୀର ଚୋଥ ହଠାତ୍ କୌତୁଳେ ଭରେ ଓଠେ । ସେ ଭାବେ, ବେଡ଼ି, କିସେର ବେଡ଼ି?

ମଜିଦ ହାସେ! ବ୍ୟାପାରୀର ଅଞ୍ଚତା ଦେଖେଇ ତାର ହାସି ପାଯ । ତାରପର ବଲେ,

-ପେଟେ ବେଡ଼ି ପଡ଼େ ବହିଲାଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେର ସନ୍ତାନାଦି ହୟ ନା । କାରାଓ ପଡ଼େ ସାତ ପ୍ୟାଚ, କାରାଓ ଚୋଦୋ । ଏକୁଶ ବେଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ଏକଟା । ତାର ସାତେର ଉପରେ ହଇଲେ ଛାଡ଼ାନ ଯାଯ ନା । ଆମାର ବିବିର ତୋ ଚୋଦୋ ପ୍ୟାଚ । ବ୍ୟାପାରୀ ଉତ୍କର୍ଷିତ କଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-ଆମାର ବିବିରଙ୍ଗା ଛାଡ଼ାନ ଯାଯ ନା?



-ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগব কয় প্যাঁচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে মজিদ তার স্তৰীর উদরাঞ্চল নগদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে-তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে। উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহরি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারও সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুন্ধচিত্তে সারা দিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরিফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া-দরুণ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘূরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় উন্টন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কঢ়ে প্রশ্ন করে,

-আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

-তয় বুঝতে হইব যে, তানার চোদ্দো প্যাঁচ কি আরও বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।





ତାରପର ମଜିଦ ଆବାର ଗରୁଛାଗଲେର କଥା ପାଡ଼େ । ଏକସମୟ ଆଡ଼-ଚୋଖେ ବ୍ୟାପାରୀର ପାନେ ତାକିଯେ ଦେଖେ, ଗୃହପାଲିତ ଜୀବଜନ୍ମର ବ୍ୟାରାମେର କଥାଯ ତେମନ ମନୋଯୋଗ ଯେନ ନେଇ ତାର । ଆରଓ ଦୁ-ଚାରଟେ ଅସଂଲଗ୍ନ କଥାର ପର ମଜିଦ ଓଠେ ପଡ଼େ । ଫେରବାର ପଥେ ମୋଳ୍ଲା ଶେଖେର ବାଡ଼ିର କାଛେ କାଠାଲଗାଛେର ତଳେ ଏକଟା ମୂର୍ତ୍ତି ନଜରେ ପଡ଼େ । ମୂର୍ତ୍ତି ଓଥାନେଇ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଛିଲ ନା, ତାକେ ଆସତେ ଦେଖେ ଦାଁଡ଼ିଯେଛେ । ମଗରେବେର କିଛୁ ଦେଇ ଆଛେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତସନ୍ଧ୍ୟା ଧୋୟାଟେ ବଲେ ଦୂର ଥେକେ ଅମ୍ପଟେ ଦେଖାଯ ସେ-ମୂର୍ତ୍ତି । ତରୁ ତାକେ ଚିନିତେ ମଜିଦେର ଏକ ପଲକ ଦେଇ ହ୍ୟ ନା । ସେ ହାସୁନିର ମା । ମୁଖଟା ଓପାଶେ ସୁରିଯେ ଆଲତୋଭାବେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆଛେ ।

ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହତେଇ ହାସୁନିର ମା କେମନ ଏକ କାନ୍ନାର ଭଞ୍ଜିତେ ମୁଖ ହାତେ ଢାକେ । ଆରଓ କାଛେ ଗିଯେ ମଜିଦ ଥମକେ ଦାଁଡ଼ାଯ, ଦାଁଡ଼ିତେ ହାତ ସଥାଳନ କରେ କଯେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକେ ଚେଯେ ଦେଖେ । ତାରପର ବଲେ, -କୀ ଗୋ ହାସୁନିର ମା?

ଯେ-କାନ୍ନାର ଭଞ୍ଜିତେ ତଥନ ହାତେ ମୁଖ ଢକେଛିଲ ସେ ଏବାର ମଜିଦେର ପ୍ରଶ୍ନେ ଆନ୍ତେ ନାକିସୁରେ କେଂଦେ ଓଠେ । କାନ୍ନାଟାଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟ ନଯ; ଆସଲ ଉଦେଶ୍ୟ ଏଇ ବଲା ଯେ, ଯା ଘଟେଛେ ତା ହାସବାର ନଯ, କାନ୍ନାର ବ୍ୟାପାର ।

ଆକଷମିକ ଉଦ୍ବେଗ ବୋଧ କରେ ମଜିଦ । ମେଯେଟାର ଚଳନ-ବଲନ କେମନ ଯେନ ନନ୍ଦ । ବଯସ ହଲେଓ ଆନାଡି ବେଠିକପାନା ଭାବ । ହାତେ ନିଲେ ଯେନ ଗଲେ ଯାବେ । ମାସ-ଖାନେକ ଆଗେ ଏକଦିନ ଶେଷରାତେ ଖଡ଼କୁଟୋର ଉଜ୍ଜୁଲ ଆଲୋଯ ଯାର ନଗ୍ନ ବାହ୍-ପିଠ-କାଁଧ ଦେଖେଛିଲ ମଜିଦ, ସେ ଯେନ ଭିନ୍ନ କୋନୋ ମାନୁଷ । ଏଥନ ତାକେ ଦେଖେ ଶ୍ଵସନ ଦ୍ରଙ୍ଗତର ହ୍ୟ ନା ।



କଠେ ଦରଦ ମାଖିୟେ ମଜିଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-କୀ ହିଛେ ତୋମାର ବିଟି?

ଏବାର ନାକ ଫ୍ୟାଂ-ଫ୍ୟାଂ କରେ ହାସୁନିର ମା ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଠେ ବଲେ,

-ମା ମରଛେ!

ବଜ୍ରାହତ ହବାର ଭାନ କରେ ମଜିଦ | ଆର ତାର ମୁଖ ଦିଯେ ଅଭ୍ୟାସବଶତ ସେ-କଥାଟାଇ ନିଃସ୍ମୃତ ହୟ, ଯା ଆଜ କତଶତ ବଚର
ଯାବଂ କୋଟି କୋଟି ଖୋଦାର ବାନ୍ଦାରା ଅନ୍ୟେର ମୃତ୍ୟୁ ସଂବାଦ ଶୁଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଆସଛେ | ତାରପର ବଲେ, -ଆହା, କ୍ୟାମନେ
ମରଲ ଗୋ ବିଟି?

-ଅୟାମନେ ।

ଏମନି ମାରା ଗେଛେ କଥାଟା କେମନ ସେନ ଶୋନାଯ | ପଲକେର ମଧ୍ୟେ ମଜିଦେର ସ୍ମରଣ ହୟ ତାହେରେର ବୃଦ୍ଧ ଢେଙ୍ଗା ବାପେର
ବିଚାରେର ଦୃଶ୍ୟ | ତାର ଜନ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁତାପ ବୋଧ କରେ ନା ମଜିଦ | କେବଳ ମନେ ହୟ କଥାଟା | ଥେମେ ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, -
ଛ୍ୟାମଡାରା କହି?



-ଆଛେ । ଧାନ ବିକ୍ରି କହିରା ଠ୍ୟାଙ୍ଗେ ଉପର ଠ୍ୟାଙ୍ଗ ତୁଇଲା ଆଛେ । ଛୋଟଡି କଯ କେରାଯା ନାଯେର ମାର୍ଖି ହଇବ ।

-ଦାଫନ-କାଫନେର ସୋଗାଡ଼୍ୟନ୍ତ୍ର କରତାଛେନି?

-କରତାଛେ । ମୋଳା ଶେଖେ ଜାନାଜା ପଡ଼ିବ ।

ଖେଲାଲ ତୁଲେ ହଠାତ୍ ଦାଁତ ଖୋଚାତେ ଥାକେ ମଜିଦ, କପାଲେ କ-ଟା ରେଖା ଫୋଟେ । ତାରପର ଚିତ୍ତିତ ଗଲାଯ ବଲେ,

-ଯତେର ଆଗେ ଖୋଦାର କାହେ ମାଫ ଚାଇଛିଲନି ତହର ମା?

ଧାଁ କରେ ହାସୁନିର ମା ମୁଖ ସୁରିଯେ ତାକାଯ ମଜିଦେର ପାନେ । ଦେଖିତେ ନା ଦେଖିତେ ଚୋଖେ ଭୟ ସନିଯେ ଓଠେ ।

-ମାଫ ଚାଇଛିଲ କି ନା କହିବାର ପାରି ନା!



କଯେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଜିଦ ନୀରବ ଥାକେ । ଏ-ସମୟେ କପାଳେ ଆରଓ କଯେକଟି ରେଖା ଫୁଟେ ଓଠେ । କିଛୁ ନା ବଲଲେ ଓ ହାସୁନିର ମାବୋଝେ, ମଜିଦ ତାର ମାଯେର କବରେ ଆଜାବେର କଥା ଭାବେ । ମାଯେର ମୃତ୍ୟୁତେ ସେ ତେମନ କିଛୁ ଶୋକ ପେଯେଛେ ବଲା ଯାଯ ନା । ବାର୍ଧକ୍ୟେର ଶେଷ ସ୍ତରେ କାରଓ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଟଲେ ଦୁଃଖ୍ଟା ତେମନ ଜୋରାଲୋଭାବେ ବୁକେ ଲାଗେ ନା ।

ତବେ ମାଯେର କୁକଡ଼ାନୋ ରଗ-ଝୋଲା ଯେ-ମୃତ ଦେହଟି ଏଥିନୋ ସରେର କୋଣେ ନିଷ୍ପନ୍ଦଭାବେ ପଡ଼େ ଆଛେ ସେ-ଦେହଟିକେ ନିଯେ ଯଥିନ ପେଚନେର ଜଙ୍ଗଲେର ଧାରେ କଦମ୍ବଗାଛେର ତଳେ କବର ଦେଇବା ହବେ, ତଥିନ ହୟତ ଦମକା ହାଓୟାର ମତୋ ବୁକେ ସହସା ହାହକାର ଜାଗବେ । ତାରପର ଶୀଘ୍ର ଆବାର ମିଲିଯେ ଯାବେ ସେ-ହାହକାର । କିନ୍ତୁ ତାର ମା ନିଃସଙ୍ଗ ସେ-କବରେ ଲୋକଚୋଥେର ଅନ୍ତରାଳେ ଅକଥ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଭୋଗ କରବେ-ଏ-କଥା ଭାବତେଇ ମେଯେର ମନ ଭଯେ ଓ ବୈଦନ୍ୟ ନୀଳ ହୟେ ଓଠେ । କଲାପାତାର ମତୋ କେଂପେ ଓଠେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-ମାଯେର କବରେ ଆଜାବ ହିଁବ ?

ସରାସରି କଥାଟାର ଉତ୍ତର ଦିତେ ମଜିଦେର ମୁଖେ ବାଧେ । ଥେମେ ବଲେ,

-ଖୋଦା ତାରେ ବେହେତ୍-ନସିବ କର, ଆହା ।



একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণ-ভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়ত-বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে,
তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ
করতে পারে না।

তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজা হবে
না তো?



‘ଲାଲସାଲୁ’ ଉପନ୍ୟାସେ ‘ପରଗାଛା ମୁରକ୍କି’ କେ? /ସି. ବୋ. ୧୯/

- କ) ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ
- ଖ) ସଲେମନେର ବାପ
- ଗ) ଧଳା ମିଯା
- ଘ) ମୋଦାକ୍ରେର ମିଯାରି



‘ଲାଲସାଲୁ’ ଉପନ୍ୟାସେ ‘ପରଗାଛା ମୁରକ୍କି’ କେ? /ସି. ବୋ. ୧୯/

- କ) ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ
- ଖ) ସଲେମନେର ବାପ
- ~~ଗ) ଖଲା ମିଆ~~
- ଘ) ମୋଦାକେର ମିଯାରି



লালসালু' উপন্যাসে খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্তৰীর নাম কী?

[ব. বো. ২৩; সি. বো. ১৭]

- ক) জমিলা
- খ) রহিমা
- গ) আমেনা
- ঘ) তানুবিবি



লালসালু' উপন্যাসে খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম কী?

[ব. বো. ২৩; সি. বো. ১৭]

ক) জমিলা

জনু

খ) রহিমা

~~গু~~ আমেনা

ঘ) তানুবিবি





পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পির সাহেবের পানিপড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিল; কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং প্যাচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্ৰ মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশাৱ সঞ্চার হলো। আন্তে-আন্তে একটা ভয়ও এল মনে। প্যাচ যদি সাতের বেশি হয়, চোদো কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউরের তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি কিন্তু এসব কথা হলে বাতাসে কথা শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারও সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ে।

মাথায ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শিরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।



ଦୁପୁରେର କିଛୁ ଆଗେ ମଜିଦେର ବାଡ଼ି ଥେକେ ରହିମା ଆସେ । ହାତେ ଘସା-ମାଜା ତାମାର ପ୍ଲାସେ ପାନି । ଏମନି ପାନି ନୟ-ପଡ଼ାପାନି । ମଜିଦ ବଲେ ପାଠିଯେଛେ ଗୋସଲ କରାର ଆଗେ ଆମେନା ବିବି ପେଟେ ପାନିଟା ଯେନ ଘଷେ । ଦୋଯା-ଦରଂଦ ପଡ଼ା ପାନି, ତାର ପ୍ରତିଟି ଫୋଟା ପବିତ୍ର । କାଜେଇ ମାଖବାର ସମୟ ପୁକୁରେର ପାନିତେ ଦାଁଡ଼ିଯେଇ ଯେନ ମାଖେ । ରହିମା ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ଫିରେ ଯାଇନା । ପାନ-ସାଦା ଖାଇ, ତାନୁ ବିବିର ସଙ୍ଗେ ସୁଖ-ଦୁଃଖେର କଥା କର୍ଯ୍ୟ । ଏକସମୟ ତାନୁ ବିବି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-ବହିନ, ଆପଣେଓ ତୋ ମାଜାରେର ପାଶେ ସାତ ପାକ ଦିଛେନ, ନା?

-ଆମି ଦେଇ ନାଇ ।

-ଦେନ ନାଇ? ବିଶ୍ଵିତ ହ୍ୟେ ତାନୁ ବିବି ବଲେ । ତାନି କ୍ୟାମନେ ଜାନଲେନ ଆପନାର ଚୋଦୋ ପ୍ୟାଚ?

ରହିମା ଲଜ୍ଜାର ହସି ହେସେ ବଲେ,

-ତାନି ଯେ ଆମାର ସ୍ଵାମୀ । ସ୍ଵାମୀ ହିଲେ ଅୟାମନେଇ ବୋରେ ।



ତଯା ତାନି ବୋଲେନ ନା କ୍ୟାନ? ତାନୁ ବିବିର ତାନି ମାନେ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ।

ରହିମା ମୁଶକିଲେ ପଡ଼େ । ଦୁଇ ତାନିଟେ ସେ ପ୍ରଚୁର ତଫାତ ଆଛେ କଥା କୀ କରେ ବୋକାଯ! ତାନୁ ବିବି ଏକଟୁ ବୋକା ଅଥଚ ଆବାର ଦେମାକି କିଛିମେର ମାନୁଷ । ସ୍ଵାମୀ ବିନ୍ଦୁ ଜମିଜମାର ମାଲିକ ବଲେ ଭାବେ, ତାର ତୁଳନାୟ ଆର କେଉ ନେଇ । ଶେଷେ ରହିମା ଆନ୍ତେ ବଲେ,

-ତାନି ସେ ଖୋଦାର ମାନୁଷ ।

ଆମେନା ବିବିକେ ଗୋସଲ କରିଯେ ବାଡ଼ିତେ ଫେରେ ରହିମା । ମଜିଦ ଉତ୍କର୍ଷିତ ସ୍ଵରେ ବଲେ,

-ପଡ଼ା ପାନିଡା ନାପାକ ଜାଗାଯ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତୋ?

-ନା । ଯା ପଡ଼ିଛେ ତାଲାବେର ମଧ୍ୟେଇ ପଡ଼ିଛେ ।



ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଥନ ଦିଗନ୍ତ-ସୀମାରେଖାର କାହାକାହି ପୌଛେଛେ ତଥନ ଜୋଯାନ-ମନ୍ଦ ଦୁଜନ ବେହାରା ପାଲକି ଏଣେ ଲାଗାଳ ଅନ୍ଦର ଘରେର
ବେଡ଼ାର ପାଶେ ।

ଏକ ଟିଲେର ପଥ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରୀର ବଟ ହେଠେ ଯେତେ ପାରେ ନା ।

ବ୍ୟାପାରୀ ହାଁକେ, କହି ତୈୟାର ହଇଛେନନି?

ଆମେନା ବିବି ଆବହାୟାର ମଧ୍ୟେ ତଥନୋ ଗୁଣଗୁଣିଯେ କୋରାନ ଶରିଫ ପଡ଼ିଛେ । ଦୁପୁରେର ଦିକେ ଚେହାରାଯ ତବୁ କିଛୁ ଜୌଲୁସ ଛିଲ,
ଏଥନ ବେଳାଶେଷେର ସ୍ନାନ ଆଲୋଯ ଏକେବାରେ ଫ୍ୟାକାଶେ ଠେକେ । ତାର ଚୋଖେର ସାମନେ ଆଁକାବାଁକା ପ୍ୟାଁଚାନୋ ଅକ୍ଷରଗୁଲୋ ନାଚେ,
ଆବହା ହୁଯେ ଗିଯେ ଆବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଯେ ଓଠେ, ଛୋଟ ହୁଯେ ଆବାର ହଠାତ ବଡ଼ ହୁଯେ ଯାଯ । ଆର ଶୁଙ୍କ ଠେଁଟି-ଦୁଟୋ ଥେକେ ଥେକେ
ଥରଥରିଯେ କେଂପେ ଓଠେ ।

ତାନୁ ବିବି ଗିଯେ ଡାକେ,

-୩୯ ବୁବୁ, ସମୟ ହଇଛେ ।



ଡାକ ଶୁଣେ ଫାଁସିର ଆସାମିର ମତୋ ଆମେନା ବିବି ଚମକେ ଓଠେ ଭୀତବିହଳ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଏକବାର ତାକାଯ ସତୀନେର ପାନେ । ତାରପର ଛୁରା ଶେଷ କରେ କୋରାନ ଶରିଫ ବନ୍ଧ କରେ, ଗେଲାଫେ ଭରେ, ଶେଷେ ପାଲକମ୍ପର୍ଶେର ମତୋ ଆଲଗୋଛେ ତାତେ ଚୁମୁ ଖାଯ । ସେଟା ଓ ରେହେଲ ନିୟେ ଉଠେ ଦାଁଡାତେଇ ହଠାତ୍ ତାର ମାଥା ସୁରେ ଚୋଖ ଅନ୍ଧକାର ହୟେ ଯାଯ, ଆର ଶରୀରଟା ଟାଲ ଖେଯେ ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ ଯାବାର ଉପକ୍ରମ କରେ । ତାନୁ ବିବି ଧରେ ଫେଲେ ତାକେ । ତାରପର ଏକଟୁ ଆଦା-ନୁନ ମୁଖେ ଦିଯେ ସରେର କୋଣେଇ ମଗରେବେର ନାମାଜଟା ଆମେନା ବିବି ଦେଇ ନେଇ ।

ଉଠାନେର ପଥଟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶାନ୍ତ ବୋଧ କରେ ଆମେନା ବିବି । ପୁରା ତ୍ରିଶ ଦିନ ରୋଜା ରେଖେଓ ସେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର କାହିଲ ହୟ ନା ସେ ଏକଦିନେର ରୋଜାତେଇ ଏକେବାରେ ଭେଣେ ଗେଛେ । ଗାୟେ-ମାଥାଯ ବୁଟିଦାର ହଲୁଦ ରଙ୍ଗେର ଏକଟା ଚାଦର ଦିଯେଛେ । ସେଟା ବୁକେର କାଛେ ଚେପେ ଧରେ ଗୁଟି-ଗୁଟି ପାରେ ହାଁଟେ । କିସେର ଏତ ଭୟ ତାକେ ପିଷେ ଧରେଛେ-କ-ଘଟାଯ ସେ-ଭୟ ଦୀର୍ଘ ରୋଗଭୋଗ-କରା ମାନୁଷେର ମତୋ ତାକେ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଫେଲେଛେ? ଏକ ଯୁଗେରଓ ଓପରେ ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥାକତେ ପାରଲ ସେ ଯଦି ଜାନେ ସେ, ଭବିଷ୍ୟତେଓ ସେ ତେମନି ନିଃସନ୍ତାନ ଥାକବେ, ତବେ ଏମନ ମୁସତ୍ତେ ଯାବାର କୀ ଆଛେ? ଏ-ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେନା ବିବି ତାର ନିଜେର ମନକେଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ।



ତବେ କଥା ହଚ୍ଛେ କୀ, ତେରୋ ବହୁରେ କଥା ଏକଦିନେ ଜାନେନି, ଜେନେଛେ ଧାପେ-ଧାପେ ଧୀରେ-ଧୀରେ, ପ୍ରତିବଃସରେ ଶୂନ୍ୟତା ଥେକେ । ସେ-ଶୂନ୍ୟତାଓ ଆବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁରେ ଆଶାୟ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟେ ତେଜଶୂନ୍ୟ ହୟେ ଗେଛେ । ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନେର ଶୂନ୍ୟତାର କଥା ତେମନି ବହୁରେ-ବହୁରେ ଯଦି ଜାନେ ତବେ ଆଘାତଟା ଦୀର୍ଘକାଳବ୍ୟାପୀ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ଛାଡ଼ିଯେ ଗିଯେ ତୀର୍ତ୍ତାଯା ହ୍ରାସ ପାବେ, ମନେ କିଛୁ-ବା ଲାଗଲେଓ ଗାଯେ ଲାଗବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସେ-କଥା ଜାନଲେ ବୁକ ଭେଣେ ଯାବେ ନା, ବେଁଚେ ଥାକବାର ତାଗିଦ କି ହଠାତ୍ ଫୁରିଯେ ଯାବେ ନା?

ସେ-ଭୟେଇ ଦୁ-କଦମ୍ବର ପଥ ସାମଶୂନ୍ୟ ମୟୁଣ୍ଠ ଉଠାନଟା ପେରୁତେ ଗିଯେ ଆମେନା ବିବିର ପା ଚଲେ ନା; ସେ-ଭୟେର ଜନ୍ୟଇ ଜୋର ପାଯ ନା କୋମରେ, ଚୋଖେ ଝାପସା ଦେଖେ । ଏକବାର ଭାବେ, ଫିରେ ଯାଯ ଘରେ । କାଜ କୀ ଜେନେ ଭବିଷ୍ୟତେର କଥା । ଯାଇ ହୋକ, ଦୟାଲୁଦେର ମଧ୍ୟେ ଦୟାଲୁତମ ସେ-ଖୋଦାର ଇଚ୍ଛାଇ ତୋ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରତିପାଲିତ ହବେ ।

କିନ୍ତୁ ଗୁଟି-ଗୁଟି କରେ ଚଲଲେଓ ପା ଏଗିଯେ ଚଲେ । ମନେର ଇଚ୍ଛାୟ ନା ହଲେଓ ଚଲେ ଲୋକଦେର ଖାତିରେ । ଢାକଢୋଲ ବାଡ଼ିଯେ ଯୋଗାଡ଼ୁଯନ୍ତ୍ର କରିଯେ ଏଖନ ପିଛିଯେ ଯେତେ ପାରେ ନା । ପୁରୁଷ ହଲେ ହୟତ-ବା ପାରତୋ, ମେଯେଲୋକ ହୟେ ପାରେ ନା । ସମାଜ ଯାକେଇ କ୍ଷମା କରୁକ ନା କେନ, ବିରଳ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ, ଦୋ-ମନା ଖୁଶିର ବଶେ ମାନୁଷେର ଆଯୋଜନ ଭଙ୍ଗ କରା ନାରୀକେ କ୍ଷମା କରେ ନା । ଏ-ସମାଜେ କୋଣୋ ମେଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବେ ବଲେ ଏକବାର ଘୋଷଣା କରେ, ସେ ମନେର ଭୟେ ଆବାର ବିପରୀତ କଥା ବଲତେ ପାରେ ନା ।



সমাজই আত্মহত্যার মাল-মসলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি
দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মন্ত্ররা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের
বেঙ্গাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিল। বেহারারা পালকিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখল।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, নাববো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটি পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গন্তীর। বলে,

-তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তানার ওজু আছেনি?



ବ୍ୟାପାରୀ ଛୁଟେ ଯାଯ ପାଲକିର କାହେ । ପଦ୍ମା ଈସଂ ଫାଁକ କରେ ନିଚୁ ଗଲାଯ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-ଆଛେନି ଓଜୁ?

ଅମ୍ପଟେ ଭଙ୍ଗିତେ ମାଥା ନେଡେ ଆମେନା ବିବି ଜାନାଯ, ଆଛେ ।

-ତଥ ନାମେନ ।

ମଜିଦ ଏକଟୁ ତଫାତେ ଦାଁଡିଯେ ଥାକେ । ହଠାତେ ଚିକନ ସୁରେ ଦୋଯା-ଦରଳ୍ଦ ପଡ଼ିଲେ ଶୁରୁ କରେ, ଗଲାଯ ବିଚିତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଳକାର୍ଯ୍ୟର ଖେଳା ହତେ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ତାତେ ଚୋଖେର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା କାଟେ ନା । ଚୋଖ ହଠାତେ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଁ ଉଠେଛେ । ପାଲକିର ପଦ୍ମା ଫାଁକ କରେ ନାମବାର ଜନ୍ୟ ଆମେନା ବିବି ଯଥନ ଏକ ପା ବାଡ଼ାଯ ତଥନ ସୁଚେର ତୀକ୍ଷ୍ଣତାଯ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଁ ସେ-ପାଯେ । ସାଦା ମୁସ୍ତଳ ପା, ରୋଦ, ପାନି ବା ପଥେର କାଦାମାଟି ଯେନ କଥନୋ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି । ମଜିଦେର ଗଲାର କାରଳକାର୍ଯ୍ୟ ଆରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଁ ।



ହଲୁଦ ରଙ୍ଗେ ବୁଟିଦାର ଚାଦରଟା ଆମେନା ବିବି ଘୋମଟାର ଓପରେ ଟାନ କରେ ଧରେ ରେଖେଛେ । ତରୁ ପାଲକି ଥେକେ ନେମେ ସେ ସଥନ ମାଜାର ଘରେ ଗିଯେ ଦାଁଡାୟ ତଥନ ଆଡ଼ ଚୋଖେ ତାର ପାନେ ତାକିଯେ ମଜିଦ କିଛୁଟା ବିଶ୍ଵିତ ହ୍ୟ । ନତୁନ ବଡ଼େର ମତୋ ଚୋଖ ତାର ବୋଜା । ତବେ ଲଜ୍ଜାୟ ଯେ ନୟ ତା ଦ୍ଵିତୀୟବାର ତାକାଳେଇ ବୋକା ଯାଯ । ଲଜ୍ଜାୟ ତ୍ରିଯମାଣ ନତୁନ ବଡ଼-ଏର ଆତ୍ମସତେନ ରକ୍ତାଭା ତାତେ ନେଇ । ସେ-ମୁଖ ଫ୍ୟାକାଶେ, ରକ୍ତଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ସେ-ମୁଖେ ଦୁନିଆର ଛାଯା ନେଇ ।

ଆମେନା ବିବି କରେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ଜନ୍ୟ ଚୋଖଟା ଆଧାାଧି ଖୋଲେ । ଘରେ ଇତୋମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ଘନିଯେ ଉଠେଛେ । ଦୁଟୋ ମୋମବାତି ସ୍ନାନଭାବେ ଆଲୋ ଛଡ଼ାୟ । ସେ-ଆଲୋର ସାମନେ ସେ ଦେଖେ ଝାଲରେ ଯାଲା ସାଲୁକାପଡ଼େ ଆବୃତ ଚିରନୀରବ ମାଜାରଟି । ସେ ନୀରବତା ଯେନ ବିଶ୍ଵୟକରଭାବେ ଶକ୍ତିମାନ । ଆର ସେ-ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ-ଚମକେର ମତୋ ଶତ-ଫଳାୟ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ । ମାନୁଷେର ରକ୍ତଶ୍ରୋତ ଯଦି ଥେମେତେ ଥାକେ ତବେ ତାର ଆଘାତେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ଵାସେର ଜୋଯାର ଆସେ ଧମନିତେ । ତଥାପି ମହାକାଶେର ମତୋଇ ସେ ମାଜାର ପ୍ରଗାଢ଼ଭାବେ ନୀରବ, ଆର ମହାକାଶେର ମତୋଇ ବିଶାଳ ଓ ଅନ୍ତହୀନ ସେ-ନୀରବତା । ଯେ-ଆମେନା ବିବି ଚୋଖ ଆଧା ଖୁଲେ ତାକାଯ ସେଦିକେ, ସେ ଆର ପଲକ ଫେଲେ ନା ।





ମଜିଦ ଆବାର ଆଡ଼ଚୋଥେ ତାକାଯ ତାର ପାନେ । କୀ ଦେଖେ ଆମେନା ବିବି? ମାଜାରକେ ଅମନ କରେ କାଉକେ
ସେ ଦେଖିତେ ଦେଖେନି । ତାର ଠୋଟ ବିଡ଼ବିଡ଼ କରେ, ଗଲାଯ ତେମନି ସୂକ୍ଳସୁରେର ଲହରି ଖେଳେ । କିନ୍ତୁ ଏବାର ସେ
ଥାମେ, ଜିନ୍ବା ଦିଯେ ଠୋଟ ଭିଜିଯେ ଗଲା କାଶେ ।

-ତାନାରେ ବହିବାର କନ ।

ବ୍ୟାପାରୀ ବିବିକେ ବଲେ,

-ବହେନ ।



ମାଜାରେର ଧାରଟିତେ ଆମେନା ବିବି ଆସ୍ତେ ବସେ । ତାକାଯ ନା କାରଓ ପାନେ । ମାଜାରେର ନୀରବତା ଯେନ ତାର ବୁକ ଭରିଯେ ଦିଯେଛେ । ସେ ଆବାର ଚୋଖ ବୁଜେ ଥାକେ । ମନେ ହୟ ତାର ଶାନ୍ତି ହଯେଛେ, ଆର ଆଶା ନେଇ । ସନ୍ତାନେର କାମନା ଏକ ବୃହଂ ସତ୍ୟେର ଉପଲବ୍ଧିର ମଧ୍ୟେ ବିଲୀନ ହୟେ ଗେଛେ, ଲୋଭ ବାସନାର ଅବସାନ ହଯେଛେ । ତାଇ ହୟତ ମଜିଦେର ଭ଱ ହୟ । ସେ ଆର ତାକାଯ ନା ଏଦିକେ । ତରୁ ବିଡ଼ବିଡ଼ କରେ । ନିଜେର କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଟିରାଗତ ଚୋଖେ ଚମକ ଜାଗେ ଥେକେ-ଥେକେ । ସରେର କୋଣେ ଏକଟି ପାତ୍ରେ ପାନି ଛିଲ । ଏବାର ସେଟି ତୁଲେ ନିଯେ ମଜିଦ ଅନ୍ୟ ଧାରେ ଗିଯେ ବସେ । ପାନି ପଡ଼ିବେ, ସେ-ପଡ଼ାପାନି ଖେଯେ ଆମେନା ବିବି ପାକ ଦେବେ । ତାର ଠୋଟ ତେମନି ବିଡ଼ବିଡ଼ କରେ, ହାତେ ପାନିର ପାତ୍ରଟା ତୁଲେ ନେଯାଯ ହୟତ-ବା ତା ଈଷଂ ଦ୍ରଂତର ହୟ । ସରେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଃଶବ୍ଦତା । ଏ-ନିଃଶବ୍ଦତାର ମଧ୍ୟେ ତାର ଗଲାର ଅସ୍ପଟ୍ ମିହି ଆଓଯାଜ କୋନୋ ଆଦିମ ସାପେର ଗତିର ମତୋ ଜୀବନ୍ତ ହୟେ ଥାକେ । ତାର କଞ୍ଚେ ଯଦି ସାପେର ଗତି ଥାକେ ତବେ ତାର ମନେଓ ଏକ ଉଦ୍ୟତ ସାପ ଫଣା ତୁଲେ ଆଛେ ଛୋବଳ ମାରବାର ଜନ୍ୟ । ଆମେନା ବିବିର ବୋଜା ଚୋଖ ମଜିଦେର ଭାଲୋ ଲାଗେ ନା, କିନ୍ତୁ ପାଲକି ଥେକେ ନାମବାର ସମୟ ତାର ସେ ସାଦା ସୁନ୍ଦର ପା-ଟା ଦେଖେଛିଲ, ସେ-ପାଇ ତାର ମନେ ସାପକେ ଜାଗିଯେ ତୁଲେଛେ । ସାପ ଜେଗେ ଉଠେଛେ ଛୋବଳ ମାରବାର ଜନ୍ୟ । ମେହ-ମମତାଇ ଯଦି ଗଲଗଲିଯେ, ଗଦଗଦ ହୟେ ଜେଗେ ଉଠିତୋ ତବେ ମଜିଦ ରୂପାଲି କାଲରୁଯାଲା ଚମକାର ସାଲୁ କାପଡ଼ଟାଇ ଛିଡ଼େ ଏଖାନକାର ସରବାଡ଼ି ଭେଙେ ଅନେକ ଆଗେ ପ୍ରାଣେର ଭ଱େ ପାଲିଯେ ଯେତ । ଏବଂ ସେତ ସେଖାନେଇ ଯେଖାନେ ନିର୍ମଳ ଆଲୋ ହାଓଯା ରୋଗ-ଜୀବାଗୁ ଭରା ଲାଲାସିକ୍ତ କେତାବେର ଜାଲିର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ନିଃସୃତ ହୟେ ଆସେ ନା, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିଶାଳ ଆକାଶପଥେ-ଯେଖାନେ କାଦାମାଟି ଲାଗେନି ଏମନ ପା ଦେଖେ ଅନ୍ତରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଜେଗେ ଓଠେ ଫଣା ଧରେ ନା ।



থেকে-থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্র খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবন্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীত উদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি তার স্তুল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্র খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়েনা। তবু থেকে থেকে সেখানেই চক্র খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

একসময় মজিদ ওঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

-পানিটা দেন।

ব্যাপারীও তার স্তুল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝংকার ওঠে।



ଆମେନା ବିବି ପାତ୍ରଟି କଯେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ମୁଖେର ସାମନେ ଧରେ ଥାକେ, ତାରପର ତୁଲେ ଠୋଣ୍ଟେର କାଛେ ଧରେ । ଏକଟୁ ପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ନୀରବତାଯ ମଜିଦେର ସଜାଗ କାନେ ସାବଧାନୀ ବେଡ଼ାଲେର ଦୁଧ ଖାଓୟାର ମତୋ ଚୁକଚୁକ ଆଓୟାଜ ଏସେ ବାଜେ । ପାନ କରାର ଅଧୀରତା ନେଇ । ଖୋଦାର ନାମଛୋୟା ପାନି, ତାଳାବେର ସାଧାରଣ ପାନି ନୟ । ତା ଛାଡ଼ା ତୃଷ୍ଣାର ପାନିଓ ନୟ ଯେ, ଶୁଦ୍ଧ ଗଲା ନିମେଷେ ଶୁଷ୍ଫେ ନେବେ ସବଟା । ଧୀରେ ଧୀରେ ପାନ କରେ ସେ, ବୁକଟା ଶିତଳ ହୟ । ତାରପର ମୁଖ ନା ଫିରିଯେ ଆଣ୍ଟେ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ରଟା ବାଡ଼ିଯେ ଧରେ । ପାଯେର ମତୋ ସୁନ୍ଦର ହାତ । ମୋମବାତିର ମ୍ଲାନ ଆଲୋଯ ମନେ ହୟ ସେ ହାତ ଶୁଦ୍ଧ ସାଦା ନୟ, ଅନ୍ତର୍ଭାବେ କୋମଳ ।

ହାତଟି ଯଥନ ଆବାର ଚାଦରେର ତଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୟେ ଯାଯ ତଥନ ମଜିଦ ବଲେ, ତାନାରେ ଉଠିବାର କନ । ଏହନ ପାକ ଦେଓନ ଲାଗବ ।



ଆମେନା ବିବି ଉଠେ ଦାଁଡାୟ! ଦାଁଡ଼ିଯେଇ ମନେ ହୟ ବସେ ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଲେଇ ହିର ହୟେ ଯାଯାଇବେ।

-ଆମି ଦୋଯା-ଦରଳ ପଡ଼ିବାରି କଣ | ଡାଇନ ଦିକ ଥିକା ପାକ ଦିବେନ, ଆଗେ ଡାଇନ ପା ବାଡ଼ାଇବେନ |
ବାଡ଼ାନେର ଆଗେ ବିସମିଲ୍ଲାହ କଇବେନ |

ମଜିଦ କୋଣେ ବସେ | ଏକବାର ସାମନେ ଦିଯେ ଯଥନ ଆମେନା ବିବି ସୁରେ ଯାଯ ତଥନ ତାର ଚୋଥ ଚକଚକ କରେ ଓଠେ ଆବଛା
ଅନ୍ଧକାରେ | କାଳୋ ରଙ୍ଗେ ପାଡ଼େ ତଳେ ଥେକେ ଆମେନା ବିବିର ପା ନିଃଶ୍ଵରେ ବେରିଯେ ଆସେ: ଏକବାର ଡାନ ପା, ଆରେକବାର ବାଁ |
ଶବ୍ଦ ହୟ ନା | କାହାକାହି ଯଥନ ଆସେ ତଥନ ମଜିଦ ଏକବାର ଢେକ ଗେଲେ, ତାରପର କଷ୍ଟେର ସୁର ଆରଓ ମିହି କରେ ତୋଳେ |

ଏକ ପାକ, ଦୁଇ ପାକ | ଆମେନା ବିବି ସ୍ଵପ୍ନେର ଘୋରେ ଯେନ ହାଁଟେ | ଯେ ସ୍ତରତାଯ ତାର ମୁଖ ଜମେ ଆଛେ, ସେ ସ୍ତରତାଯ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ପ୍ରାଣ
ନେଇ | ଓ ମୁଖ କଥନେ ଯେନ କଥା କରନି, ହାସେନି, କାଁଦେନି | ମନେଓ ତାର କିଛୁ ନେଇ | ଅତୀତେର ଶୂନ୍ୟତାର ମତୋ ମନେ ପଡ଼େ କି
ଏକଟା ବାସନାର କଥା-ବଚରେ ବଚରେ ଯେ-ବାସନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥେକେ ଆରଓ ତୀର୍ତ୍ତର ହୟେଛେ | କି ଏକଟା ଅଭାବେର କଥା, କି ଏକଟା
ଶୂନ୍ୟତାର କଥା | କିନ୍ତୁ ସେ-ସବ ଅତୀତେର ଶୂନ୍ୟତାର ମତୋ ଅସ୍ପଷ୍ଟ | ଏକଟା ମହାଶକ୍ତିର ସନ୍ଧିକଟେ ଏସେ ମାନୁଷ ଆମେନା ବିବିର ଆର
ସୁଖ-ଦୁଃଖ ଅଭାବ-ଅଭିଯୋଗ ନେଇ | ଏକଟା ପ୍ରଥମ-ଅତ୍ୟଜ୍ଞଳ ଆଲୋ ତାର ଭେତରଟା କାନା କରେ ଦିଯେଛେ | ସେଥାନେ ତାର ନିଜେର
କଥା ଆର ଚୋଥେ ପଡ଼େ ନା |



এক পাক, দুই পাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে
যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা
বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিল। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর
পানে তাকাবার চেষ্টা করল, হয়ত-বা তাকে আলিখালি দেখলও। কিন্তু তারপর আর
কিছু দেখল না, জানল না ক-প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানল না মাজারের মধ্যে
শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে
উঠত।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কঢ়ে আর্তনাদ করে বলে,-কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে
ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে-মুখে দাঁত লেগে আছে।





ବାଇରେ ମାଜାରେ ରହିମା ଆସେ ନା । ଆଜ ଆମେନା ବିବି ଏସେହେ ବଲେ ହୟତ ଆସତ ଯଦି ନା ସଙ୍ଗେ ଥାକତ ବ୍ୟାପାରୀ । ମାଜାର ଘରେର ବେଡ଼ାର ଫୁଟୋତେ ଚୋଖ ପେତେ ସେ ବ୍ୟାପାରଟା ଦେଖଛିଲ । ସଙ୍ଗେ ହାସୁନିର ମା-ଓ ଛିଲ ।

ରହିମା ମନେ-ମନେ ହିଁ କରେଛିଲ, ପାକ ଦେଯା ତୁକେ ଗେଲେ ଆମେନା ବିବିକେ ଭେତରେ ନିଯେ ଯାବେ, ସଖ କରେ ଯେ ଫିରନିଟା କରେଛେ ତା ଦେବେ ଖେତେ, ତାରପର ଦୁଇୟେକ ଖିଲି ପାନ ଚିବୋତେ ଚିବୋତେ ଦୁ-ଦ୍ୱାର ସୁଖ-ଦୁଃଖେର ଗଲ୍ପ କରବେ । ନିଜେ ସେ ସ୍ଵଳ୍ପ-ଭାଷୀ ମାନୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେନା ବିବିର ହଦୟେର ସଙ୍ଗେ ତାର ହଦୟେର କୋଥାଯ ଯେଣ ସମତା, ଯା-ଇ କଥା ହୋକ ନା କେନ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଆଲାପ ଜମେ ଓଠେ । କିନ୍ତୁ ଫୁଟୋ ଦିଯେ ରହିମା ଯେ-ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୋ ତାରପର ଗଲ୍ପ-ଗୁଜବେର ଆଶା ତାକେ ତ୍ୟାଗ କରତେ ହଲୋ । ବ୍ୟାପାରୀର ଲଜ୍ଜା କାଟିଯେ ବାଇରେ ଏସେ ସେ ଆର ହାସୁନିର ମା ଅତିଥିକେ ଭେତରେ ନିଯେ ଗେଲ । ନିଯେ ଗେଲ ପାଂଜାକୋଲ କରେ, ମୁଖେ କଥା ଫୋଟାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସଖ କରେ ତୈରି କରା ଫିରନିର କଥା ବା ପାନ ଖେଯେ ଦୁ-ଦ୍ୱାର ଗଲ୍ପ କରାର କଥା ଭୁଲେ ଗେଲ ।

ମଜିଦ ଆର ବ୍ୟାପାରୀ ମାଜାର ଘରେଇ ଚୁପ ହୟେ ବସେ ରହିଲ, ଦୁ-ଜନେର ମୁଖେ ଚିନ୍ତାର ରେଖା । ତାରପର ମଜିଦ ଆନ୍ତେ ଉଠେ ଅନ୍ଦରଘରେର ବେଡ଼ାର ପାଶେ ବୈଠକଖାନାଯ ଗିଯେ ଛକ୍କା ଧରିଯେ ଆବାର ଫିରେ ଏସେ ବ୍ୟାପାରୀକେ ଡେକେ ନିଯେ ଗେଲ । ଦୁ-ଜନେଇ ଏକ ଏକ କରେ ଛକ୍କା ଟାନେ, କଥା ନେଇ କାରଓ ମୁଖେ ।



ମଜିଦ ଭାବେ ଏକ କଥା । ଯେ-ଆମେନା ବିବିର ପିରେର ପାନି ପଡ଼ା ଖାବାର ସଖ ହେଲିଲ ସେ-ଆମେନା ବିବିର ଓପର, ଆକାର-ଇଞ୍ଜିଟେ ବା ମୁଖେର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ନା କରଲେଓ ମଜିଦେର ମନେ ଏକଟା ନିଷ୍ଠୁର ରାଗ ଦେଖା ଦିଯେଲି । ତାର ଏକଟା ନିଷ୍ଠୁର ଶାନ୍ତିଓ ସେ ହିର କରେଲି । ଆଜ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆବହା ଅମ୍ପଟ ଆଲୋଯ ଆମେନା ବିବିର ସାଦା କୋମଳ ପା ଦେଖେ ଶାନ୍ତି ବିଧାନେର ସେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ପ୍ରଶମିତ ନା ହେଁ ବରଞ୍ଚ ଆରଓ ନିଷ୍ଠୁରତମଭାବେ ଶାନ୍ତି ହେଁ ଉଠେଲି । କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତଭାବେ ଅସମୟେ ଆମେନା ବିବିର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଓଯା ସମ୍ମତ କିଛୁ ଯେନ ଗୋଲମାଲ କରେ ଦିଲ । ମୁଠୋର ମଧ୍ୟେ ଏସେଓ ସେ ଯେନ ଫକ୍ଷେ ଗେଲ, ଯେ-ମଜିଦେର କ୍ଷମତାକେ ସେ ଏତ ଦିନ ଉପେକ୍ଷା କରେଛେ ତାର ପ୍ରତି ଆଜଓ ଅବଙ୍ଗୀ ଦେଖାଲୋ, ତାକେ ନିଷ୍ଠୁରଭାବେ ଆଘାତ କରତେ ସୁଯୋଗ ଦିଯେଓ ଦିଲ ନା । ଦିଯେଓ ଦିଲ ନା ବଲେ ମେଯେଲୋକଟି ଯେନ ଚରମ ବାହାଦୁରି ଦେଖାଲୋ, ସମ୍ମତ ଆମ୍ଫାଲନେର ମୁଖେ ଚୁନ ଦିଲ ।

ହୁଁକଟା ରେଖେ ହଠାତ୍ ଏବାର ବ୍ୟାପାରୀ କଥା ବଲେ । ବଲେ,

-ଦିନଭର ରୋଜା ରାଖନେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେଲିଲ ତାନି ।



ମଜିଦ କୱେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ ଥାକେ । ତାରପର ଗନ୍ଧୀର କଟେ ବଲେ, ରୋଜା ରାଖନେ ଦୁର୍ବଳ ହଇଛିଲ କଥାଡା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମି ଯେ ପାନିପଡ଼ାଡା ଦିଲାମ-ତା କିସେର ଜନ୍ୟ? ଶରୀଲେ ତାକତ ହଇବାର ଜନ୍ୟ ନା? ଏମନ ତାହିର ହେତୁ ପାନି ପଡ଼ାର ଯେ ପେଟେ ଗେଲେ ଏକ ମାସେର ଭୁଖା ମାନୁଷଙ୍କ ଲଗେ ଚାଙ୍ଗା ହଇଯା ଓଠେ । ଶରୀଲେର ଦୁର୍ବଲତାର ଜନ୍ୟ ତିନି ଅଜ୍ଞାନ ହନ ନାହିଁ ।

ମଜିଦ ଥାମେ କୀ ଏକଟା କଥା ବଲେଓ ବଲେ ନା । ବ୍ୟାପାରୀ ମୁଖ ଫିରିଯେ ତାକାଯ ମଜିଦେର ପାନେ, କତକ୍ଷଣ ତାର ଚିନ୍ତିତ-ବ୍ୟଥିତ ଚୋଖ ଚେଯେ-ଚେଯେ ଦେଖେ । ତାରପର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-ତର କ୍ୟାନ ତାନି ଅଜ୍ଞାନ ହିଛେ?

-ଆପନେ ତାନାର ସ୍ଵାମୀ-କ୍ୟାମନେ କଇ ମୁଖେର ଉପରେ?



ହଠାତ୍ ବ୍ୟାପାରୀର ଚୋଥ ସନ୍ଦିନ୍ଧ ହୟେ ଓଠେ ଏବଂ ତା ଏକବାର କାନିଯେ ଚେଯେ ଲକ୍ଷ କରେ ଦେଖେ ମଜିଦ । ବ୍ୟାପାରୀର ଚୋଥେ
ସନ୍ଦେହେର ଜୋଯାର ଆସୁକ, ଆସୁକ କ୍ରୋଧେର ଅନଳକଣ୍ଠ । ମଜିଦ ଆନ୍ତେ ହଁକାଟା ତୁଲେ ନେଇ । ତାକେ ଭାବତେ ସମୟ ଦିତେ
ହବେ । ବାହିରେ କୁଯାଶାଚ୍ଛନ୍ନ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା । ତାର ଆଲୋଯ ଘରେର କୁପିଟାର ଶିଖା ମନେ ହୟ ଏକବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ-ଟାଟକା ଲାଲ
ଟକଟକେ । ଖୋଲା ଦରଜା ଦିଯେ କୁଯାଶାଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପାନେଇ ଚେଯେ ଥାକେ ମଜିଦ, ଦୃଷ୍ଟିତେ ମାନୁଷେର ଜୀବନେର ବ୍ୟର୍ଥତାର
ବୋକା । ତାତେ ବିଦେଶ ନେଇ, ପତିତେର ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ-ଘୃଣା ନେଇ, ଆଛେ ଶୁଦ୍ଧ ଅପରିସୀମ ବ୍ୟଥାହତ ପ୍ରଶ୍ନେର ନିଶ୍ଚୂପତା ।

ଆଚମକା ବ୍ୟାପାରୀ ମଜିଦେର ଏକଟି ହାତ ଧରେ ବସେ । ତାର ବୟକ୍ତ ଗଲାଯ ଶିଶୁର ଆକୁଳତା ଜାଗେ । ବଲେ,

-କନ, କ୍ୟାନ ତାନି ଅଞ୍ଜାନ ହଇଛେ? ଭିତରେ କୀ କୋନୋ କଥା ଆଛେ?



একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাতে সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,
-না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তেরো বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত
বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহৱত নাই।

কিছু থাকলেও তানু বিবির আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্মত
আড়ালে-আবড়ালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাতে তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে। তারপর
কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ম্লান জোৎস্নার পানে বেদনাভাবী চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা
করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,
-কথাড়া কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তবু বাপের কথা মনে আছেনি?



ବ୍ୟାପାରୀ ଭାରୀ ଗଲାଯ ଆନ୍ତେ ବଲେ,

-ଆଛେ ।

-ହେ ତତ୍ତ୍ଵ ବାପେର କଥା ମାଇନସେରା ଭୁଇଲା ଗେଛେ । ଏମନ କି ତାର ରତ୍ନେର ପୋଳା-ମାଇୟାରାଓ ଭୁଇଲା ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମି ଭୁଲବାର ପାରି ନାଇ । କ୍ୟାନ ଜାନେନ ? ସନ୍ତ୍ରଚାଲିତେର ମତୋ ବ୍ୟାପାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-କ୍ୟାନ ?

-କାରଣ ହେଇ ବ୍ୟାପାର ଥିକା ଏକଟା ସୋନାର ମତୋ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଶିଖଛି ଆମି । କଥାଡା ହଇଲ ଏଇ ପାକ-ଦିଲ ଆର ଗୁନାଗାର-ଦିଲ ଯଦି ଏକ ସୁତାଯ ବାଁଧା ଥାକେ ଆର କେଉ ଯଦି ଗୁନାଗାର-ଦିଲେର ଶାନ୍ତି ଦିବାର ଚାଯ ତଥନ ପାକ-ଦିଲଟି ଶାନ୍ତି ପାଯ । ତତ୍ତ୍ଵ ବାପେର ଦିଲ ସାଫ ଆଛିଲ, ତାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇଲ ହେଇ । ଏଦିକେ ତାରେ କଷ୍ଟ ଦିଯା ଆମି ଗୁନାଗାର ହଇଲାମ ।



ବର୍ତ୍ତମାନେ ମନଟା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହଲେ ଓ ବ୍ୟାପାରୀ କଥାଟା ବୋରେ । ତାର ଓ ଆମେନା ବିବିର ଦିଲ ଏକ ସୁତାଯ ବାଁଧା । ଆମେନା ବିବିକେ ଶାନ୍ତି ଦିତେ ହଲେ ଆଗେ ସେ-ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରା ଚାଇ । ଅତଏବ ତାକେ ତାଳାକ ଦେଯା ପ୍ରୟୋଜନ । ମଜିଦ ଏକବାର ଭୁଲ କରେ ଏକଜନ ନିଷ୍ପାପ ଲୋକକେ ଏମନ ନିଦାରଣ କଷ୍ଟ ଦିଯେଛେ ଯେ, ସେ-କଷ୍ଟ ଥେକେ ମୁକ୍ତି ପାବାର ଜନ୍ୟ ଅବଶେଷେ ତାକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରତେ ହେଁଥେବେ । ତାକେ କଷ୍ଟ ଦିଯେ ମଜିଦ ନିଜେଓ ଗୁନାଗାର ହେଁଥେ, ପାପୀଓ ଭାଲୋ ମାନୁଷେର ଓପର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ମତୋ ଭର କରେ ଶାନ୍ତି ଥେକେ ବେଁଚେ ଗେଛେ । ଏମନ ଭୁଲ ମଜିଦ ଆର କଥନୋ କରବେ ନା ।

ମଜିଦେର ହାତ ତଥନୋ ବ୍ୟାପାରୀ ଛାଡ଼େନି । ସେ-ହାତେ ଏକଟା ଟାନ ଦିଯେ ବ୍ୟାପାରୀ ଅଧୀର କଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେ,

-ଆପନେ କୀ କିଛୁ ସନ୍ଦେହ କରେନ?

-ସନ୍ଦେହେର କୋନୋ କଥା ନାହିଁ । ପାନି ପଡ଼ାଡା ଖାଇଯା ତିନି ଯଥନ ସାତ ପାକ ଦିବାର ପାରଲେନ ନା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗେଲେନ, ତଥନ ତାତେ ସନ୍ଦେହେର ଆର କୋନୋ କଥା ନାହିଁ । ଖୋଦାର କାଳାମେର ସାହାଯ୍ୟ ଯେ-କଥା ଜାନା ଯାଇ ତା ସୂର୍ଯ୍ୟର ରୋଶନାଇର ମତୋ ସାଫ । ଆର ବେଶି ଆମି କିଛୁ କମୁ ନା । ତାନାରେ ତାଳାକ ଦେନ ।



এই সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়াল। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

-কী গো বিটি?

-তানার হঁশ হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতেছেন।

মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী ওঠে দাঁড়ালো। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পালকিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিল।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে-পাঞ্জি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনক্ষভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেল। তার মনের কথা জানা গেল না।



ହଠାତ୍ ଏକସମୟେ ଏକଟା କଥା ସ୍ମରଣ ହୁଯ ମଜିଦେର । କଥା କିଛୁ ନା, ଏକଟା ଦୃଶ୍ୟ-ଆବହା ଆଲୋଯ ଦେଖା କାଳୋ ପାଡ଼େର ନିଚେ
ଏକଟି ସାଦା କୋମଳ ପା । ସେ-ପା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଦେଖିଲ ନା ବଲେ ହଠାତ୍ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ କେମନ ଆଫସୋସ ବୋଧ କରେ ମଜିଦ ।
ତାରପର ମନେ ମନେଇ ସେ ହାସେ । ଦୁନିୟାଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର । ଯେଥାନେ ସାପ ଜାଗେ ମେଖାନେ ଆବାର କୋମଳତାର ଫୁଲ ଫୋଟେ । କିନ୍ତୁ
ସେ-ଫୁଲ ଶୟତାନେର ଚତ୍ରାନ୍ତ । ମଜିଦ ଶକ୍ତ ଲୋକ । ସାତ ଜନ୍ମେର ଚେଷ୍ଟାଯାଓ ଶୟତାନ ତାକେ କୋନୋ ଦୁର୍ବଳ ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ଆଚହିତେ
ଆକ୍ରମଣ କରତେ ପାରବେ ନା । ସେ ସଦା ହଁଶିଯାର ।

କଟେ ଦୋଯା-ଦରଙ୍ଦେର ମିହି ସୁର ତୁଲେ ମଜିଦ ଭେତରେ ଯାଯ ।

ଏତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପାରୀର ଜୀବନେ କଥିନୋ ଦେଖା ଦେଇନି । ନିଜେର ଚୋଖେ କୋନୋ ଗୁରୁତର ଅନ୍ୟାଯ ଦେଖେ ଯଦି ଶରୀରେ ଦାଉ
ଦାଉ କରେ ଆଗୁନ ଜୁଲେ ଉଠିତ ତାହଲେ ବ୍ୟାପାରଟା ସମସ୍ୟାଇ ହତୋ ନା । ଆସଲ କଥା ଜାନେ ନା, ଆବାର ଏକଟା କିଛୁ ଗୋଲଯୋଗ
ଯେ ଆଛେ ଏ-ବିଷୟେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ମାନୁଷ ମଜିଦେର କଥା ନା ହୁଯ ଅବିଶ୍ଵାସ କରା ଯେତ, କିନ୍ତୁ ଯେ-କଥା ଜେନେଛେ
ମଜିଦ ତା ତାର ନିଜେର ବୁଦ୍ଧିର ଜୋରେ ଜାନେନି । ଖୋଦାର କାଳାମେର ସାହାଯ୍ୟେଇ ସେ-କଥା ଜେନେଛେ ଏବଂ ମାନୁଷ ମଜିଦ ତାର
ଅନ୍ତରେର ବିବେଚନାର ଜନ୍ୟଟି ତା ଖୁଲେ ବଲତେ ପାରେନି । ହାଜାର ହଲେଓ ତାରା ବନ୍ଧୁ ମାନୁଷ । ବ୍ୟାପାରୀ କଷ୍ଟ ପାବେ ଏମନ କଥା କୀ
କରେ ବଲେ ।



ବୈଠକଥାନା ହଁକାର ନୀଲାଭ ଧୌୟାଯ ଅନ୍ଧକାର ହୟେ ଓଠେ । ବ୍ୟାପାରୀର ଚୋଖେ ଧୌୟା ଭାସେ, ମଗଜେଓ କିଛୁ ଗଲିଯେ ଢୁକେ ତାର ଅନ୍ତରଦୃଷ୍ଟି ଆବହା କରେ ଦେୟ । ବ୍ୟାପାରୀ ଭାବେ ଆର ଭାବେ । ମାନୁଷେର ସଙ୍ଗେ ହଁ-ହଁ କରେ କଥା କର, ଦଶ ପ୍ରଶ୍ନେ ଏକ ଜୟାବ ଦେୟ । ଏକଟା କଥାଇ ମନେ ଘୋରେ । ଏକସମୟେ ସେଟା ସୋଜା ମନେ ହୟ, ଏକସମୟେ କଠିନ । ଏକବାର ମନେ ହୟ ବ୍ୟାପାରଟା ହେତ୍ତ-ନେତ୍ତ ହୟ ଏକଟିମାତ୍ର ଶବ୍ଦେର ତିନିବାର ଉଚ୍ଚାରଣେଇ; ଆରେକବାର ମନେ ହୟ, ସେ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଇ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ୟାପାର । ଜିହ୍ଵା ଖ୍ସେ ଆସବେ ତବୁ ସେଟା ବେରିଯେ ଆସବେ ନା ମୁଖ ଥେକେ ।

ତେରୋ ବଚର ବୟସ ଥେକେ ଯେ ତାର ଘରେ ବସବାସ କରଛେ, ତାର ଜୀବନେର ଅଲି-ଗଲିର ସନ୍ଧାନ କରେ । ଯଦି କିଛୁ ନଜରେ ପଡ଼େ ଯାଏ ହଠାତ୍ ଦୀର୍ଘ ବସବାସେର ସରଳ ଓ ଜାନା ପଥ ଛେଡେ ଝୋପ-ଝାଡ଼ ଖୌଜେ, ଡାଲପାଳା ସରିଯେ ଅନ୍ଧକାର ହାନେ ଥମକେ ଦାଁଡ଼ାଯ । କିନ୍ତୁ ଆପତ୍ତିକର କିଛୁଇ ନଜରେ ପଡ଼େ ନା । ଆମେନା ବିବି ରୂପବତୀ, କିନ୍ତୁ କୋମୋଦିନ ତାର ରୂପେର ଠାଟ ଛିଲ ନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟେର ଚେତନା ଛିଲ ନା; ଚଲନେ-ବଲନେ ବେହାୟାପନାଓ ଛିଲ ନା । ଠାନ୍ତା, ଶିତଳ, ଧର୍ମଭିରୁ ଓ ସ୍ଵାମୀଭିରୁ ମାନୁଷ । ସେ ଏମନ କୀ ଅନ୍ୟାଯ କରତେ ପାରେ?



প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হংকার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে, মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমন কাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে রং ধরে। পশ্চপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারী কি কখনো করেনি? ব্যাপারীর মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়ত অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতালা ঠিক জানেন। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ভুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্তির করে ফেলে। এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি
হঠাতে সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তন্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে
সেদিনের পালকিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায়নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু
আনন্দ নেই। পালকির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।



ତବେ ପଥେ ଏକଟା ଜିନିସ ଦେଖିଲେ ହୟତ ହ୍ଠାନ୍ ତାର ବୁକ ଭାସିଯେ କାନ୍ଧା ଆସତ । ସେଟା ହଲୋ
ଥୋତାମୁଖେର ତାଲଗାଛଟା । ବହୁଦିନେର ଗାଛ, ଝାଡ଼େ-ପାନିତେ ଆରଓ ଲୋହା ହୟେ ଉଠେଛେ ଯେଣ ।
ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ ନାଇୟର ଥେକେ ଫିରିବାର ସମୟ ପାଲକିର ଫାଁକ ଦିଯେ ଏ-ଗାଛଟା ଦେଖେଇ ସେ
ବୁଝତ ଯେ, ସ୍ଵାମୀର ବାଡ଼ି ପୋଛେଛେ । ଓଟା ଛିଲ ନିଶାନା, ଆନନ୍ଦେର ଆର ସୁଖେର ।





ସେଦିନ ରାତେ କେ ଯେନ ଏକଟା ମନ୍ତ୍ର ମୋମବାତି ଏଣେ ଜୁଲିଯେ ଦିଯେଛେ ମାଜାରେର ପାଦଦେଶେ, ଘଟନା ରୋଶନାଇ ହୟେ ଉଠେଛେ । ସେ-ଆଲୋଯ୍ ରୂପାଳି ଝାଲରଟା ଆଜ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଜ୍ଜୁଲ ଦେଖାଯ । ମଜିଦ କଯେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକିଯେ ଥାକେ ସେଦିକେ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାର ନଜରେ ପଡ଼େ ଏକଟା ଜିନିସ । ଝାଲରେର ଏକଦିକେ ଉଜ୍ଜୁଲ୍ୟ ଯେନ କମ; ଉଜ୍ଜୁଲତାର ଦୀର୍ଘ ପାତେର ମଧ୍ୟେ ଓହିଖାନେ କେମନ ଏକଟୁ ଅନ୍ଧକାର । କାହେ ଗିଯେ ହାତେ ତୁଲେ ଦେଖେ, ଝାଲରଟାର ରୂପାଳି ଉଜ୍ଜୁଲ୍ୟ ସେଖାନେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୟେ ଗେଛେ, ସୁତାଙ୍ଗଲୋ ଖ୍ସେଓ ଏସେଛେ । ଦେଖେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଜିଦେର ମନ ଅନ୍ଧକାର ହୟେ ଆସେ । ତାର ଭୁରୁଷ କୁଚକେ ଯାଯ, ଝାଲରେର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟା ହାତେ ନିଯେ ନ୍ତର୍କ ହୟେ ଥାକେ । ତାର ଜୀବନେ ଶୌଖିନତା କିଛୁ ଯଦି ଥାକେ ତବେ ତା ଏଇ କଯେକ ଗଜ ରୂପାଳି ଚାକଚିକ୍ୟ । ଏର ଉଜ୍ଜୁଲ୍ୟଟି ତାର ମନକେ ଉଜ୍ଜୁଲ କରେ ରାଖେ; ଏର ବିବର୍ଣ୍ଣତା ତାର ମନକେ ଅନ୍ଧକାର କରେ ଦେଇ । ଅବଶ୍ୟ ଦୁ-ବଚର ତିନ ବଚର ଅନ୍ତର ମାଜାରେର ଗାତ୍ରାବରଣ ବଦଳାନୋ ହୟ ଏବଂ ବଦଳାବାର ଖରଚ ବହନ କରେ ଥାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀଇ ।



ଖରଚ କରେ ତାର ଆଫସୋସ ହୟ ନା । ବରଞ୍ଚ ସୁଯୋଗଟା ପେଯେ ନିଜେକେ ଶତବାର ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ । ଏଦିକେ ମଜିଦଓ ଲାଭବାନ ହୟ, କାରଣ ପୁରୋନୋ ଗାତ୍ରାବରଣଟି କେନବାର ଜନ୍ୟ ଏ-ଗ୍ରାମେ ସେ-ଗ୍ରାମେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଜିଯେ ଓଠେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଉପୟୁକ୍ତତା ବିଚାର କରେ ଦେଖତେ ଗିଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେଶ ଚଢ଼ା ଦାମେ ବିକ୍ରି କରେ ସେଟା । କାଜେଇ ଝାଲରଟାର କୋନୋଖାନେ ଯଦି ରଂ ଚଟେ ଯାଯ, ବା ସାଲୁକାପଡ଼େର କୋନୋ ହାନେ ଫାଟ ଧରେ ତବେ ମଜିଦେର ଚିନ୍ତା କରାର କାରଣ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ତବୁ ଜିନିସଟାର ପ୍ରତି କୀ ଯେ ମାୟା-ତାର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ନଜରେ ପଡ଼ିଲେଓ ବୁକଟା କେମନ କେମନ କରେ ଓଠେ ।

ଖାଓୟା-ଦାଓୟା ଶେଷ ହଲେ ମଜିଦେର ସାମନେଇ ରହିମା ଏକଟା ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଫେଲେ । ଆମେନା ବିବିର ଜନ୍ୟ ସାରା ଦିନ ଆଜ ମନଟା ଭାରୀ ହୟେ ଆଛେ । ଏକଟା ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଘୁରେ-ଫିରେ ମନେ ଆସେ । କେଉଁ ଯଦି ହଠାତ୍ କିଛୁ ଅନ୍ୟାଯ କରେ ଫେଲେଓ, ତାର କି କ୍ଷମା ନେଇ? କୀ ଅନ୍ୟାଯେର ଜନ୍ୟ ଆମେନା ବିବିର ଏତ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିଟା ହଲୋ ତା ଅବଶ୍ୟ ଜାନେ ନା, ତବୁ ସେ ଭାବତେ ପାରେ ନା ଆମେନା ବିବି କିଛୁ ଗହିତ କାଜ କରତେ ପାରେ । ଆବାର, କରେନି ଏ-କଥାଓ ବା ଭାବେ କୀ କରେ? କାରଣ ଖୋଦାଇ ତୋ ଜାନିଯେ ଦିଯେଛେନ ମାନୁଷକେ ସେ-ଅନ୍ୟାଯେର କଥା ।

ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଫେଲେ ରହିମା ବିଡ଼ ବିଡ଼ କରେ ବଲେ, ତୁମି ଏତ ଦୟାଲୁ, ଖୋଦା, ତବୁ ତୁମି କୀ କଠିନ । ସେ ବିଡ଼ ବିଡ଼ କରେ ଆର ଆଓୟାଜଟା ଏମନ ଶୋନାଯ ଯେନ ମାଜାରେର ସାଲୁ କାପଡ଼ଟା ଛେଡେ ଫଡ଼ଫଡ଼ କରେ । ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ଜନ୍ୟ ଚମକେ ଓଠେ ମଜିଦ । ମନ ତାର ଭାରୀ । ରୂପାଲି ଝାଲରେର ବିବରଣ ଅଂଶଟା କାଲୋ କରେ ରେଖେଛେ ସେ-ମନ ।



আমেনা বিবি কোন দিন রোজা রাখে?

- ক) শুক্ৰবাৰ
- খ) শনিবাৰ
- গ) রবিবাৰ
- ঘ) বুধবাৰ



আমেনা বিবি কোন দিন রোজা রাখে?

- ক) শুক্ৰবাৰ
- খ) শনিবাৰ
- গ) রবিবাৰ
- ঘ) বুধবাৰ



ରହିମା ଭାବେ, ଆମେନା ବିବିର ହୃଦୟେର ସଙ୍ଗେ ତାର ହୃଦୟେର କୋଥାଯ ସେଣ ସମତା । ଏହି ସମତାର କାରଣ ତାରା ଉଭୟଟୀ-

- କ) କ୍ଷମତାବାନେର ଶ୍ରୀ
- ଖ) ନିଃସଂତାନ
- ଗ) ଧର୍ମଭୀରୁ
- ଘ) ପତିପରାଯନ୍ତରାଜ୍ୟାଳ୍ୟା



রহিমা ভাবে, আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা। এই সমতার কারণ তারা উভয়ই-

- ক) ক্ষমতাবানের স্ত্রী
- খ) নিঃসন্তান
- গ) ধর্মতীরু
- ঘ) পতিপরায়ড়শণা



বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে আমেনা বিবির কী দেখলে বুক ভাসিয়ে কান্না আসত?

- ক) বটগাছ
- খ) থোতা মুখের সুপারি গাছ
- গ) থোতা মুখের তালগাছ
- ঘ) ঘোতা মুখের নারিকেল গাছ



বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে আমেনা বিবির কী দেখলে বুক ভাসিয়ে কান্না আসত?

- ক) বটগাছ
- খ) থোতা মুখের সুপারি গাছ
- গ) থোতা মুখের তালগাছ
- ঘ) ঘোতা মুখের নারিকেল গাছ



মজিদের মন অঙ্ককার হয়ে আসে কেন?

- ক) পির সাহেবের আগমনে
- খ) জমিলাকে শাসন করতে ব্যর্থ হয়ে
- গ) আমেনা বিবি অবিশ্বাস করায়
- ঘ) মাজারে বিবর্ণ সালু কাপড় দেখে



মজিদের মন অঙ্ককার হয়ে আসে কেন?

- ক) পির সাহেবের আগমনে
- খ) জমিলাকে শাসন করতে ব্যর্থ হয়ে
- গ) আমেনা বিবি অবিশ্বাস করায়
- ঘ) মাজারে বিবর্ণ সালু কাপড় দেখে



‘লালসালু’ উপন্যাসের ‘মাছের পিঠের মতো মাজার’ বলতে রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে-
[চ. বো. ১৬]

- ক) মাজারের গঠন
- খ) মাজারের রহস্যময়তা
- গ) মজিদের ভগ্নামি
- ঘ) জমিলার প্রতিবাদ



‘লালসালু’ উপন্যাসের ‘মাছের পিঠের মতো মাজার’ বলতে রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে-
[চ. বো. ১৬]

- ক) মাজারের গঠন
- খ) মাজারের রহস্যময়তা
- গ) মজিদের ভগ্নামি
- ঘ) জমিলার প্রতিবাদ



ଆଫଜାଲ ମିଯାର ଶ୍ରୀ ହାଲିମା ପରପର ତିନଟି କନ୍ୟାସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ । ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଲାଭେର ଆଶାଯ ଖ୍ୟାତିମାନ ପିର ଜୁନାଇଦ ଆଲୀ କୁତୁବଶାହୀର ଦରବାରେ ଗମନ କରେ । ପିର କୁତୁବଶାହୀ ଏକ ବୋତଳ 'ପଡ଼ା ପାନି' ଦିଯେ ବଲେନ ଯେ, ଏହି 'ପଡ଼ା ପାନି' ଖେଯେ ତାର ଯଦି ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ନା ହୁଯ ତବେ ବୁଝାତେ ହବେ ସେ ପାପୀ । ହାଲିମା ସଥାରୀତି ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀର ରୋଷାନଙ୍କେ ପଡ଼େ । (ସି. ବୋ. ୧୬)

ଉଦ୍ଦୀପକେର ହାଲିମାର ସଙ୍ଗେ 'ଲାଲସାଲୁ' ଉପନ୍ୟାସେର କୋନ ଚରିତ୍ରେର ସାଦୃଶ୍ୟ ରହେ?

- କ) ତାନୁବିବି
- ଖ) ଆମେନା ବିବି
- ଗ) ରହିମା
- ଘ) ଜମିଲା



ଆଫଜାଲ ମିଯାର ଶ୍ରୀ ହାଲିମା ପରପର ତିନଟି କନ୍ୟାସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ । ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଲାଭେର ଆଶାଯ ଖ୍ୟାତିମାନ ପିର ଜୁନାଇଦ ଆଲୀ କୁତୁବଶାହୀର ଦରବାରେ ଗମନ କରେ । ପିର କୁତୁବଶାହୀ ଏକ ବୋତଳ 'ପଡ଼ା ପାନି' ଦିଯେ ବଲେନ ଯେ, ଏହି 'ପଡ଼ା ପାନି' ଖେଯେ ତାର ଯଦି ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ନା ହୁଯ ତବେ ବୁଝାତେ ହବେ ସେ ପାପୀ । ହାଲିମା ସଥାରୀତି ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀର ରୋଷାନଙ୍କେ ପଡ଼େ । (ସି. ବୋ. ୧୬)

ଉଦ୍ଦୀପକେର ହାଲିମାର ସଙ୍ଗେ 'ଲାଲସାଲୁ' ଉପନ୍ୟାସେର କୋନ ଚରିତ୍ରେର ସାଦୃଶ୍ୟ ରହେ?

- କ) ତାନୁବିବି
- ଖ) ଆମେନା ବିବି
- ଗ) ରହିମା
- ଘ) ଜମିଲା



উদ্বীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসে প্রকাশিত ভাব-

- i. অন্ধবিশ্বাস
- ii. ধর্মীয় গোঁড়ামি
- iii. পির প্রথা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii



উদ্বীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসে প্রকাশিত ভাব-

- i. অন্ধবিশ্বাস
- ii. ধর্মীয় গোঁড়ামি
- iii. পির প্রথা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii